# কবি আল বারূদী সমরবিদ ও প্রশাসক ঃ একটি পর্যালোচনা

[ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.ফিল. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ]


**গবেষক**

**মোহাম্মদ আমিনুল হক**

রেজি: ৪৬১

সেশন: ২০০৩-২০০৪

আরবী বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা-১০০০।



GIFT

Dhaka University Library

449254

449254

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার



**তত্ত্বাবধায়ক**

**ড. মোহাম্মদ ইউছুফ**

অধ্যাপক

আরবী বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা-১০০০।


ডিসেম্বর ২০১০ ইং

কবি মাহমুদ সামী পাশা আল-বারূদী

(১৮৩৯ খ্রি.–১৯০৪ খ্রি.)

*Dhaka University Institutional Repository*

**Dr. Mohammad Yousuf**
*Kamil, B.A. (Hons), M.A. (Dhaka)*
*Ph.D. (Dhaka)*
**Professor**
Department of Arabic
**University of Dhaka**
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone : 9661920-73, Ext-6105 (Office), 9673737 (Res)
Fax : 88-02-8615583, Mobile : 01718-082595
E-mail : yousuf-du@hotmail.com

الدكتور محمد يوسف
بروفيسور فى القسم العربى
جامعة داكا
بنغلاديش
جوال : 01718082595
الهاتف : 9673737

Ref: --------                                                                 Date : ----------------

## প্রত্যয়ন পত্র

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আরবী বিভাগের এম.ফিল গবেষক জনাব মোহাম্মদ আমিনুল হক কর্তৃক এম.ফিল ডিগ্রী লাভের জন্য দাখিলকৃত "কবি আল বারূদী সমরবিদ ও প্রশাসক ঃ একটি পর্যালোচনা" শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি সম্পর্কে আমি প্রত্যয়ন করছি যে, এটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে লিখিত হয়েছে। এটি একটি মৌলিক গবেষণাকর্ম। আমার জানা মতে ইতোপূর্বে কোথাও কোন ভাষায় এ শিরোনামে এম.ফিল ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে কোন গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়নি। আমি এ গবেষণা অভিসন্দর্ভটির আদ্যোপান্ত পাঠ করেছি এবং এম.ফিল ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে দাখিল করার নিমিত্তে অনুমোদন করছি।

(ড. মোহাম্মদ ইউসুফ)
অধ্যাপক ও তত্ত্বাবধায়ক
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা।

449254

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

*Dhaka University Institutional Repository*

# ঘোষণাপত্র

আমি মোহাম্মদ আমিনুল হক ঘোষণা প্রদান করছি যে, "কবি আল বারূদী সমরবিদ ও প্রশাসক : একটি পর্যালোচনা" শীর্ষক আমার গবেষণা অভিসন্দর্ভের বিষয়বস্তু পূর্ণ অথবা আংশিকভাবে অন্য কোথাও প্রকাশ করিনি। এটি কোন যুগ্ম কর্ম নয় বরং আমার মৌলিক একক গবেষণা।

29.11.2010

(মোহাম্মদ আমিনুল হক)
এম.ফিল গবেষক
রেজি: ৪৬১
সেশন: ২০০৩-২০০৪
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০।

449254

*Dhaka University Institutional Repository*

# কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আল-হামদুলিল্লাহ ! "মাহমুদ সামী আল-বারূদী সমরবিদ ও প্রশাসক : একটি পর্যালোচনা " শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি সুসম্পন্ন করতে পেরে মহান আল্লাহর দরবারে অশেষ শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। গবেষণার অভিসন্দর্ভটি রচনায় বিভিন্ন ভাবে যারা তথ্য উপাত্ত দিয়ে আমাকে সাহায্য সহযোগিতা করেছেন আজকের আনন্দঘন এ মুহূর্তে তাদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

বিশেষভাবে গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক ও নির্দেশক আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ইউসুফ স্যার, যিনি নানাবিধ কর্ম ব্যস্ততার মধ্যেও অভিসন্দর্ভটি রচনায় আমাকে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দিয়েছেন, নিরন্তর উৎসাহ-উদ্দীপনা যুগিয়েছেন এবং সার্বিকভাবে সহায়তা করেছেন। তাঁর এই আন্তরিক সহানুভূতির জন্য তারপ্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

আরও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের অধ্যাপক ড. মো: আবু বকর সিদ্দীক স্যারের প্রতি (পি এইচ. ডি. আলীগড়), যিনি আমার গবেষণার শিরোনাম নির্বাচন করতে গবেষণা সুলভ পরামর্শ দিয়েছেন এবং অভিসন্দর্ভের তথ্য ও উপকরণ সংগ্রহের ক্ষেত্রে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করেছেন। এ মুহূর্তে স্মরণ করছি আমার শ্রদ্ধেয় পিতা আলহাজ্ব হযরত মাওলানা হারণ-অর-রশীদ এবং আমার শ্রদ্ধেয় মা আলহাজ্ব ফজিলাতুন্ নিসাকে। যাদের উৎসাহ এবং প্রেরণায় আমি এই মহান কর্মটি সম্পাদন করতে সক্ষম হয়েছি।

*Dhaka University Institutional Repository*

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের লেকচারার জনাব মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম এবং ছোট ভাই মোস্তাফিজুর রহমান আমার গবেষণার কাজে বিভিন্নভাবে আমাকে সহযোগিতা করেছেন। তাদের এ আন্তরিক সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

আমার গবেষণা কর্মে সার্বিকভাবে সহায়তা করার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, ইসলামিক ফাউন্ডেশন গ্রন্থাগার (ঢাকা) ও দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

সর্বপরি এ গবেষণা কর্মটি সম্পাদনে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যারা অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ যুগিয়েছেন এবং তথ্য-উপাত্ত দিয়ে সহযোগিতা করেছেন তাদের সকলকে জানাই আন্তরিক মুবারকবাদ। আমার এ সামান্য প্রয়াস জ্ঞান পিপাসু শিক্ষার্থীদের জ্ঞান তৃষ্ণা নিবারণে সামান্যতম কাজে আসলেও আমার শ্রম স্বার্থক হয়েছে বলে মনে করব। আল্লাহপাক আমাদের সকলের প্রয়াসকে কবুল করুন। আমীন।

Dhaka University Institutional Repository

# অভিসন্দর্ভে অনুসৃত

## আরবী অক্ষরের বাংলা প্রতিবর্ণায়ন

| | | |
|---|---|---|
| ا (আলিফ) = অ / া | | ق (ক্বাফ) = ক. |
| ب (বা) = ব | | ك (কাফ) = ক |
| ت (তা) = ত | | ل (লাম) = ল |
| ث (সা) = স / ছ | | م (মীম) = ম |
| ج (জীম) = জ | | ن (নুন) = ন |
| ح (হা) = হ. | | و (ওয়াও) = ওয়া |
| خ (খা) = খ | | ه (হ) = হ |
| د (দাল) = দ | | ة (তা / হা) = ত / হ্ |
| ذ (যাল) = য. | | ء (হামযা) = ' (উর্ধ্ব) কমা) |
| ر (রা) = র | | يِ = য় |
| ز (যা) = য | | (যবর) = া / আ |
| س (সীন) = স | | (যের) = ি / ই |
| ش (শীন) = শ | | (পেশ) = ু / উ |
| ص (সোয়াদ) = স. | | يو = ু / উ |
| | | إِي = ী / ঈ |
| ض (দোয়াদ) = দ. | | آ = আ |
| ط (ত্বোয়া) = ত. | | اً = আন্ / অন্ |
| ظ (জ্বোয়া) = জ. | | اٍ = ইন্ |
| ع (আইন) = ' (উল্টা কমা) | | اٌ = উন |
| غ (গাইন) = গ / ঘ | | ّ = দ্বিত্ব বর্ণ বা ্য |
| ف (ফা) = ফ | | اْ ্ হস চিহ্ন |

উপরোক্ত পদ্ধতি অনুসৃত হলেও কোন কোন ক্ষেত্রে এ পদ্ধতির ব্যতিক্রমও ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, প্রচলিত নামের প্রথম অক্ষর 'আইন হলে সেখানে (আ), (উ) ব্যবহার করা হয়েছে। তাছাড়া যেসব 'আরবী শব্দ দীর্ঘ দিনের ব্যবহারে বাংলা ভাষার অংশ বিশেষে পরিণত হয়েছে, সে গুলোর বানানে প্রচলিত নিয়ম রক্ষা করা হয়েছে।

*Dhaka University Institutional Repository*

## সূচীপত্র


ভূমিকা : .....১

**প্রথম অধ্যায় : আল-বারূদীর সময় মিসরের ভৌগলিক, আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা.....৭-৪৬**

প্রথম পরিচ্ছেদ : মিসরের ভৌগলিক অবস্থা .....৮-১৩

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : মিসরের সামাজিক অবস্থা.....১৪-৪০

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : মিসরের রাজনৈতিক অবস্থা .....৪১-৪৬

**দ্বিতীয় অধ্যায় : মাহমুদ সামী আল-বারূদীর সংক্ষিপ্ত জীবন পরিচিতি.....৪৭-৬৭**

প্রথম পরিচ্ছেদ : বংশ ও জন্ম পরিচয় .....৪৮-৪৯

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : মাহমুদ সামী আল-বারূদীর শিক্ষা জীবন .....৫০-৫১

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : মাহমুদ সামী আল-বারূদীর কর্মজীবন .....৫২-৫৬

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : রাজনীতি ও ওফাত .....৫৭-৬৭

**তৃতীয় অধ্যায় : সমরবিদ ও প্রশাসক.....৬৮-১১৯**

প্রথম পরিচ্ছেদ : সামরিক স্কুলে শিক্ষা গ্রহণ.....৬৯-৭৬

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : সামরিক পদ অলংকৃত করণ.....৭৭-৮৭

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : প্রশাসক, মন্ত্রী ও বিপ্লবী আল-বারূদী.....৮৮-১২০

**চতুর্থ অধ্যায় : আল-বারূদীর রচনাবলী ও সাহিত্যকর্ম.....১২১-১৭০**

প্রথম পরিচ্ছেদ : দীওয়ানুল বারূদী (বারূদীর দীওয়ান).....১২২-১৩০

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : আল-বারূদীর গদ্য সাহিত্য .....১৩১-১৩৩

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : আল-বারূদীর কবিতা.....১৩৪-১৭০

*Dhaka University Institutional Repository*

**পঞ্চম অধ্যায় : সমসাময়িক কবিদের মাঝে আল-বারূদীর অবস্থান.....১৭১-২০৩**

প্রথম পরিচ্ছেদ : সমকালীন কাব্যধারা.....১৭২-১৭৪

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : সমালোচকদের দৃষ্টিতে তাঁর অবস্থান .....১৭৫-১৭৯

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : আল-বারূদীর সমসাময়িক কবি ও কবিতা .....১৮০-২০১

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : আধুনিক আরবী সাহিত্যের অগ্রদূত হিসেবে কবি আল-বারূদী.....২০২-২০৩

উপসংহার : .....২০৪-২০৬

গ্রন্থপঞ্জি : .....২০৭-২১৪

*Dhaka University Institutional Repository*

# ভূমিকা

আল-হামদুলিল্লাহ ! আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের অশেষ অনুগ্রহে 'রাব্বুস সায়ফ ওয়াল কলম' উপাধিতে মিসরের জনগণ কর্তৃক ভূষিত "কবি আল-বারূদী সমরবিদ ও প্রশাসক : একটি পর্যালোচনা" শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি সম্পন্ন করেছি। আরবী সাহিত্যে যে সকল গৌরবোজ্জ্বল নক্ষত্রের আবির্ভাব হয়েছিল তাদের মধ্যে প্রখ্যাত কবি মাহমুদ সামী আল-বারূদী অন্যতম। তিনি আরবী কবিতার গতানুগতিক ধারার পরিবর্তন করে সুর ও ছন্দের অনন্য সমন্বয় ঘটিয়ে গৌরব, বীরত্ব গাঁথাসহ কবিতায় ভিন্ন ভিন্ন শিল্প বৈশিষ্ট্য দান করেছেন। তিনিই একমাত্র কবি যিনি গুরুত্বপূর্ণ সামরিক পদে ব্যস্ত থাকার পরও তাঁর কাব্য চর্চার কথা এক মুহূর্তের জন্যও ভুলে যাননি। তিনি কবি নজরুলের মতোই যেমন ছিলেন বিদ্রোহী বীর সেনানী তেমনি একজন প্রেমময় কবি। তাঁর এক হাতে ছিল রণতুর্য অপর হাতে ছিল ক্ষুরধার লেখনী। যুদ্ধের বিউগলের আওয়াজ এবং প্রেমময়ী বাঁশির সুর দুটোই তাঁকে সমভাবে আকর্ষণ করত। তিনি অসি ও মসি উভয় ক্ষেত্রেই সমান দক্ষ ছিলেন। তিনি যুদ্ধের ফাঁকে ফাঁকে রচনা করতেন বীরত্বগাঁথা, রণসঙ্গীত, প্রশংসাগীতি ও প্রণয়গীতি। তাঁর হৃদয়ের ভাঁজে ভাঁজে লুকান ছিল যেমন গভীর ভালবাসা ও আবেগানুভূতি তেমনি অসীম সাহসিকতা, বীরত্ব ও বিদ্রহের বহ্নিশিখা। তিনি একমাত্র সফল ব্যক্তি যিনি কবিতা, সাহিত্য , সমর জ্ঞান, প্রশাসন, রাজনীতি, স্বদেশপ্রেম, সবকিছুর সফল সমন্বয় ঘটিয়ে নিজেকে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে একজন স্মরণীয় ব্যক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছেন।

*Dhaka University Institutional Repository*

সুতরাং তাঁর কবিতা পড়ে এবং আমার শ্রদ্ধেয় তত্ত্বাবধায়ক, বিভাগীয় শিক্ষকমণ্ডলী ও জ্ঞাণী গুণীদের নিকট থেকে তাঁর সম্পর্কে জানার ও বুঝার আগ্রহ জাগা থেকেই এই শিরনামে গবেষণা কর্মের জন্য মনস্থির করি। আর যেহেতু "কবি আল-বারূদী সমরবিদ ও প্রশাসক : একটি পর্যালোচনা" বিষয়ে গবেষণাধর্মী তেমন কোন লেখা উপস্থাপিত হয়নি। তাই এ বিষয়ে কাজ করতে গিয়ে অনেক সমস্যার সম্মুখিন হলেও আল্লাহর মেহেরবাণীতে তত্ত্বাবধায়ক মহোদয়ের সহযোগিতায় এবং শিক্ষকমণ্ডলী ও সঙ্গী-সাথীদের প্রেরণা ও সঠিক দিক নির্দেশনায় এই দুরূহ কাজটি শ্রমসাধ্য হলেও সঠিক তথ্য আনয়নের সর্বাত্তক চেষ্টা করে উপস্থাপনে সক্ষম হয়েছি। লেখনীতে, শব্দ চয়নে, বাক্য বিন্যাসে ভুল ভ্রান্তি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ; এ কথা বলার দু:সাহস আমার নেই। আশা করি সাহিত্যানুরাগী শিক্ষার্থীগণ মাহমুদ সামী আল-বারূদীকে জানার, বুঝার এবং শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পাবেন।

আমি অভিসন্দর্ভটিকে একটি ভূমিকা, পাঁচটি অধ্যায়; যার প্রত্যেকটি অধ্যায়কে একাধিক পরিচ্ছেদে বিভক্ত ও একটি পরিশিষ্টে সুবিন্যাস্ত করেছি। যা নিম্নরূপ:

**প্রথম অধ্যায় :**
**আল বারূদীর সময় মিসরের ভৌগলিক, আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা।**

এ অধ্যায়কে তিনটি পরিচ্ছেদে বিন্যাস্ত করা হয়েছে।

প্রথম পরিচ্ছেদে রয়েছে মিসরের ভৌগলিক অবস্থা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে রয়েছে মিসরের সামাজিক অবস্থা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদে রয়েছে মিসরের রাজনৈতিক অবস্থা।

*Dhaka University Institutional Repository*

## দ্বিতীয় অধ্যায় :

### মাহমুদ সামী আল বারূদীর সংক্ষিপ্ত জীবন পরিচিতি।

এ অধ্যায়ে রয়েছে চারটি পরিচ্ছেদ।

প্রথম পরিচ্ছেদে রয়েছে জন্ম ও বংশ পরিচয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে রয়েছে মাহমুদ সামী আল-বারূদীর শিক্ষা জীবন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদে রয়েছে মাহমুদ সামী আল-বারূদীর কর্মজীবন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদে রয়েছে রাজনীতি ও ওকাত।

## তৃতীয় অধ্যায় :

### সমরবিদ ও প্রশাসক।

এ অধ্যায়েও তিনটি পরিচ্ছেদ রয়েছে।

প্রথম পরিচ্ছেদে রয়েছে সামরিক স্কুলে শিক্ষা গ্রহণ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে রয়েছে সামরিক পদ অলংকৃত করণ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদে রয়েছে প্রশাসক, মন্ত্রী ও বিপ্লবী আল-বারূদী।

## চতুর্থ অধ্যায় :

### আল বারূদীর রচনাবলী ও সাহিত্য কর্ম

এ অধ্যায়ে তিনটি পরিচ্ছেদ সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

প্রথম পরিচ্ছেদে রয়েছে দীওয়ানুল বারূদী (বারূদীর দীওয়ান)।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে রয়েছে আল-বারূদীর গদ্য সাহিত্য।

তৃতীয় পরিচ্ছেদে রয়েছে আল-বারূদীর কবিতা।

*Dhaka University Institutional Repository*

# পঞ্চম অধ্যায় :

## সমসাময়িক কবিদের মাঝে আল বারূদীর অবস্থান

এ অধ্যয়ে চারটি পরিচ্ছেদ রয়েছে।

প্রথম পরিচ্ছেদে রয়েছে সমকালীন কাব্যধারা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে রয়েছেসমালোচকদের দৃষ্টিতে তাঁর অবস্থান।

তৃতীয় পরিচ্ছেদে রয়েছে আল-বারূদীর সমসাময়িক কবি ও কবিতা।

চতুর্থ পরিচ্ছেদে রয়েছে আধুনিক আরবী সাহিত্যের অগ্রদূত হিসেবে কবি আল-বারূদী।

এ সকল উপরিউক্তি বিষয়গুলো আলোচনা করতে আমি সক্ষম হয়েছি। তাই এটা প্রমাণিত যে, তিনি হলেন একজন জাগরণের এবং আধুনিকতার অগ্রজ কবি। তাইতো তাঁর সমসাময়িক কবিগণ তাকে অনুসরণ করেছেন। তার ইন্তেকালের পর লেখক, সাহিত্যিক ও সমালোচকগণ তাঁকে নিয়ে লেখালেখি ও বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। এগুলোর মধ্যে ইমামুদ্দীন আব্দুল মুন'ইমের " আল-বারূদী সাহিবুস সায়ফ ওয়ার কালাম (অসি ও মসির মালিক আল-বারূদী)"; ড. শাওকী দায়ফের "আল-বারূদী রা'ইদুশ শি'রিল হাদীছ (আল-বারূদী আধুনিক কবিতার অগ্রদূত)"; ড. 'উমর আদ-দাসূকীর "ফিল আদাবিল হাদীছ (আধুনিক আরবী সাহিত্য প্রসঙ্গে)" এবং "নাওয়াবিগুল ফিকরিল 'আরাবী (৪) : মাহমুদ সামী আল-বারূদী"; শায়খ কামিল মুহাম্মদের " 'উওয়ায়দাহ মাহমূদসামী আল-বারূদী ইমামুশ শু'আরা ফিল 'আসরিল হাদীছ (আধুনিক যুগের কবিগণের পথিকৃত মাহমুদ সামী আল-বারূদী)"; ড. আব্বাস মাহমুদ আল-আক্কাদের

*Dhaka University Institutional Repository*

"শু'আরা' মিসর ওয়া বি'আতুহুম ফিল জায়লিল মাদী"; হান্না আল-ফাখূরীর " আল-জামি' ফী তারীখিল আদাবিল আরাবী" ও আল-মু'জায ফিল আদাবিল আরাবী ওয়া তারীখিহি" ইত্যাদি গ্রন্থ রচিত হয়েছে। এ ছাড়াও বিভিন্ন জার্ণালে আল-বারূদীর জীবন ও সাহিত্য কর্ম বিষয়ক বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। তন্মধ্যে মুহাম্মদ হুসায়ন হায়কালের " শি'রিল বারূদী হায়াতুহু ওয়া সুওয়ারুহু ওয়া 'আসরুহু (আল-বারূদীর কবিতা জীবন ও সময়কাল)"; সা'ঈদাহ মুহাম্মদ রমাদানের, "শা'ইরিয়্যয়াতুল বারূদী (বারূদীর কবিতা)"; মুহাম্মদ তাহির আব-যালকুলূনীর, "মা'আ মাহমুদ সামী আল-বারূদী"; নফূসাহ যাকারিয়া এর " আল-বারূদী হায়াতুহু ওয়া শি'রুহু (আল-বারূদীর জীবন ও কর্ম)"; ইউসুফ খালীফ এর " আল-বারূদী ওয়া মুযাওয়াজাহ বায়নাত তুরাছ ওয়াল মু'আসিরাহ (অতীত ও বর্তমান ধারার কবি আল-বারূদী)" উল্লিখিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধসমূহে আল-বারূদীর জীবন ও সাহিত্য কর্মের কিছু বিচ্ছিন্ন ও অগুছালো তথ্য আনয়ন ও একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। বিশেষ করে 'কবি আল-বারূদী সমরবিদ ও প্রশাসক' বিষয়ে বিচার বিশ্লেষণ খুব কমই হয়েছে। তাই এ বিষয়ের প্রতি গুরত্ব অনুধাবন করত: গবেষণা কর্মে স্বীকৃত গবেষণা পদ্ধতি (Research Methodology) অনুসরণ করে যতটুকু সম্ভব তত্ত্ব ও তথ্য সংযোজনের মাধ্যমে "কবি আল বারূদী সমরবিদ ও প্রশাসক : একটি পর্যালোচনা" শীর্ষক অভিসন্দর্ভ সুসম্পন্ন করে তাকে মূল্যায়ন করার চেষ্টা করেছি। আমি বিশ্বাস করি আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা জ্ঞান পিপাসূ শিক্ষার্থীদের নিকট কবি মাহমুদ সামী আল বারূদীর কাব্য প্রতিভা, তাঁর প্রশাসনিক দক্ষতা সমরবিদ হিসাবে সমসাময়িক

*Dhaka University Institutional Repository*

কালে তাঁর অবস্থান সম্পর্কে জানতে ও বুঝতে সাহায্য করবে এবং তাঁকে নিয়ে গবেষণার আগ্রহ সৃষ্টি হবে বলে আমরা মনে করি। আরবী সাহিত্যের এ দিকপালের জীবনী নিয়ে গবেষণা করতে পেরে নিজেকে গর্বিত মনে করছি।

*Dhaka University Institutional Repository*

# প্রথম অধ্যায়
## আল-বারূদীর সময় মিসরের ভৌগলিক, আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা

প্রথম পরিচ্ছেদ
মিসরের ভৌগলিক অবস্থা
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
মিসরের সামাজিক অবস্থা

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
মিসরের রাজনৈতিক অবস্থা

*Dhaka University Institutional Repository*

# প্রথম অধ্যায়

## আল-বারূদীর সময় মিসরের ভৌগলিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা

### প্রথম পরিচ্ছেদ

### মিসরের ভৌগলিক অবস্থা

**মিসরের ভৌগলিক অবস্থা ঃ**

বিশ্ববিখ্যাত আরবী কবি মাহমূদ সামী পাশা আল-বারূদীর জন্মভূমি 'মিসর' আফ্রিকা মহাদেশের উত্তর পূর্বে নীলনদের মোহনাকে কেন্দ্র করে বিস্তৃত এলাকা নিয়ে গড়ে উঠা একটি দেশ। পৃথিবীর অন্যতম সভ্যতা হলো মিসরীয় সভ্যতা। যার ইতিহাস ঈসা (আ.)-এর জন্মের পাঁচ হাজারেরও বেশী বছরের পুরানো।[১] দেশটি এক সময় অটোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত ছিল। ১৯১৪ সালে মিসর ব্রিটিশ আশ্রিত রাজ্যে পরিণত হয়।[২] ১৯২২ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারী মিসরে স্বাধীন রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়।[৩] ১৯৫২ সালের ২৩ জুলাই এক বিপ্লবের প্রেক্ষিতে ১৯৫৩ সালের ১৮ জুন মিসরকে প্রজাতন্ত্র হিসাবে ঘোষণা করা হয়।[৪] সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৫৮ সালের ২২ ফেব্রুয়ারী মিসর সিরিয়ার সাথে একত্রিত হয়।[৫] ১৯৬১ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর সিরিয়া এই একত্রিকরণ থেকে বেরিয়ে যায়।

**রাষ্ট্রীয় নাম ঃ** Arab Republic of Egypt[৬] (প্রজাতন্ত্রী মিসর) বা جمهورية مصر العربية জামহুরিয়্যাতু মিসর আল- আরাবিয়্যা।

---

১. মোঃ রফিকুল ইসলাম, রাষ্ট্র অভিধান, (ঢাকা : জারেট পাবলিকেশন্স, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০৭ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ৮৪।
২. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৮৪।
৩. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৮৪।
৪. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৮৪।
৫. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৮৪।
৬. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৮৪।

*Dhaka University Institutional Repository*

প্রাচীন মিসরের প্রতিষ্ঠাতা এবং বার্বার ও কপ্টিক সম্প্রদায়ের পূর্বপুরুষদের প্রতি 'মিসর' শব্দটি ইঙ্গিত বহন করে। 'মিসর' শব্দটি বাইবেলে বর্ণিত বংশ তালিকা অনুযায়ী হামের পুত্রের নাম। আর হাম হচ্ছেন হজরত নূহ (আ.) এর পুত্র। হিব্রু শব্দ মিসরাম ও মিরয়ামের সংক্ষিপ্ত রূপ হচ্ছে 'মিসর'। আক্কাদিয় ভাষায় 'মিসর' শব্দটির অর্থ হচ্ছে সীমান্ত বা সীমানা চিহ্নিত এলাকা। লিসানুল 'আরব গ্রন্থের বর্ণনা অনুযায়ী 'মিসর' শব্দের অর্থ 'সীমান্ত ফাঁড়ি, সীমান্ত, হাদ্দ ও এমন কিছু যা দুটি অঞ্চলকে পৃথক করে।[১] অপর দিকে 'মিসর' শব্দটি 'বসরা' ও 'কূফায়' স্থাপিত আরব সেনা ছাউনীর জন্য ব্যবহৃত হতো। এ দু'স্থানে সেনা ছাউনীকে মিসরাইন বা দুটি শ্রেষ্ঠ সেনা ছাউনী বলা হতো।[২] মুকাদ্দিসী সিদ্ধান্ত মতে বাগদাদ, কূফা, বসরা, মিসর, (ফুসতাত) রায়্য, নিশাপুর, মারব, সমরকন্দ প্রভৃতি স্থানগুলোকে 'মিসর' হিসাবে আখ্যায়িত করেন।[৩]

বিশ্ববিখ্যাত ভূগোলবিদ হিরোডোটাস আজ থেকে প্রায় দুই হাজার তিনশত বছর আগে মিসরকে 'নীলনদের দান' বলে আখ্যা দেন। নীলনদকে কেন্দ্র করে প্রাচীনকালে বহু জাতি বসবাস শুরু করলে তাদের সমন্বয়ে মিসরীয় সভ্যতা গড়ে উঠে। সেমিটিক জাতি আরব ভূখন্ড হতে এখানে আগমন করে। হজরত ঈসা (আ.)-এর জন্মের তিন হাজার দু'শ বছর পূর্বে মিসরের ফারাও রাজা 'নারমার' প্রথম রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। এ রাজাদের মধ্যে মেনেস, খে আপস, মেনকাউরে, রামোসিস প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। এ রাজাদের সমাধির উপর নির্মিত পিরামিড ও স্ফিংক পৃথিবীর বিস্ময়কর আবিস্কার।

---

১. ইবনে মানজুর, লিসানুল 'আরব, (বৈরূত : দারু ইহ্ইয়াইত তুরাছিল 'আরাবী, ১৪০৫ হি.), খ. ৫, পৃ. ২৩-২৪।

২. ইসলামী বিশ্বকোষ, (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫ খ্রি.), খ. ১৯, পৃ. ১৯২-৯৩।

৩. শিহাবুদ্দীন আবু 'আবদিল্লাহ ইয়াকূত ইবন 'আবদিল্লাহ আল-বাগদাদী, মু'জামুল বুলদান, (বৈরূত : দারু ইহইয়াইত তুরাছিল আরাবী, ১ম সং, ১৯৯৭ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ৪৫৪।

*Dhaka University Institutional Repository*

বিশ্ববিজয়ী আলেকজেন্ডার খ্রিষ্টপূর্ব ৩৩২ সনে মিসর জয় করেন। আলেকজান্দ্রিয়া নগরীর স্থপতি তিনিই। খ্রিষ্টপূর্ব ৩০ হতে ৩৯৪ খ্রি. পর্যন্ত মিসরে রোমান শাসন এবং ৩৯৪ - ৬৪২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বাইজান্টাইন সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত ছিল। টলেমীদের **(Ptolemy)** শাসনামলে আলেকজান্দ্রিয়া জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পকলা চর্চার কেন্দ্র ছিল। বিখ্যাত গণিতজ্ঞ ইউক্লিড এখানে গণিত শিক্ষার জন্য একটি বিদ্যানিকেতন প্রতিষ্ঠা করেন। তৎকালীন আলেকজান্দ্রিয়ায় বিখ্যাত গ্রন্থাগার গ্রীস জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পকলার সংরক্ষণাগার ছিল। খ্রিষ্টপূর্ব ৪৮ সালে জুলিয়াস সিজারের হাতে এ গ্রন্থাগারটি বিধ্বস্ত হয়।[১]

হাজার হাজার বছর পূর্বে নীলনদের তীরে উৎপন্ন নল-খাগড়া থেকে প্যাপিরাস কাগজ তৈরি করা হতো। আর এ কাগজ তৎকালিন 'হায়রোগ্লিফিক' বা চিত্রলেখ পদ্ধতিতে জ্ঞান চর্চার কাজে ব্যবহৃত হতো। খ্রিষ্টপূর্ব ২৮৭-২১২ সালে বিজ্ঞানী আর্কিমেডিস আলেকজান্দ্রিয়ায় লেখাপড়া করেন বলে জানা যায়। বিশিষ্ট বিজ্ঞানী গ্যালেন (খ্রি. পূ. ১৩০-২০০) এখানে বায়োলজী ও এনাটমী সম্পর্কে ব্যাপক গবেষণা করেন।[২]

**দেশ পরিচিতি ঃ**

মিসরের উত্তরে ভূমধ্যসাগর, দক্ষিণে সুদান প্রজাতন্ত্র, পূর্বে লোহিত সাগর ও ফিলিস্তিন এবং পশ্চিমে লিবিয়া। দেশটির আয়তন ৯,৯৭,৭৪৩ বর্গমাইল।[৩] লোকসংখ্যা

---

১. P. K. Hitti, History of Arabs, London, 1951, P. 166. Peter Marsfield, The Arabs, London, 1976, P. 106. ইসলামী বিশ্বকোষ, (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫ খ্রি.), পৃ. ২০১-০২, ড. ইসমাঈল আহমদ ইয়াগী মাহমুদ শাকীর, তারিখুল আলামিল ইসলামী হাদীস ওয়াল মু'আসির, (রিয়াদ : দারুল মিরিখ, ১৯৯৩ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ১৬।

২. ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, মুসলিম বিশ্ব সংখ্যা, (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২৩ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, এপ্রিল-জুন, ১৯৮৪ খ্রি.), পৃ. ৮৪৮-৮৪৯।

৩. মো: রফিকুল ইসলাম, রাষ্ট্র অভিধান, (ঢাকা : কায়েস পাবলিকেশন্স, ২০০৭ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ৮৫।

*Dhaka University Institutional Repository*

৭ কোটি ৫৪ লাখ।[১] অধিবাসীদের ৯৩% মুসলমান এবং অবশিষ্ট ৭% কপ্টিক সম্প্রদায়ভূক্ত খ্রিষ্টান, ইহুদী ও অন্যান্য সম্প্রদায়। এর মধ্যে কিব্‌তী খ্রিষ্টান মিসরের বৃহত্তম সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। তাদের সংখ্যা প্রায় বিশ লক্ষ। তারা শিল্প বাণিজ্য, সাংবাদিকতা ও চাকুরীর ক্ষেত্রে অনেক অগ্রসর।[২] মিসরের রাজধানী ও বৃহত্তম শহর কায়রো। শহরটি আল-মুকাততাস পাহাড় যেখানে প্রায় নীলনদ পর্যন্ত নেমে এসেছে, সেই ব-দ্বীপ হতে আনুমানিক ২০ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত। অবস্থানের দিক দিয়ে সামরিক গুরুত্বপূর্ণ এ স্থানটি নিম্ন মিসরের প্রবেশ পথ নিয়ন্ত্রণ করে আসছে। আদিকাল হতে এখানে জনবসতি গড়ে উঠে। আরব সেনাপতি 'আমর ইবনুল 'আস (রা.) ৬৪৩ খ্রিষ্টাব্দে মিসর জয় করে আল-ফুসসাতে স্থায়ী সেনানিবাসের ভিত্তি স্থাপন করলে এর সার্বিক গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। মিসরুল কাহিরা হতে এ নামটি গৃহীত হয়েছে। বর্তমান কায়র শহরটি ফাতিমী খলিফা আল-মু'ইয্য কতৃক ৩৫৯/৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দে স্থাপিত হয়।[৩]

কায়রো শহরটি নীলনদের উভয় তীরে অবস্থিত। এর ভৌগলিক অবস্থান ৩০° -৬ উত্তর দ্রাঘিমাংশে এবং ৩১° -২৬ পূর্ব অক্ষাংশে। মিসরকে ভৌগলিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে চারভাগে বিভক্ত করা যায়। এগুলো হলো : সানাই উপত্যকা, পূর্বাঞ্চলের উচ্চভূমি, নীলনদের উপত্যকা ও পশ্চিমাঞ্চলের মরুভূমি।[৪] মিসরের আকৃতি বর্গক্ষেত্রের মত হলেও এ উৎকৃষ্ট ভূমি নীলনদের অববাহিকা ও ব-দ্বীপ অঞ্চল দীর্ঘ ও সরু উপত্যকায় অবস্থিত। এর উত্তর প্রান্তে ব-দ্বীপের শীর্ষ বিন্দুতে ১০ মাইল পর্যন্ত প্রশস্ত এবং দক্ষিণ দিকে ক্রমশ

---

১. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৮৫।

২. ইসলামী বিশ্বকোষ, খ. ১৯, পৃ. ২২৮।

৩. প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৬১৪।

৪. ড. সফিউদ্দীন জোয়ারদার, আধুনিক মধ্যপ্রাচ্য, (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৭ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ৩০৩।

*Dhaka University Institutional Repository*

সরু হয়ে গিয়েছে।[১] ব-দ্বীপ অঞ্চলের কোথাও ১৫০ মাইল আবার কোথাও ২২৫ গজ প্রশস্ত মাত্র।[২] উপত্যকার পূর্ব তীর ছুঁয়ে প্রবাহিত নীলনদের স্রোতধারা আর ব-দ্বীপের মধ্যভাগে প্রবাহিত নীলনদের দুটি শাখা। পশ্চিমে ১৪৬ মাইল দীর্ঘ রেসেত্তা আর পূর্বে ১৫০ মাইল দীর্ঘ দামিয়াত্তা। নীলনদের মোহনায় ব-দ্বীপ অঞ্চলের আয়তন ৮,৫০০ বর্গমাইল।[৩] নীলনদের পূর্বে পূর্বাঞ্চলীয় উঁচুভূমি। যার উচ্চতা ৪০০০ ফুট থেকে ৭০০০ ফুট পর্যন্ত। পশ্চিমে পশ্চিমাঞ্চলীয় মরুভূমি। পশ্চিমাঞ্চলীয় এ মরুভূমি নীল উপত্যকা থেকে লিবিয়া সীমান্ত এবং ভূমধ্যসাগরীয় উপকূল থেকে সাহারার প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। এর কোথাও বালুকারাশী আবার কোথাও কংকারাকীর্ণ শুষ্ক মৃত্তিকার আস্তরন। আবার কোথাও ভূমি সাগর পৃষ্ঠ থেকে নীচে নেমে গেছে। আর সেখানে সৃষ্ট আর্টেজীয় কূপকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে মরুদ্যান। এ সকল মরুদ্যানগুলোর অন্যতম কয়েকটি হলো : বেহারিযা, সিওয়া, ফারাফ্রা, দাখলা, খারগা, ফাইয়ুম প্রভৃতি। এখানে রয়েছে একেবারে লবণাক্ত বা সুস্বাদু জলাভূমি। সুস্বাদু জলাভূমিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে বিভিন্ন জনপদ। সবুজ-শ্যামল তরুলতায় আচ্ছাদিত মিসর একটি অনাবৃষ্টির দেশ। দেশটির সবচাইতে বেশী বৃষ্টিপাত হয় আলেকজান্দ্রিয়ায়। যার বার্ষিক মাত্রা মাত্র ৮ ইঞ্চি, দক্ষিণাঞ্চলে বৃষ্টিপাতের মাত্রা বার্ষিক ২-৩ ইঞ্চি মাত্র।[৪] অনেক অঞ্চলে আদৌ বৃষ্টিপাত হয় না বললেই চলে। ব-দ্বীপ অঞ্চলে প্রতি বসন্তকালে সকালে জমাট কুয়াশা পড়ে।

---

১. ফারুক মাহমুদ, জাগ্রত মুসলিম আফ্রিকা, (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ২য় সংস্করণ, ১৯৯২ খ্রি.), পৃ. ২২৫।
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪৭।
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৬।
৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৬।

*Dhaka University Institutional Repository*

ভূমধ্যসাগরীয় প্রভাবে উত্তরাঞ্চলের তাপমাত্রা প্রায় নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের ন্যায় আর গ্রীষ্মকালে তা ৯০° এর উপরে উঠে না।[১]

পিরামিড, মমি ও স্ফিংস প্রত্নসম্পদ সমৃদ্ধ এ দেশটি স্বাধীনতা লাভ করে ২৮ ফেব্রুয়ারী ১৯২২ সালে।[২] জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে ২৪ অক্টোবর ১৯৪৫ সালে।[৩] ভাষা: আরবী, মুদ্রার নাম : পাউন্ড, ধর্ম : ইসলাম, শিক্ষার হার : ৫৪.৬%, গ্রিনিচ সময় : +২ ঘন্টা, আইন সভার নাম : পার্লামেন্ট, জাতীয় দিবস : ২২ জুন।[৪] কেন্দ্রীয় ব্যাংক : সেন্ট্রাল ব্যাংক অব ইজিপ্ট।[৫] উচ্চতম পর্বত শিখর : মাউন্ট কেথিরিন (৮৬৬৮ ফুট)।[৬] আন্তর্জাতিক ডায়েলিং কোড : + ২০। ইন্টারনেট ডোমেইন : .eg ।[৭]

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৭।
২. মো: রফিকুল ইসলাম, রাষ্ট্র অভিধান, (ঢাকা : কায়েস পাবলিকেশন্স, দ্বিতীয় সংস্করন, ২০০৭ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ৮৫।
৩. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৮৫।
৪. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৮৫।
৫. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৮৫।
৬. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৮৫।
৭. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৮৫।

*Dhaka University Institutional Repository*

# দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
# মিসরের সামাজিক অবস্থা

## মিসরের সামাজিক অবস্থা ঃ

নবম শতকে বাগদাদের খলিফাগণের দূর্বলতার সুযোগে ৮৬৮ খ্রিষ্টাব্দে আহমদ ইবনে তুলূন মিসরে অর্ধ-স্বাধীন তুর্কী শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। তার নামানুসারে এ বংশের নামকরন করা হয় তুলূনী বংশ। ৯০৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত এ বংশের শাসন প্রতিষ্ঠিত থাকে। ৯০৫ খ্রিষ্টাব্দ হতে ৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দ সময়ে মিসরে দ্বিতীয় আব্বাসীয় খেলাফত কায়েম ছিল। আব্বাসীয় খলিফা রাদিবিল্লাহ ৯৩৪ খ্রিষ্টাব্দে আমীর ইবনু তুগজকে মিসরের গভর্ণর নিয়োগ করেন। তিনি খলিফার সীমাহীন দূর্বলতা ও শক্তিহীনতার সুযোগে ৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দে নিজেকে মিসরের শাসক হিসাবে ঘোষণা করেন। খলিফা তাঁর স্বাধীনতা স্বীকার করে তাকে ইখশিদ (শাহানশাহ) উপাধিতে ভূষিত করেন। তার নামানুসারে এ বংশের নামকরন করা হয় ইখশিদিয়া বংশ। এ বংশের শাসনামল ৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত স্থায়ী থাকে।[১]

ত্রয়োদশ শতকে তুর্কী সুলতান সালাউদ্দিন (১১৭১খ্রি.-১২৫০খ্রি.) মিসরে আইয়ুবী শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। সুলতান সালাউদ্দিন একজন মহান সমরনেতা ও ইতিহাস খ্যাত শাসক ছিলেন। তিনি আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে ফাতিমীয়দের ইসমাঈলী শি'আ মতবাদ শিক্ষা বন্ধ করে প্রসিদ্ধ চার মাজহাবের শিক্ষা চালু করেন এবং অনাদায়ী কর মওকুফ করেন। তিনি মিসরকে শোচনীয় আর্থ-সামাজিক ও প্রশাসনিক অবস্থা থেকে মুক্ত

১. ইসলামী বিশ্বকোষ, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫ খ্রি.), খ. ১৯, পৃ. ২০২-২০৪।

*Dhaka University Institutional Repository*

করেন। মিসরে তাঁর প্রতিষ্ঠিত আইয়ুবী শাসনকাল ১১৭১ থেকে ১২৫০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত ছিল।[১]

আইয়ুবী সুলতান মালিকুস সালিহ তাঁর বাহিনীকে শক্তিশালী ও সু-শৃঙ্খল করে গড়ে তোলার জন্য এশিয়া থেকে কয়েক হাজার তুর্কী দাস ক্রয় করে মিসর নিয়ে গিয়েছিলেন। ইতিহাসে এদেরকে মামলূক নামে অভিহিত করা হয়।

মামলূক (مملوك) এর শাব্দিক অর্থ মালিকানাধীন বস্তু, কৃতদাস। এটি বিশেষ করে ক্রীতদাস অর্থেই ব্যবহৃত হতো। মামলূক সালতানাতের প্রথমভাগে ঐ সব সামরিক দাস যোগানের প্রধান উৎস ছিল কীপচাকস্তেপ তৃণভূমি অঞ্চলের জনসাধারণ। 'কাযবীন' ও 'ককেশাস' অঞ্চলেও তাদের বাস ছিল। এসব অঞ্চলের অধিবাসীগণ কঠোর প্রাকৃতিক পরিবেশে বাস করতেন। তাদের সামরিক সামর্থ, বিশ্বস্ততা ও আনুগত্য প্রশংসনীয় ছিল। তাদের সাধারণ-ভবঘুরে দশা ও প্রচন্ড দুর্ভিক্ষের কারণে তারা কোন কোন বৎসর শিশু বিক্রয়ে বাধ্য হতো। শাসকদের আরোপিত অধিক পরিমাণ কর হতে অব্যাহতির জন্য তারা শিশুদের বিক্রয় করত। অনেক সময় শাসকগণ শিশু ও নারীদের দাস হিসাবে বিক্রয় করত। তাছাড়া দাস হিসাবে তাদের চড়া মূল্যও এর একটি অন্যতম কারণ ছিল।[২] এই মামলূকগণই এক সময় বিপুল ক্ষমতা অর্জনের মাধ্যমে দাস থেকে শাসকের আসনে সমাসীন হয়। ১২৫০ খ্রিষ্টাব্দ হতে ১৫১৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত মিসরে রাজত্ব পরিচালনা করে। মামলূকগণ মূলত দু'টি শাখায় বিভক্ত ছিল। সেগুলো হলো :

---

১. প্রাগুক্ত, খ. ১৯, পৃ. ২০৭-২০৮।

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯৫।

*Dhaka University Institutional Repository*

১) বাহরী মামলূক।

২) বূর্জী মামলূক।

নিম্নে সংক্ষেপে এদের আলোচনা তুলে ধরা হলো :

রাওদা নামক দ্বীপের নিকট নীলনদের দুটি শাখা এসে মিশেছে এবং বাহ্‌র বা সমুদ্র নামে খ্যাত হয়েছে। সে স্থানে বাহরী মামলূকদের জন্য কিছু জমি বরাদ্দ করা হয়। তাঁরা সেখানে বিশাল বিশাল ইমারত ও প্রাসাদ নির্মাণ করে। তারা বাহ্‌র (সমুদ্র)-এর অধিবাসী ছিল বলে তাদের 'বাহরী' বলে আখ্যায়িত করা হয়। আইয়ুবী সাম্রাজ্যের দূর্বলতার সুযোগ নিয়ে এবং প্রশাসনে তাদের প্রভাব প্রতিপত্তির কারণে তারা ১২৫০ খ্রিষ্টাব্দে মিসরের সিংহাসন অধিকার করে। বাহ্‌রী মামলূকগণের মধ্য হতে ২৪ জন শাসক মিসর শাসন করেন। তাদের প্রথম শাসক সাজরুদ দুরার আল-মুইয়্য আয়বাক (৬৪৮ হি.-৬৫৫ হি. / ১২৫০ খ্রি.-১২৫৭ খ্রি.) এবং শেষ শাসক আস-সালিহ আল মানসুর হাজ্জী (৭৯১ হি.-৭৯২ হি./ ১৩৮৯ খ্রি.-১৩৯০ খ্রি.)।[১]

বূর্জী মামলূকগণ ছিলেন জারকাসিয়ান ক্রীতদাস। বূরজী মামলূকগণ, যাদের জারকাসী বা সরাকাসী নামে অবহিত করা হয়। তারা মূলত: চারকাস বা কারগানীয় অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন। তাদের পূর্ব পুরুষেরা কাস্পীয়ান উপসাগরের উপকূলীয় অঞ্চলে বসবাস করতো। বাহ্‌রী মামলূক সুলতান মনসুর ও সুলতান আশরাফ বিপুল পরিমাণ বূর্জী মামলূক খরিদ করেন। অসম সাহসিকতা, বুদ্ধিমত্তা ও নির্ভিকতার কারণে তাদের উপর কেল্লা ও দূর্গসমূহের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। ক্রমান্বয়ে রাজ

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১৫।

*Dhaka University Institutional Repository*

প্রাসাদের সর্বময় ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব তাদের হাতে আসে। তাঁদের ২৪ জন সুলতানের মধ্যে প্রথম সুলতান 'আজ জাহির বারকূক (১৩৯০খ্রি.-১৩৯৯ খ্রি.)। বূর্জ অর্থ 'কেল্লা বা দূর্গ'। যেহেতু তারা কেল্লা বা দূর্গে অবস্থান করতো, এজন্য তাদের বূর্জী নামে আখ্যায়িত করা হতো।[১]

কবি মাহমুদ সামী আল-বারূদী উপরোক্ত সারকাসী মামলূক সুলতানদের বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি সারকাসীয় মামলূক নবম সুলতান বারসরায় আল-মালেকী আল-আশরাফী আল-আতাবেকী (৮২৫ হি.-৮৪২ হি. / ১৪২২খ্রি. -১৪৩৮খ্রি.)-এর বংশদ্ভোত ছিলেন।

১৬শ শতকের গোড়ার দিকে উসমানীয় তুর্কীদের উত্থানের পর মিসরে আরব শাসন হ্রাস পেতে থাকে। তুর্কী শাসকগণ ১৫১৬ খ্রিষ্টাব্দে সিরিয়া, ১৫১৭ খ্রিষ্টাব্দে মিসর, ১৫১৬ খ্রিষ্টাব্দে আলজেরিয়া, ১৫৫৫ খ্রিষ্টাব্দে ত্রিপলী, ১৫৭৪ খ্রিষ্টাব্দে তিউনিস এবং ১৬৩৯ খ্রিষ্টাব্দে ইরাক দখল করে।[২]

১৫১৭ খ্রিষ্টাব্দে তুর্কী সুলতান সেলিম[৩] মিসর অধিকার করার পর হতে ১৮৮২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সুদীর্ঘকাল মিসর উসমানী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত ছিল। ১৫১৬ খ্রিষ্টাব্দে আলেপ্পোর উত্তরে মারজে দাবিক নামক স্থানে সংঘটিত এক যুদ্ধে তুর্কী সুলতান সেলিম মামলূক সুলতান কানসু গাওরীকে (১৫০১-১৫১৬) পরাজিত করে সিরিয়া ও সানাই উপদ্বীপ দখল করেন। ১৫১৭ খ্রিষ্টাব্দে কায়রো সন্নিকটে সংঘটিত আরেক যুদ্ধে

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১৬।

২. ইয়াহইয়া আরমাজানী, মধ্যপ্রাচ্য অতীত ও বর্তমান, অনুবাদ : মুহাম্মদ এলাদুল হক, ( ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৭৮ খ্রি.), পৃ. ২১৪।

৩. তিনি ১৫১২ থেকে ১৫২২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ক্ষমতায় ছিলেন (প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৪)।

*Dhaka University Institutional Repository*

মামলূকদের পরাজিত করে সমগ্র মিসর উসমানীয় সাম্রাজ্যের অধিভূক্ত হয়।[১] তুর্কী জাতির বৈশিষ্ট্য হলো, তারা সত্যিকারের যুদ্ধা ছিল। দেশ জয়ই ছিল তাদের একমাত্র নেশা ও পেশা। তারা মূলত সঠিক প্রশাসনিক অবকাঠামো ও রাজনৈতিক দর্শন দিতে পারে নি।[২] তারা মিসরীয় সভ্যতার মূলে কুঠারাঘাত করে এর জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্য চর্চাকে স্তিমিত করে দেয়। বিজিত অঞ্চলের বুদ্ধিজীবি ও পন্ডিত মহলের জন্য কোন উপযোগী আবাসভূমি না থাকায় তারা না পেরেছে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি করতে, না পেরেছে সাহিত্য ও সংস্কৃতির উৎকর্ষ সাধন করতে।[৩] পঞ্চদশ শতকে তারা কনস্টান্টিনোপল জয় করার পর বাইজাইন্টাইন সভ্যতা ধ্বংস করেছিল। এর পরই বাইজাইন্টাইনগণ ইউরোপ গমন করে এবং সরাসরি গ্রীক ও রোমান সভ্যতার সংস্পর্শে আসে এবং সেখানে রেনেঁসার পথ ত্বরান্বিত হয়।[৪]

উসমানী শাসনামলে আরব ভূখন্ড বিভিন্ন প্রদেশে বিভক্ত ছিল। একজন করে 'পাশা' প্রতিটি প্রদেশ পরিচালনা করতেন। উসমানী সাম্রাজ্যে এমন ২৬টি প্রদেশ ছিল। গভর্ণরকে বলা হতো 'পাশা'। আর এ পদটিকে বলা হতো পাশালিক। পাশালিকগুলো নিলামে তোলা হতো; আর সর্বোচ্চ নিলামকারী এর অধিকারী হতো।[৫] পাশাগণ প্রশাসন, কর বিভাগ ও বিচার বিভাগের তদারকির ক্ষেত্রে সরাসরিভাবে কনস্টান্টিনোপলের সুলতানের নিকট দায়ী থাকতেন। সুলতান উল্লেখিত বিভাগগুলো সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার

---

১. ড. সফিউদ্দীন জোয়ার্দার, আধুনিক মধ্যপ্রাচ্য, খ. ২, পৃ. ৩০৬।

২. ড. শাওকী দায়ফ, আল-আদাবুল 'আরাবী আল-মু'আসির ফী মিসর, (কায়রো : দারুল মা'আরিফ, ৮ম সংস্করণ), পৃ. ১১।

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১।

৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১; ড. শাওকী দায়ফ, আল বাল্কদী রা'ইদুল শিরিল হাদীস, (কায়রো : ৫ম সংস্করণ, ১৯৮৮ খ্রি.), পৃ. ৩৬।

৫. ইয়াহইয়া আরমাজানী, মধ্যপ্রাচ্য অতীত ও বর্তমান, অনুবাদ : মুহাম্মদ এদাদুল হক, পৃ. ২৭০।

*Dhaka University Institutional Repository*

জন্য পরীক্ষিত ও অনুগত ব্যক্তিদেরকে পাশা হিসাবে এক বছরের জন্য নিয়োগ দান করতেন।[১]

আরব বিশ্বে ১৭৯৮ খ্রিষ্টাব্দে নেপোলিয়ানের (১৭৬৯খ্রি.-১৮২১খ্রি.) অভিযান ইউরোপীয়দের অনুপ্রবেশের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। উসমানীয় সাম্রাজ্যের অন্তঃস্থানীয় এলাকায় ইউরোপীয়দের আগ্রহ জাগাতে এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতি কিছু সংখ্যক মুসলিম নেতৃবর্গের চক্ষু উন্মোচন করতে এটি একটি অদ্ভূত উপাদান হিসাবে কাজ করে। যেহেতু এ অঞ্চলের সঙ্গে ফ্রান্স ও গ্রেট ব্রিটেন পরিচিত ছিল। ক্রুসেডের সময় হতে লেবাননের শন ও সিল্ক ব্যবসার জন্য এবং রোমন ক্যাথলিক ও মেরোনাইটদের জন্য ফ্রান্স লেবাননের প্রতি আগ্রহী ছিল। মেরোনাইট খৃষ্টান ও ড্রুজেসদের সংঘটিত যুদ্ধে ফ্রান্স মেরোনাইটদের এবং ব্রিটিশ ড্রুজদের পক্ষাবলম্বন করেছিল। সপ্তদশ শতাব্দীতে বৃটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী পারস্য উপসাগরে অনুপ্রবেশ করে এবং বসরা, বাগদাদ, দামেস্ক ও আলেপ্পোতে ব্যবসা কেন্দ্র স্থাপন করে। ১৭৭০ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশের বৃটিশ কোম্পানীর গভর্ণর ওয়ারেন সুরেজ একটি অভিযান প্রেরণ করেন। এর উদ্দেশ্য ছিল স্থলপথে ভুমধ্যসাগরে মালপত্র প্রেরণ করার জন্য একে একটি কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করা। ১৭৭৮ খ্রিষ্টাব্দে লোহিত সাগরে জাহাজ চলাচলের জন্য বৃটিশ মিসরের মামলূকদের সঙ্গে একটি চুক্তি সম্পাদন করতে সমর্থ হয়।[২]

---

১. J. A. Haywood, Modern Arabic Literature, (London, : lundum phsies, 1965), P. 2.
২. ইয়াহইয়া আরমাজানী, মধ্যপ্রাচ্য অতীত ও বর্তমান, অনুবাদঃ মুহাম্মদ এনামুল হক, (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৭৮ খ্রি.), পৃ. ২৮৬।

Dhaka University Institutional Repository

সম্ভবত একটি বিশাল সাম্রাজ্য গঠন কিংবা মধ্যপ্রাচ্যের মানুষের মধ্যে পাশ্চাত্য সংস্কৃতি বিস্তারের স্বপ্নে বিভোর ছিলেন বোনাপার্টি। তার অভিযানকে মিসরের ইতিহাসে একটি মোড় পরিবর্তনকারী বিন্দু হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। এ প্রসঙ্গে এম. এম. বাদাভীর মন্তব্য নিম্নরূপ :

"Historians generally regard the expendition as a turning point in the history of Egypt. The mere fact that, Napoleans troops were able to conquer the Muslim Mamluks..... From now on the Arab world was denied the dubious luxary of living in isolation. This bloody and rude contact between the modern world and the Arabs had far-reaching consequences." [১]

নেপোলিয়ান মিসরের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা বিবেচনা করে অভিযান পরিচালনা করেন এবং এ ক্ষেত্রে আরও অধিক জ্ঞানার্জনের জন্য পন্ডিত ব্যক্তিবর্গ ও বৈজ্ঞানিকদের সাথে নিয়ে আসেন। তিনি ধর্মীয় সহনশীলতা দ্বারা মিসরবাসীর হৃদয় জয় করে সেখানে ফরাসী প্রভাব বিস্তারের প্রয়াশ পান। তিনি তাঁর সৈন্যদের প্রতি এক ঘোষণায় বলেন, "আমরা যাহাদের মধ্যে যাইতেছি তাহারা মুসলমান। তাহাদের বিশ্বাসের প্রথম কথা হইল, আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নাই এবং মুহাম্মাদ (সা.) তাহাঁর প্রেরিত পুরুষ। ইহার বিরুদ্ধে কোন কথা বলিও না; ইহুদী ও ইটালীদের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছ, মিসরীয়দের সাথেও এরূপ ব্যবহার করিবে। ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের ধর্মীয়

১. M. M. Badawi, A Critical Introduction to Modern Arabic, (New Yourk : Cambridge University Press, 1992), P.9.

*Dhaka University Institutional Repository*

নেতৃবৃন্দকে যে ভাবে সম্মান কর, মুফতী ও ইমামদেরকেও সেইভাবে সম্মান করিবে। খ্রিষ্টান ও ইহুদীদের উপাসনালয় এবং মূসা ও যীশুর ধর্মের প্রতি যেরূপ শ্রদ্ধা প্রদর্শন কর, কুরআন নির্দেশিত পর্বসমূহ ও মসজিদগুলোর প্রতি সেইভাবে শ্রদ্ধাপোষণ করিবে। এখানকার আচার-আচরণ ইউরোপীয় আচার-আচরণ হইতে পৃথক হইলেও এইগুলোর সাথে খাপ খাওয়াইয়া চলিবে। নারীদের প্রতি এখানকার লোকদের ব্যবহার আমাদের ব্যবহার হইতে অনেক পৃথক, তবুও একথা মনে রাখিতে হইবে যে, একজন নারীর অসম্মানকারী নিকৃষ্ট ধরণের পাষাণ বই আর কিছুই নয়। লুণ্ঠন কয়েকজনকে ধনী করিলেও আমাদের জন্য ইহা অসম্মানজনক। ইহা আমাদের আয়ের উৎস নষ্ট করে এবং যাহাদের আমাদের বন্ধু হওয়া উচিত তাহাদেরও শত্রুতে পরিণত করে"।[১]

চিরপ্রতিদ্বন্দ্বি বৃটেন ফরাসীদের এ অভিযানকে মেনে নিতে পারেনি এবং উসমানীয়রা ফরাসীদের মিসরে অনুপ্রবেশ পছন্দ করেনি। এরই প্রেক্ষিতে ১৮০১ খ্রিষ্টাব্দে উসমানী সুলতান বৃটেনের সহায়তায় ফরাসী বাহিনীকে আত্মসমর্পনে বাধ্য করে।[২]

মিসরে ফরাসী আক্রমনের ফলাফল অন্যান্য ক্ষেত্রে আর যাই হোক, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এটি এক সূদ্ধর প্রসারী প্রভাব ফেলে। মূলত আরবী সাহিত্যের রেনেসাঁর শুভ সূচনা হয় এ সময় থেকেই। বোনাপার্টি তার প্রশাসনিক ও সেনাবাহিনীর কাজের সুবিধার্তে দু'টো প্রিন্টিং প্রেস আমদানী করেন; যা সাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের রেনেসাঁর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। প্রেস দুটির প্রধান ভাষ্য ফরাসী

১. ড. শফিউদ্দীন জোয়ারদার, আধুনিক মধ্যপ্রাচ্য, খ. ২, পৃ. ৩২০-৩২১।
২. ইয়াহইয়া আরমাজানী, মধ্যপ্রাচ্য অতীত ও বর্তমান, পৃ. ২৮৭।

*Dhaka University Institutional Repository*

হলেও এতে আরবী অনুবাদ এবং গ্রীক ও তুর্কী ভাষা ব্যবহৃত হতো।[১] এ প্রেস থেকে ফরাসীরা সর্বপ্রথম দুটি পত্রিকা প্রকাশ করে। এগুলো হলো :

১) বারীদু মিসর (Cousier de L'Egypte.)[২]

২) আল-আ'শুর আল-মিসরী (La decade Egyptienne.)[৩]

মুদ্রণযন্ত্র ব্যতীত আরব বিশ্বে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্যে রেনেসাঁ ছিল অসম্ভব। ফরাসীরা মিসরবাসীকে এর তীব্র প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কিছু ধারণা দিতে সক্ষম হয়েছিল। বোনাপার্টি মিসরে আল-মাজমা'উল 'ইলমিল মিসরী বা মিসরীয় বিজ্ঞান একাডেমী প্রতিষ্ঠা করেন। সে একাডেমীর ৪ টি বিভাগ এবং প্রতি বিভাগে ১২ জন করে মোট ৪৮ জন বিশেষজ্ঞ সদস্য ছিলেন।[৪]

এই একাডেমী নেপোলিয়ান বোনাপার্টির নেতৃত্বে এবং উস্তাদ সানাহ-এর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হতো।[৫] এর প্রধান কর্মসূচীগুলো ছিল :

১) মিসরীয় সভ্যতার বিকাশ সাধন এবং শিক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের সম্প্রসারণ করা;

২) মিসরের ইতিহাস, শিক্ষা-সাহিত্য ও পদার্থ বিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণা করা;

৩) ফরাসী সরকারের কর্মসূচী ও নির্দেশনাসমূহ প্রকাশ করা।[৬]

---

১. John, A. Haywood, Modern Arabic Literature, P. 30, quoted by Salahiddin Boustany, The press during the
Franch expendition in Egypt, 1798 (Cairo, 1954)
২. Ibid.
৩. Ibid.
৪. ড. উমর আল-দাসূকী, ফিল আদাবিল হাদীস, ( কায়রো : দারুল ফিকর, সং ৮, ১৯৭৩ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ২২।
৫. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২২।
৬. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২২।

*Dhaka University Institutional Repository*

ঐতিহাসিক ইলগুড (Elgood) প্রাচ্যে ফরাসীয়দের অবদান মূল্যায়ন করতে গিয়ে বলেন, "ফরাসী আধিপত্য মিসরবাসীকে এমন কিছু মহামূল্যবান জিনিস উপহার দিয়েছে, যা তারা কোন দিনও ভুলবে না"।[১] তৎকালীন আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে 'আরবী ভাষা ও সাহিত্য' চর্চার তুলনায় ইসলামী জ্ঞান চর্চাই বেশী হতো। নেপোলিয়ান বিশিষ্ট পন্ডিতবর্গের সমন্বয়ে সেখানে একটি বিশেষ দীওয়ান গঠন করেন। সদস্যগণের মধ্যে শায়খ খলীল আল-বিকরী, শায়খ আব্দুল্লাহ আশ- শারকাভী, শায়খ মুহাম্মদ আল-মাহদী ও শায়খ সুলাইমান আল-গুয়ূমী প্রমূখ প্রসিদ্ধ ছিলেন।[২]

আরবী ভাষা ও সাহিত্যে রেনেসাঁর ক্ষেত্রে প্রাচ্যবিদদের অবদান চিরস্মরণীয়। প্রাচীন সাহিত্য ভান্ডার সংগ্রহের ক্ষেত্রে তাদের অগ্রণী ভূমিকা সর্বজনবিদিত। মিসরে মুদ্রণযন্ত্র আগমনের ফলে অনেক মূল্যবান গ্রন্থাদি ও তথ্য সংগ্রহ ও সংকলন করা সম্ভবপর হয়। প্রাচ্যবিদ ফ্লুগাল (Flugel) দীর্ঘ পঁচিশ বছর সাধনা করে ইবন নাদীমের 'আল-ফিহ্‌রিস্ত' গ্রন্থ সংগ্রহ ও সংকলন করেন।[৩]

প্রাচ্যবিদদের নিরলস প্রচেষ্টায় আরবী সাহিত্যের যে সকল মূল্যবান পান্ডুলিপি সংগ্রহীত হয় তার মধ্যে তাবারীর তারীখ, মুবাররদের আল-কামীল, বদিউজ্জামানের আল-ওযাসা'ইল, ইবনু রুশতাহ - এর আল-আ'লাকুন নাফীসাহ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়াও নিহায়াতুল আকদাম ফী 'ইলমিল কালাম, দীওয়ানু যির রুম্মাহ, আল-ফুসূল

---

১. P. G. Eglood, The transit of Egypt, (London, 1928), P. 45.

২. জুরজী যায়দান, তারিখু আদাবিল লুগাতিল 'আরাবিয়্যাহ, (কায়রো : দারুল হিলাল, ১৯৬৭ খ্রি.), খ.৪, পৃ. ১২; P. I. Vaticioties, The Modern History of Egypt, (London, 1967), P. 36.

৩. ড. মুহাম্মদ আল কাত্তানী, আস সূরা' বায়নাল কাদীম ওয়াল জাদীদ ফিল আদাবীল আরাবী আল-হাদীস, (কায়রো: দারুল সাকাফাহ, সং. ১, ১৯৪২ খ্রি.),
পৃ. ২৩৫।

Dhaka University Institutional Repository

ফিল মিলাল ওয়াল আহওয়াল ওয়ান নিহাল, আল-মুফাদ্দালিয়াত, দীওয়ানুল হুতাইয়া, আসরাবুল আদাবিয়্যাহ ইত্যাদি তাদের মূল্যবান সংকলন।[১]

নেপোলিয়ানের এক ঐতিহাসিক নির্দেশের পর ফ্রান্সে আরবী ভাষা ও সাহিত্যে চর্চা শুরু হয়। সাহিত্য চর্চার এ কাজ সর্বব্যাপী করার লক্ষ্যে প্যারিসে ১৮২২ খ্রিষ্টাব্দে এশিয় একাডেমী প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ একাডেমীর মুখপাত্র হিসাবে একটি করে গবেষণা জার্নাল প্রকাশ করা হয়। একাডেমীর মূখ্য কর্মসূচীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কর্মসূচী ছিল আরবী গ্রন্থপঞ্জী প্রকাশের ব্যবস্থা করা এবং আরবী গ্রন্থের অনুবাদের ব্যবস্থা করা। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় ভাষায় পারদর্শী সেলভেষ্টার দ্যা স্যাসি (Sylvester de sacy / মৃ. ১৮২৮) সারা জীবন প্রাচ্য ভাষার সেবায় বিশেষত আরবী ভাষা শিক্ষা, সংকলন এবং প্রকাশের কাজে নিজেকে উৎসর্গ করেন।[২] আরও যে সকল প্রাচ্যবিদ আরবী ভাষা ও সাহিত্যে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন তাদের অন্যতম কয়েকজন হলেন : স্যাডিলট (মৃ. ১৮৩২ খ্রি.), লুইস (মৃ. ১৮৭৫ খ্রি.)[৩], জার্মান পন্ডিত ফ্রেতাগ (Fretag, d. 1861), কোসগার্টেন (Kosegarten), ওয়াপকি (Woepekee, d. 1834), ওয়াইল (Weill, d. 1889), ভন ক্রেমারের (Von Kremer, d. 1889) প্রমুখ।[৪]

আরবী সাহিত্য রেনেসাঁয় লেবাননের রয়েছে বিরাট অবদান। ক্লাসিক্যাল ও মডার্ণ আরবী সাহিত্যের সমন্বয়ে লেবাননের সাহিত্যিক ও কবিগণ একটি নতুন ধারা তৈরী করেছিলেন। শায়খ নাসিফ আল-ইয়াযিজী, বুতরুস আল-বুস্তানী ও আহমাদ ফারিস

১. প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ২৩৫-২৩৬।
২. জুরজী যায়দান, তারিখু আদাবিল লুগাতিল 'আরাবিয়্যাহ,।
৩. প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৪৮।
৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫২।

*Dhaka University Institutional Repository*

আশ-শিদয়াক তাদের অন্যতম।[১] বুতরুস আল-বুস্তানী আরবী ব্যাকরণ বিষয়ে জারমানূস ফারহাতের বিখ্যাত গ্রন্থ 'বাহসুল মুতালিব' এর ভাষ্য 'মিছবাহুল তালীব' এবং 'মুহীতুল মুহীত' অভিধান গ্রন্থ, 'দিওয়ানুল মুতানাব্বীর' ভাষ্য গ্রন্থ এবং 'দাইরাতুল মা'আরিফ আল-ইসলামিয়্যাহ' শীর্ষক আরবী বিশ্বকোষ সংকলন করেন।[২] উস্তাদ ইস্কান্দার আগার বিখ্যাত গ্রন্থ কিতাবু নিহায়াতিল ইর্ক ফী আখবারিল 'আরব লেবাননে আরবী সাহিত্যের অগ্রগতির পথ তরান্বিত করে। এ ছাড়া লুইস শায়খু (মৃ. ১৯২৮ খৃ.), ইব্রাহিম আল আহদাব (মৃ. ১৮৯১ খৃ.), ইব্রাহিম আল-ইয়ায়িজী (মৃ. ১৮০৬ খৃ.), খলীল আল-ইয়াযিজী (মৃ. ১৮৮৯ খৃ.) প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[৩]

মুফতী মুহাম্মদ আবদুহু (১৯০৫) আরবী সাহিত্যের এক উজ্জলতম নক্ষত্র। তাঁরই সংস্কারবাদী আন্দোলনের বিশেষ কর্মী ও তাঁর একান্ত ছাত্র আহমাদ যাকী পাশা (মৃ. ১৯৩৪ খ্রি.) সিরিয়ার সাহিত্য রেনেসাঁর অগ্রপথিক ছিলেন। তিনি শিক্ষামন্ত্রী আহমদ হাশমত পাশার সময়ে ইস্তাম্বুলে আরবী সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধনের লক্ষ্যে 'মাজলিসুন নাযযার' গঠন করেন। সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে সিরিয়ায় সাকিব আরসালান (মৃ. ১৯৪৬ খ্রি.) ও মুহাম্মদ কুরদ আলীর (মৃ. ১৯৫৬ খ্রি.) অবদান ব্যাপক। সাকীব গদ্য সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে ইবনু মুকাফ্ফা, ইবনু ইসহাক ও আস সাবীর অনুসরণ ও অনুকরণ করার চেষ্টা করেন।[৪] এছাড়া প্রাচ্যবিদদের প্রভাবান্বিত উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন, তাহির আল-জাযাহেরী (মৃ. ১৯২০ খ্রি.), জাবির দাওমিত (মৃ. ১৯৩০ খ্রি.), রাশীদ শারতূনী (মৃ.

---

১. ড. মুহাম্মদ আল কাত্তানী, আস সূরা' বায়নাল কাদীম ওয়াল জাদীদ ফিল আদাবীল আরাবী আল-হাদীস, , খ.১ পৃ. ২৩৭।
২. প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ২৩৭ ।
৩. প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ২৩৮।
৪. প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ২৩৮।

Dhaka University Institutional Repository

১৯০৭ খ্রি.), আহমাদ ইস্কান্দারী (মৃ. ১৯৩৮ খ্রি.), মুহাম্মদ রাগিব তারবাখ (মৃ. ১৯৫০ খ্রি.), 'আলী আল-জারীম (মৃ. ১৯৪০ খ্রি.), আহমদ শামিহ খালেদী (মৃ. ১৯৫০ খ্রি.), আহমদ তৈমুর (মৃ. ১৯৩৩ খ্রি.) ও জুরজী যায়দান (মৃ. ১৯১০ খ্রি.) প্রমুখ।[১]

নেপোলিয়ান বোনাপার্টির স্বল্পকালীন শাসনামলে মিসরে সামরিক দিক থেকে সফলকাম না হলেও সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে পূর্ণ সফলকাম হয়েছেন, এতে কোন সন্দেহ নেই। ঐতিহাসিক Refat bey এর মতে, "It was the pride of Franch that although they failed in Egypt from military point of view, they actually succeeded in discovering modern Egypt politically, socially and culturally."[২]

নেপোলিয়ান বোনাপার্টির পরাজয়ের পর ১৮০৫ খ্রিষ্টাব্দে মুহাম্মদ 'আলী মিসরের পাশা নিযুক্ত হন এবং ১৮৪৮ সাল পর্যন্ত মসনদে সমাসীন থেকে আধুনিক মিসরের গোড়াপত্তন করেন। পাশ্চাত্য শিল্প সাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধনের মাধ্যমে নেপোলিয়ান বোনাপার্টি ঘুমন্ত আরব ব্যাঘ্রকে সজাগ করার যে প্রেরণা দিয়েছিলেন তারই সূত্র ধরে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে মুহাম্মদ 'আলী পাশা মিসরে এক ব্যাপক রেনেসাঁর জন্ম দেন।

---

১. প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ২৪০।

২. মুসা আনসারী, আধুনিক মিসরের ঐতিহাসিক বিকাশধারা, (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৮ খ্রি.), পৃ. ২১।

*Dhaka University Institutional Repository*

শাসন ক্ষমতাকে স্থায়ী ও শক্তিশালী করার জন্য তিনি ১৮১৫ খ্রিষ্টাব্দে 'ইবন 'আইনি' ভবনে একটি সামরিক স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন।[১] প্রথমদিকে এ স্কুলের সকল ছাত্র ছিল প্রবাসী আর সকল শিক্ষক ছিলেন ফ্রান্সের অধিবাসী।

মুহাম্মদ 'আলী পাশা ১৮২৬ খ্রিষ্টাব্দে আবু যাবেলে মিসরের প্রথম মেডিকেল কলেজ স্থাপন করেন। ফরাসী চিকিৎসা বিজ্ঞানী ডঃ কূলূত বে - এর সুযোগ্য নেতৃত্বে ও পাশ্চাত্যের অভিজ্ঞ ডাক্তারদের সহযোগীতায় কলেজটি পরিচালিত হতো। আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্ররা এ কলেজে ভর্তি হবার জন্য অপেক্ষাকৃত বেশী সুযোগ লাভ করত। উন্নতমানের চিকিৎসার নিশ্চয়তা বিধানের জন্য কলেজ সংলগ্ন একটি অত্যাধুনিক হাসপাতালও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মুহাম্মদ 'আলী পাশা।

উল্লেখ্য যে, আরবী ভাষা ও সাহিত্যের সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে মেডিকেল কলেজের একটি বিরাট প্রভাব পড়েছিল। চিকিৎসা বিজ্ঞানের নতুন নতুন পরিভাষার আরবী অনুবাদ ও বিভিন্ন গ্রন্থের আরবী অনুবাদ করার ফলে আরবী ভাষা ও সাহিত্য সমৃদ্ধশালী হয়। মুহাম্মদ 'আলী পাশা মিসরে শিক্ষা ও সংস্কৃতির উন্নয়নকল্পে বেশ কিছু আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত করেন। এগুলোর মধ্যে অন্যতম কয়েকটি হলো :[২]

---

১. ড. উমর আদ-দাসূকী, ফিল আদাবিল হাদীস, পৃ. ২৬। জুরজী যায়দানের মতে এই স্কুলের প্রতিষ্ঠার সাল ১৮১৫ খ্রিষ্টাব্দ। ১ম বছর সেখানে ৫০০ জন ছাত্র ভর্তি হয় (জুরজী যায়দান, তারীখু আদাবিল লুগাতিল 'আরাবিয়্যা, (কায়রো : দারুল হিলাল, ১৯৬৭ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ২০)।

২. প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৪।

*Dhaka University Institutional Repository*

| ক্রমিক নং | নাম | প্রতিষ্ঠাকাল |
|---|---|---|
| ১ | সামরিক কুচকাওয়াজ স্কুল | ১৮২৪ |
| ২ | যুদ্ধ প্রস্তুতি স্কুল | ১৮২৫ |
| ৩ | মেডিকেল স্কুল ও হাসপাতাল | ১৮২৯ |
| ৪ | পদার্থ বিজ্ঞান স্কুল | ১৮২৯ |
| ৫ | নৌবাহিনী স্কুল | ১৮৩১ |
| ৬ | পশু চিকিৎসা স্কুল | ১৮৩১ |
| ৭ | প্রকৌশল স্কুল | ১৮৩৪ |
| ৮ | এগ্রিকালচার স্কুল | ১৮৩৭ |
| ৯ | মাতৃসদন স্কুল | ১৮৩৭ |
| ১০ | লোক প্রশাসন ও গণিত স্কুল | ১৮৩৭ |
| ১১ | ভাষা ও অনুবাদ স্কুল | ১৮৩৭ |
| ১২ | শিল্পকলা স্কুল | ১৮৩৯ |

এসব আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য বিদেশী বিশেষজ্ঞ শিক্ষক নিয়োগ করা হয়। কিন্তু বাস্তব কথা হলো স্বদেশী বিশেষজ্ঞ ছাড়া জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে রেনেসাঁর উন্মেষ অসম্ভব। মুহাম্মদ আলী পাশা এ বিষয়টি অনুধাবন করার পর মেধাবী ছাত্রদের উচ্চ শিক্ষা অর্জনের জন্য বৃত্তি দিয়ে পাশ্চাত্যের বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে পাঠানোর

*Dhaka University Institutional Repository*

ব্যবস্থা করেন। এরই ধারাবাহিকতায় ১৮২৬ সালে ৪৪ জন ছাত্রকে ফ্রান্স পাঠানো হয়। তারা আইন, সমরবিদ্যা, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিদ্যা, মনোবিজ্ঞান বিদ্যা, পদার্থ বিদ্যা, প্রকৌশল, কৃষি, চিকিৎসা, মেডিকেল ও প্রকাশনা শিল্পে উচ্চতর ডিগ্রী লাভের চেষ্টা করেন। বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও ভাষাবিদ শায়খ রেফা 'আহবেক আত-তাহতাভীর (মৃ. ১৮৭৩ খ্রি.) নেতৃত্বে এদের পাঠানো হয়।[১] এভাবে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের জন্য ১১টি ডেপুটেশন বিদেশে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়।[২] এ সকল প্রবাসী কৃতি ছাত্রবৃন্দ শিক্ষা শেষে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করলে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও আরবী সাহিত্যের ক্ষেত্রে এক ব্যাপক রেনেসাঁর উন্মেষ ঘটে। তাঁরা মূল্যবান গ্রন্থের আরবী অনুবাদ, গবেষণা কর্ম পরিচালনা, পত্র-পত্রিকা সম্পাদনা এবং নতুন নতুন পরিভাষা কোষ, বিশ্বকোষ ও অভিধান (Laxicography) ইত্যাদি মূল্যবান গ্রন্থপঞ্জী রচনা করেন। ফলে এ ক্ষেত্রে ব্যাপক খেদমত গ্রহণ করার সুযোগ তৈরী হয়।

১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে মিসরে প্রশাসন ও ভাষা স্কুল (School of Administration & Language) উদ্বোধন করা হয়। প্রতিষ্ঠানটির পরিচালক রেফা 'আহবেক আত-তাহতাভী ১৮৪১ সালে স্কুলটিতে একটি অনুবাদ বিভাগ (Translation Beuro) প্রতিষ্ঠা করেন। আরবী ভাষার আধুনিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এখানে প্রথমতঃ প্রযুক্তিগত ও মিলিটারী বিষয়ক গ্রন্থসমূহের অনুবাদের কাজ সম্পন্ন হয়। পরবর্তীতে ক্রমান্বয়ে সাহিত্য ও ঐতিহাসিক গ্রন্থাদিও অনূদিত হয়।

---

১. ড. উমর আল-দাসূকী, ফিল আদাবিল হাদীস, খ. ১, পৃ. ২৮।
২. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৯।
৩. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৯।

*Dhaka University Institutional Repository*

বলা বাহুল্য এখানে প্রায় দুই হাজারেরও অধিক ইউরোপীয় মহামূল্যবান ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ আরবী ভাষায় অনূদিত হয়।[৩]

ফরসী সেনাপতি নেপোলিয়ান মিসর থেকে প্রস্থানের সময় তার নিয়ে আসা মুদ্রণযন্ত্রটি সঙ্গে নিয়ে যান। মুহাম্মদ 'আলী পাশা এর পরিবর্তে আল মাকতাবাতু আল-মিসরিয়্যাহ প্রতিষ্ঠা করেন।[১]

এ কথা সন্দেহতীতভাবে সত্য যে, মুহাম্মদ 'আলী পাশা দীর্ঘ চুয়াল্লিশ বছরের শাসনামল (১৮০৫-১৮৪৯) আধুনিক মিসরের গোড়াপত্তন করে। একটি দক্ষ ও আধুনিক সামরিক বাহিনী গঠনের ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা সত্যই প্রশংসার যোগ্য। তিনি মিসরকে শাসনতান্ত্রীক ও শিক্ষা-দীক্ষার উন্নয়নের মাধ্যমে একটি প্রগতিশীল রাষ্ট্রে পরিণত করেন। কিন্তু আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে তার স্বেচ্ছাচারিতা ও নিপীড়ন জনজীবনকে অতিষ্ঠ করে তুলে। ড. উমর আদ-দাসূকীর মতে, "মুহাম্মদ আলীর আধুনিক রাষ্ট্রের চূড়ান্ত লক্ষ্য ছিল একটি অত্যাধুনিক সামরিক বাহিনী গঠন করা, যার দ্বারা তিনি স্বাধীন শাসকের মর্যাদা লাভ করতে চান। দেশের সাধারণ মানুষের অবস্থার উন্নয়নের দিকে তাঁর তেমন দৃষ্টি ছিল না। তিনি তাদের দারিদ্র বিমোচন, রোগের চিকিৎসা, জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং সার্বিক দুঃখ দুর্দশা লাঘবের দিকে তেমন গুরুত্ব প্রদান করেন নি। তিনি মিসর হতে মামলূক আধিপত্য খর্ব করেন এবং এক সূক্ষ কৌশলের মাধ্যমে প্রায় সব মামলূক নেতাদের নির্মমভাবে হত্যা করেন।"[২] তবে তিনি মিসরে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্প

১. জুরজী যায়দান, তারীখু আদাবিল লুগাতিল 'আরাবিয়্যা, খ. ৪, পৃ. ৪৬-৪৭।

২. ড. উমর আদ-দাসূকী, ফিল আদাবিল হাদীস, খ.১, পৃ. ১৮।

Dhaka University Institutional Repository

সাহিত্যের প্রবর্তনের মাধ্যমে এক ব্যাপক রেনেসাঁর পথ উন্মোচন করেন। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে আলেকজান্দ্রিয়া-কায়র সংযোগকারী 'মাহমুদিয়া' খাল খনন করেন। ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বে-সুয়েজ বাষ্পীয় পোতসার্ভিস চালুর মাধ্যমে তিনি ভারত উপমহাদেশের সাথে পারস্পরিক বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক সুদৃঢ় করেন। তাঁর সময়ে কায়রো বাঁধ (Cairo Barrage) নির্মিত হয়। ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে স্বরাষ্ট্র, শিক্ষা, সামরিক, বাণিজ্য ও অর্থমন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এভাবে তিনি পাশ্চাত্য ভাবধারায় একটি আধুনিক প্রগতিশীল 'মিসর' রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সার্বিক প্রচেষ্টা চালান।[১]

মুহাম্মদ 'আলী পাশার সংস্কারমুখী আন্দোলনের জোয়ার লেবানন সিরিয়াসহ সমগ্র আরব বিশ্বে দ্রুত সম্প্রসারিত হয়। আমীর বশীর শিহাবী লেবাননে মুহাম্মদ 'আলীর মত রেনেসাঁর যাত্রা শুরু করেন। তিনি আমেরিকা ও ফরাসী হতে আগত খ্রীষ্টান ধর্মজাযকগণের মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা, প্রিন্টিং প্রেস স্থাপন ও মূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। তাঁরা বিভিন্ন পত্রিকা, জার্নাল ও সাময়িকি প্রকাশ এবং নাট্যগোষ্ঠী প্রতিষ্ঠার প্রশংসনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেন।[২] মুহাম্মদ 'আলী পাশার উত্তরসূরী 'আব্বাস (১৮৪৬ খৃ.-১৮৫৪ খৃ.) ও সা'ঈদ (১৮৫৪ খৃ.-১৮৬৩ খৃ.) এ দুজনের শাসনামলে মিসরে শিক্ষা সংস্কৃতির উন্নতি চরমভাবে বিঘ্নিত হয়। পূর্বের শিক্ষা

১. মুসা আনসারী, আধুনিক মিসরের ঐতিহাসিক বিকাশধারা, পৃ. ৩৭-৩৮।

২. M. M. Badawi, A Critical Introduction to Modern Arabic Poetry, (New Yourk: Cambridge Press, 1992), P.10-11.

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিষ্ঠানসমূহ তালাবন্ধ করা হয় এবং উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের নিমিত্তে ছাত্রদের বিদেশে পাঠানো বন্ধ করে দেয়া হয়।[১]

১৮৬৩ সালে ইসমাঈল (১৮৬৩ খ্রি.-১৮৭৯ খ্রি.) মিসরের পাশা নিযুক্ত হন। তাঁর শাসনামলে মিসরের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতা যাই থাকুক না কেন, শিক্ষা-সংস্কৃতি, জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধনের ক্ষেত্রে এ সময়ে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে। কথাটি ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত সত্য।

ইসমাঈল একজন পাশ্চাত্যপন্থী ও উচ্চাভিলাষী শাসক ছিলেন। মিসরকে তিনি ইউরোপের সমমানে উন্নীত করার সকল উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তাঁর সময় উচ্চ শিক্ষার দ্বার সকলের জন্য প্রসারিত ও উন্মুক্ত হয়। ১৮৭১ খ্রিষ্টাব্দে 'আলী মুবারকের পরামর্শে মিররে দারুল 'উলূম প্রতিষ্ঠা করার পর আরবী ভাষা ও সাহিত্যের ব্যাপক অনুশীলনের পথ উন্মুক্ত হয়।[২] ১৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দে ইসমাঈল পাশা মিসরের প্রথম বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন।[৩] এরপর অতি অল্প সময়ের মধ্যেই কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলো মেয়েদের পদচারনায় মুখরিত হয়ে উঠে। আর মহিলাদের এ অগ্রগতির ফলে মিসরে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে রেনেসাঁর আন্দোলন বেগবান হয়।

খেদীভ ইসমাঈল শিল্প ও কারিগরি স্কুল, হিসাব বিজ্ঞান স্কুল, কৃষি স্কুল এবং অন্ধ ও প্রতিবন্ধিদের জন্য বিশেষ স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় শিক্ষা শুধুমাত্র চাকুরীর মধ্যে সীমাবদ্ধ না হয়ে জাতীয় উন্নতি ও সাহিত্য সংস্কৃতির উৎকর্ষের মাধ্যম হয়ে জাতির

---

১. ড. শাওকী দায়ফ, আল-আদাবুল 'আরাবী আল মু'আসির ফী মিসর, (কায়রো : দারুল মা'আরিফ, সং, ৮, ১৯৮৮ খ্রি.), পৃ. ১৪।

২. ড. উমর আদ-দাসূকী, ফিল আদাবিল হাদীস, খ. ১, পৃ. ৯১।

৩. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৯২।

*Dhaka University Institutional Repository*

কাছে মূল্যায়িত হয়। তিনি নাযযারাতুল মা'আরিফ (শিক্ষা পরিদর্শন পরিদপ্তর) প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে সুষ্ঠু শিক্ষাব্যবস্থা নিশ্চিত করেন। এ ক্ষেত্রে সামরিক স্কুল পরিদর্শন পরিদপ্তর ও বেসামরিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদপ্তরকে আলাদা করা হয়।[১] এভাবে খেদীভ ইসমাঈল পাশার শাসনামলে দশ বছরের মধ্যে মিসরের শিক্ষা ব্যবস্থার অনেক উন্নতি সাধিত হয়। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার কাজ হাতে নেয়া হয় এবং অতি অল্প দিনের মধ্যেই এর সংখ্যা দাঁড়ায় কয়েক হাজারে আর ছাত্র সংখ্যা লক্ষাধিকে পৌঁছায়।[২]

ইসমাঈলের শাসনামলে শিক্ষা সাহিত্য ও রাজনৈতিক বিষয়কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে বিভিন্ন একাডেমী, সংস্থা ও ফাউন্ডেশন, যা রেনেসাঁর উন্মেষের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ সকল শিক্ষা একাডেমীর গুরুত্ব প্রসঙ্গে ড. উমর আদ-দাসূকী বলেন,

"إذا أكثرت الجمعيات العلمية في أمة دل ذلك على حيويتها ويقظتها، ورعيتها في السير نحو الكمال، غير معتمدة على الحكومة في غذائها العقلي، فإذا اضطرب امر الحكومة، او ويها من لا يحسن القيام بشئون الحكم، لا يصاب الشعب بالشل العقلي، ولكن يمضي في طريقه قدما، يدثقف ويستعد للنضال في سبيل الحياة السعيدة يهمم أخراه البقظين والجمعيات القوية المنظمة"[৩]

ইসমাঈলের শাসনামলে এ ধরনের অসংখ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বিজ্ঞান একাডেমী গড়ে উঠে। এ ধরনের একাডেমী প্রতিষ্ঠার শুভ সূচনা হয় বিশিষ্ট সংস্কারক শায়খ জামাল

---

১. M. M. Badawi, A Critical Introduction to Modern Arabic Poetry, (New Yourk : Cambridge Press, 1992), P. 12.

২. জুরজী যায়দান, তারীখু আদাবিল লুগাতিল 'আরাবিয়্যা, (কায়রো : দারুল হিলাল, ১৯৬৭ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ২৮।

৩. ড. উমর আদ-দাসূকী, ফিল আদাবিল হাদীস, (কায়রো : দারুল ফিকর, ১৯৭৩ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৯৫।

*Dhaka University Institutional Repository*

উদ্দীন আফগানীর সাহিত্যিক ও রাজনৈতিক চিন্তা চেতনা থেকে। এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, পাশ্চাত্য বিষয়ক গবেষণার মূল অনুপ্রেরণা যোগানোর ক্ষেত্রে এসব প্রতিষ্ঠান অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। বোনাপার্টির বিজ্ঞান একাডেমী 'আল-মাজমা'উল 'ইলমী'র অনুরসণে 'মজলিসুল আ'আরিফ আল-মিসরী' গড়ে উঠে। প্রাচ্যবিদ দ্য স্যাসির প্রভাবে রিফা'আহ বেক আত-তাহতাভী সাহিত্য সামগ্রী সংগ্রহের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব আঞ্জাম দেন। খেদীভ ইসমাঈলের সময় প্রতিষ্ঠিত একাডেমীসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো :

১) **জম'ইয়্যাতুল মা'আরিফ (শিক্ষা একাডেমী) :** ১৮৬৮ খ্রিষ্টাব্দে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি মিসরের প্রথম শিক্ষা একাডেমী। ৭৬০ জন বিশিষ্ট পন্ডিত ও সাহিত্যিক এ একাডেমীর সদস্য ছিলেন। ইব্রাহীম আল-মুওয়ায়লিহী, আহমদ ফারিস আশ-শিদয়াক, শায়খ হাসুনাহ আল-নবাবী, ড. মুহাম্মদ শাফিঈ, শায়খ বাদরাভী 'আশুর প্রমুখ তাদের মধ্যে অন্যতম।[১]

২) **আল-জম'ঈয়্যাতুল জুগরাফিয়্যাহ (ভূগোল একাডেমী) :** এটি ১৮৭৫ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে ভৌগলিক ও বিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণা কর্ম, গ্রন্থ ও সংকলন প্রকাশ করা হয়। এ ছাড়া উক্ত একাডেমী থেকে একটি জার্নালও প্রকাশিত হয়।[২]

৩) **আল-জম'ইয়্যাতুল খায়রিয়্যাহ আল-ইসলামিয়্যাহ (ইসলামী কল্যাণ একাডেমী) :** আলেকজান্দ্রিয়ায় ১৮৭৮ খ্রিষ্টাব্দে এ একাডেমী প্রতিষ্ঠিত হয়। উক্ত একাডেমীর অধীনে একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।[৩]

---

১. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৯৬-৯৭।
২. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৯৬-৯৭।
৩. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৯৮।

*Dhaka University Institutional Repository*

৪) **জম'ইয়্যাতুশ শাবাব :** উবারীর আন্দোলনের কিছু পূর্বে আলেকজান্দ্রিয়ায় এ একাডেমী প্রতিষ্ঠিত হয়।[১]

ইসমাঈল পাশার সময় মুদ্রণযন্ত্রের গুণগতমান অনেক বৃদ্ধি পায়। ১৮৭১ খ্রিষ্টাব্দে মিসরে কাগজ তৈরীর কারখানা প্রতিষ্ঠিত হবার ফলে মুদ্রন শিল্পের ব্যাপক অগ্রগতি সাধিত হয়। এ সময়ে মিসরে উৎপাদিত কাগজের মান ইউরোপ হতে আমদানীকৃত কাগজকেও হার মানিয়ে দেয়।[২] কাগজ ও মুদ্রণযন্ত্রের কারনে ইসমাঈল পাশার শাসনামলে মিসরে বিভিন্ন কিতাব ও পত্রিকা প্রকাশিত হয়। তাই বলা যায়, আরবী ভাষা ও সাহিত্যের রেনেসাঁর উন্মেষে ইসমাঈল পাশার অবদান স্মরণীয়।

উনিশ শতকে মিসরের অর্থনীতি, রাজনীতি, সংস্কৃতি ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সুয়েজ খাল শুধুমাত্র লোহিত সাগর ও ভূমধ্যসাগরকেই সংযোগ করেনি বরং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের যুগসূত্র রক্ষাকারী হিসাবে এর ভূমিকা অপরিসীম। ফরাসী ইঞ্জিনিয়ার ফার্ডিন্যান্ড ডি লেসেপ্সের মাধ্যমে উক্ত খাল খনন চুক্তি অনুমোদিত হয়। এ চুক্তি বৃটেনের স্বার্থের পরিপন্থী ছিল বলে বৃটিশ জাতি মনে করে। তারা ১৮৫৮ খ্রিষ্টাব্দে তুর্কী সুলতানকে জানান, উক্ত চুক্তি অনুমোদিত হলে বৃটেন তুরস্ক রাজ্যের অখন্ডতার প্রতি হুমকি হয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু সুলতান ও সাঈদ পাশা সে হুমকির কোন তোয়াক্কা না করে চুক্তি মোতাবেক সামনে অগ্রসর হতে থাকেন। সাঈদ পাশা ও খেদীভ ইসমাঈল পাশার আমলে মিসরের উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা ও ব্যক্তিগত অমিতব্যয়তার জন্য বৈদেশিক ঋণ বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৮৭৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত এ ঋণের পরিমাণ দাড়ায় ৯,১০,০০,০০০

১. জুরজী যায়দান, তারীখু আদাবিল লুগাতিল 'আরাবিয়্যা, খ. ৪, পৃ. ৮০।
২. ড. উমর আদ-দাসূকী, ফিল আদাবিল হাদীস, পৃ. ১৩২-১৩৩।

*Dhaka University Institutional Repository*

পাউন্ড।[১] এ ঋণ পরিশোধের জন্য ইসমাঈল পাশা সুয়েজ খালের ৪৪% অংশ ৪০,০০,০০০ পাউন্ডে বৃটেনের নিকট ও ১৫% অংশ ফরাসীদের নিকট হস্তান্তর করেন। ৮,০০,০০০ শেয়ারের মধ্যে বৃটেন ৩,৫৩,৫০৪ টি শেয়ারের মালিক হয়ে যায়।[২] ভৌগলিক অবস্থানের দিক দিয়ে মিসর প্রাচ্য-প্রতীচ্যের সামরিক ও বাণিজ্যিক কেন্দ্রস্থল হিসাবে ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সুয়েজ খাল খননের পর পশ্চিমা শক্তি বিশেষত বৃটেনের নিকট মিসরের গুরুত্ব অধিক পরিমানে বেড়ে যায়। এ কারণে বৃটেন মিসর জয়ের মাধ্যমে ভারতীয় বাণিজ্য রক্ষার জন্য আগ্রহী হয়ে উঠে। যে মূহুর্তে ইউরোপীয় শক্তি মিসরের প্রতি এতটা আগ্রহী ঠিক তখনই মিসরীয় শাসকগোষ্ঠী তাদের সাথে ঋণচুক্তি সম্পাদন করে। ফলে মিসরীয় অর্থনীতিতে ইঙ্গ-ফরাসী প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়।

খেদীভ ইসমাঈল খুবই উচ্চাকাঙ্খী ছিলেন, যেমন ছিলেন তার পিতামহ মুহাম্মদ আলী পাশা। কিন্তু পিতামহের মত সামরিক শক্তি, ব্যক্তিত্ব ও চারিত্রিক বলিষ্ঠতা অর্জন করতে পারেন নি। তিনি চাইতেন অতি অল্প সময়ের মধ্যে অনেক উল্লেখযোগ্য কাজ সমাধা করতে। এ ক্ষেত্রে তাঁর তিনটি অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল।[৩] এগুলো হলো :

ক) মিসরের স্বায়ত্বশাসন নিশ্চিত করা ও উসমানী সুলতানের নিয়ন্ত্রণ হতে পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা অর্জন করা।

খ) বাণিজ্যিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আধুনিকীকরণ ত্বরান্বিত করা।

---

১. ড. সাফিউদ্দীন জোয়ার্দার, আধুনিক মধ্যপ্রাচ্য, খ. ২, পৃ. ৩৬০।

২. মুসা আনসারী, আধুনিক মিসরের ঐতিহাসিক বিকাশধারা, পৃ. ৬৮-৬৯।

৩. ইসলামী বিশ্বকোষ, (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫ খ্রি.), খ. ৫, পৃ. ২৬১।

*Dhaka University Institutional Repository*

গ) আফ্রিকা মহাদেশে একটি বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তোলা।

এ সকল উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করতে গিয়ে তিনি অনিবার্যভাবে ইঙ্গ-ফরাসী শক্তিদ্বয়ের সাথে তার ঝুকিপূর্ণ বিরোধের সৃষ্টি হয়। মিসরে তার দ্রুত ইউরোপীয়করণ নীতি অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক বিপদ ডেকে আনে। এ নীতি বাস্তবায়ন করতে গিয়ে তিনি ইউরোপীয় অর্থ ও রাজনৈতিক সমর্থনের উপর নির্ভরশীল হয়ে উঠেন ফলে মিসরে বৈদেশিক হস্তক্ষেপের সূত্রপাত ঘটে।[১]

সুলতান এক আদেশবলে খেদীভ মিসরের সিংহাসনের জন্য জ্যেষ্ঠাধিকার আইন প্রতিষ্ঠা করেন ১৮৬৬ খ্রিষ্টাব্দের ২৭ মে। এ ছাড়া তিনি সেনাবাহিনীর শক্তি সমৃদ্ধি, স্বনামে মুদ্রা প্রবর্তন এবং বিভিন্ন উপাধী প্রদানের অধিকার লাভ করেন। ১৮৬৭ খ্রিষ্টাব্দের ৮ জুন আরেক ফরমানে তাঁকে খেদীভ উপাধী প্রদান, আর্থিক বিষয় পরিচালনার জন্য স্বায়ত্বশাসন ক্ষমতা প্রদান, অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে আমদানী, রফতানী, শুল্ক, বন্দর, বাণিজ্য, পরিবহন এবং বিদেশী সম্প্রদায় বিষয়ক বিধি সংক্রান্ত চুক্তি সম্পাদনের কর্তৃত্ব দেয়া হয়।[২]

ক্রীট যুদ্ধে মিসরের অংশগ্রহণ, সুয়েজ খাল উদ্বোধন কাজে খেদীভের আর্থিক অমিতব্যয়িতা এবং অনুৎপাদিত খাতে সীমাহীন অর্থব্যয় ইত্যাদি কারনে খেদীভ সরকার অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয় এবং প্রচুর পরিমাণ বৈদেশিক ঋণ গ্রহণ করে। সুলতান ১৮৬৯ খ্রিষ্টাব্দের ২১ নভেম্বর এক আদেশ জারি করে খেদীভের ব্যক্তিগত

১. প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২৬১।
২. প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২৬১।

*Dhaka University Institutional Repository*

প্রচেষ্টার মাধ্যমে সুলতানের এই ফরমান বাতিল করিয়ে ১৮৭২ খ্রিষ্টাব্দের ১০ সেপ্টেম্বর আরেকটি ফরমান বলে ইউরোপ হতে ঋণ গ্রহণের সুযোগ লাভ করেন।[১]

১৮৭০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে খেদীভ ইসমাঈল ব্যাপক আর্থিক অসুবিধায় পতিত হন। ১৮৭১ খ্রিষ্টাব্দে তিনি কুখ্যাত মোকাবেলা ব্যবস্থায় আইনের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করেন। মোকাবেলা ব্যবস্থায় বলা হয় যে, ভূ-স্বামীগণ একসাথে ছয় বৎসর খাজনা দিলে চিরদিনের জন্য তাদের খাজনার হার ৫০% কমিয়ে দেয়া হবে। এর ফলে তিনি ৯ মিলিয়ন পাউন্ড সংগ্রহ করেছিলেন।[২]

এই মোকবেলা আইন প্রবর্তনের ফলে ইসমাঈল আরো অর্থনৈতিক অনটনে পড়েন। ১৮৭৬ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর সমস্যাবলী নিরসনকল্পে ইউরোপের ঋণদাতা রাষ্ট্রগুলোর প্রতিনিধিরা মিসরের অর্থ ব্যবস্থার উপর একটি "ইউরোপীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশন" (European Control Comission) গঠন করে।[৩] ১৮৭৫ খ্রিষ্টাব্দে গঠিত "মিশ্র ট্রাইবুনাল" (Mixed Tribunal) এর রায়ে খেদীভ ও তার সরকারের কর্তৃত্ব আরো খর্ব করা হয়।[৪] ১৮৭৫ থেকে ১৮৭৯ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত আর্থিক মন্দা মিসরের অভ্যন্তরে অপরিহার্যভাবে খেদীভ ইসমাঈল, তাঁর মন্ত্রীবর্গ, বিশিষ্ট ভূ-স্বামী, ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ ও সেনাবাহিনীর কর্মকর্তাদের মাঝে সম্পর্কের ব্যাপক অবনতি ঘটে। ১৮৭৮ থেকে ১৮৭৯ খ্রিষ্টাব্দে ব্রিটিশ ও ফরাসী প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে খেদীভ মিশ্র মন্ত্রীপরিষদ গঠণ করেন।

---

১. মুসা আনসারী, আধুনিক মিসরের ঐতিহাসিক বিকাশধারা, (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৮ খ্রি.), পৃ. ৭০।

২. ড. সফিউদ্দীন জোয়ার্দার, আধুনিক মধ্যপ্রাচ্য, (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৭ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ৩৬।

৩. ড. শাওকী দায়ফ, আল বারূদী রাইদুশ শি'রিল হাদীস (কায়রো, ১৯৮৮ খ্রি.), পৃ. ৩৬।

৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬।

*Dhaka University Institutional Repository*

এর মাধ্যমে মিসরে দ্বৈত শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু এ সকল পদক্ষেপ দেশের ভগ্ন অর্থনীতির অবস্থা উন্নত বা খেদীভের মসনদকে নিরাপদ করতে পারে নি।

এ ধরণের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিভিন্ন কর্মকাণ্ড সচেতন বুদ্ধিজীবিদের উত্তেজিত করে তুলে। মুহাম্মদ আলী পাশা ও তাঁর উত্তরাধী কারী মিসরে যে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করেন, তার দ্বারা একদল শিক্ষিত সচেতন যুবক সৃষ্টি হয়। তারা মিসরকে আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের মাধ্যমে ইউরোপের উদার ও জাতীয়তাবাদী ভাবধারা সৃষ্টির প্রয়াস করে। তারা মিরকে এ সকল নাগপাশ থেকে মুক্ত করতে দৃঢ় সংকল্প হয়। তারা মুসলিম বিশ্বের অন্যতম পন্ডিত, অকুতভয় নেতা ও সাধক সৈয়দ জামাল উদ্দীন আল আফগানীর শিক্ষায় ও নেতৃত্বে অনুপ্রাণিত হন। আফগানী ইউরোপীয় শোষণ ও এর প্রভাব হতে ইসলাম ও মুসলিম বিশ্বকে রক্ষার আপ্রাণ চেষ্টা চালান। ফলে তার আন্দোলন অল্প সময়ের মধ্যে খুবই জনপ্রিয় ও জাতীয়তাবাদী রূপ পরিগ্রহ করে।[১]

খেদীভের নির্দেশে নুবার পাশার মন্ত্রীসভায় ইংরেজ বিভার্স উইলসনকে অর্থমন্ত্রী এবং ফরাসী দ্য ব্লেনিয়েকে পূর্তমন্ত্রী মনোনীত করা হয়। বিদেশী মন্ত্রী নিয়োগের ফলে অল্প দিনেই এ মন্ত্রীসভা জনপ্রিয়তা হারায়। ফলশ্রুতিতে ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে নুবারের পরিবর্তে যুবরাজ তাওফীক পাশাকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করা হয়। কিন্তু তাওফীকের মন্ত্রীপরিষদেও বিদেশী মন্ত্রীদ্বয় বহাল থাকেন। অতপর জনগনের প্রবল চাপে খেদীভ ইসমাঈল ১৮৭৯ খ্রিষ্টাব্দের ৭ এপ্রিল তাওফীকের মন্ত্রীসভা বাতিল করে শরীফ পাশার নেতৃত্বে একটি দায়িত্বশীল জাতীয় সরকার গঠন করেন। খেদীভের এই সাহসী সিদ্ধান্ত

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬।

*Dhaka University Institutional Repository*

দেখে দাতা গোষ্ঠী ভীষন চটে যায় এবং তাদেরই ইঙ্গিতে সুলতান আব্দুল হামীদ ১৮৭৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৬ জুন তাঁকে অপসারন করে যুবরাজ তাওফীক পাশাকে খেদীভের দায়িত্ব প্রদান করেন।[১]

ইসমাঈলের শাসনকালে মিসরের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনগুলো আধুনিক মিসরের ভিত্তিমূল হিসাবে বিবেচনা করা হয়। তাঁর শাসনামলের একমাত্র দূর্বল দিক ছিল মিসরকে ইউরোপীয়করণ কর্মসূচী। এদিক থেকে বলা যায় তার শাসনামল মিসরে জটিল সমস্যাবলীর উদ্ভব ঘটায়। এগুলো বৃটেনকে দেশটি দখল করতে প্ররোচিত করে এবং পরবর্তী ৭৫ বছরের জন্য রাজনৈতিক অসুবিধা সৃষ্টি করে। এ কথা সত্য যে, তিনিই মিসরের প্রথম খেদীভ এবং তার যুগই মিসরীয় শিক্ষা-সংস্কৃতির রেনেসাঁর যুগ।[২]

ঐতিহাসিক রিফাত বে'র মতে পাহাড় পরিমাণ ভ্রান্তি এবং রাজনৈতিক ব্যর্থতা সত্ত্বেও মিসরীয় জীবনে শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তাঁর অবদানের জন্য তিনি মিসরবাসীর স্মৃতির মনিকোঠায় চিরভাস্বর হয়ে থাকবেন। তিনি মিসরের অন্যতম সৃজনশীল শাসক হিসাবে সকলের নিকট বিবেচিত হবেন।

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫।
২. মুসা আনসারী, আধুনিক মিসরের ঐতিহাসিক বিকাশধারা, পৃ. ৭৫-৭৬।

Dhaka University Institutional Repository

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ
# মিসরের রাজনৈতিক অবস্থা

## মিসরের রাজনৈতিক অবস্থা ঃ

১৮৭৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৬ জুন তৌফিক পাশা মিসরের খেদীভ নিযুক্ত হন। এ সময় থেকে ১৮৮২ খ্রিষ্টাব্দ সময়কালকে মিসরের ইতিহাসে ক্রান্তিকাল হিসাবে বিবেচনা করা হয়। এ সময়কালকে মিসরের মিসরীয় জাতীয়তাবাদের উন্মেষকাল বা উষাকাল ও ইংরেজ আধিপত্যবাদের কাল হিসাবেও ধরা হয়ে থাকে। খেদীভ তৌফিক ক্ষমতার মসনদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর মিসরে পুনঃরায় দ্বৈতশাসন পাকাপোক্ত হয়। মন্ত্রীসভায় বিদেশী কন্ট্রোলারদের প্রবেশাধিকার দেয়া হয়। তারা সেখানে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে না পারলেও আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে নিজেদের প্রস্তাব পেশ করার অধিকার লাভ করেন। তখনকার জনপ্রিয় নেতা শরীফ পাশাকে খেদীভ তৌফিক মন্ত্রীসভা গঠন করার জন্য আমন্ত্রন জানান।[১] এ সময় শরীফ জনপ্রতিনিধিত্বমূলক খসড়া শাসনতন্ত্র তৈরী করে খেদীভের চূড়ান্ত অনুমোদন কামনা করলে খেদীভ তা প্রত্যাখ্যান করেন। এ অবস্থায় শরীফ তার দায়িত্ব থেকে পদত্যাগ করেন। শরীফের পদত্যাগের পর খেদীভ তৌফিক পাশা স্বয়ং মন্ত্রীসভা গঠন করেন। উক্ত মন্ত্রীপরিষদে আল বারূদীকে ওয়াক্ফ ও শিক্ষামন্ত্রী নিয়োগ করেন।[২] অতঃপর ১৮৭৯ খ্রিষ্টাব্দের ৯ সেপ্টেম্বর রিয়াদ পাশাকে

১. ড. শাওকী দায়ফ, আল বারূদী রাইদুশ শি'রিল হাদীস (কায়রো, ১৯৮৮ খৃ.), পৃ. ৬৬।

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০।

*Dhaka University Institutional Repository*

সরকার প্রধান নিযুক্ত করা হয়। মন্ত্রীসভায় রিয়াদ বারূদীকে পুনঃরায় ওয়াকফ মন্ত্রনালয়ের দায়িত্ব অর্পন করেন।[১]

বিদেশীদের স্বার্থ সংরক্ষণ, মিসরীয় সৈন্যদের অধিকার হরণ ও জনগণের উপর স্বৈরশাসন প্রবর্তনের কারণে সর্বমহল থেকে রিয়াদ সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন জোরদার হতে থাকে।[২]

**জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ঃ**

খেদীভ তৌফিক পাশার সময়ই মিসরে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শুরু হয়। এ সময়ের মিসরের জাতীয়তাবাদের আন্দোলনকে মোটামোটিভাবে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। এগুলো হলো :

১) ধর্ম সংস্কার ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলন;

২) শাসনতান্ত্রিক আন্দোলন;

৩) ও সামরিক আন্দোলন।

জামাল উদ্দীন আফগানী ও মুফতি মুহাম্মদ আবদুহুর নেতৃত্বে ধর্ম সংস্কার ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলন পরিচালিত হয়। এ আন্দোলনের প্রথম সূত্রপাত ঘটে ঐতিহাসিক বিশ্ববিখ্যাত মুসলিম শিক্ষাকেন্দ্র আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। দীর্ঘ আট বছর জামাল উদ্দীন আফগানী মিসরে অবস্থান করে ছাত্র সমাজকে ইউরোপের শক্তিবর্গের শাসন-শোষণ ও ইসলাম বিরোধী পদক্ষেপ সম্পর্কে সচেতন করে তুলেন। ইঙ্গ-ফরাসী

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০।
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২-৭৩।

*Dhaka University Institutional Repository*

শক্তিদ্বয় জামাল উদ্দীন আফগানীকে মিসরের বিপদজনক উত্তেজনা সৃষ্টিকারী নেতা হিসাবে ১৮৭৯ খ্রিষ্টাব্দে তাঁকে দেশ থেকে বহিষ্কারের জন্য খেদীভ তৌফিককে বাধ্য করে। অতপর তৌফিক পাশা তাঁকে প্যারিসে নির্বাসন দেওয়ার নির্দেশ জারী করেন। আফগানী নির্বাসিত হলে এ সংস্কারবাদী আন্দোলনকে এগিয়ে নেন তখনকার মিসরের গ্রান্ড মুফতি শায়খ মুহাম্মদ আবদুহু ও নব্য সিরিয় আন্দোলনের নেতা আদীব ইসহাক। মুফতি মুহাম্মদ আবদুহু তার অনুসারীদেরকে জাতীয়তাবাদী ও সংস্কারবাদী মনোভাবে উদ্বুদ্ধ করতে "আল উম্মাহ" নামক একটি দল প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীতে আবদুহুকে প্যারিসে নির্বাসন দিলে তাঁর অবর্তমানে আন্দোলন অনেকটা নিস্তেজ হয়ে পড়ে।[১]

মিসরের জনপ্রিয় নেতা ও মন্ত্রী শরীফ পাশার নেতৃত্বে শাসনতান্ত্রিক আন্দোলন পরিচালিত হয়। তিনি গণপ্রতিনিধিত্বকারী একটি সংবিধানের মাধ্যমে দেশ পরিচালনার স্বপ্ন দেখতেন, যেখানে জনগণের সক্রিয় প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত হবে এবং শুরার ভিত্তিতে একটি কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে। শরীফ পাশা মিসরে ইঙ্গ-ফরাসী প্রভাবের তীব্র বিরোধিতা করেন এবং মিশরে তাদের ক্ষমতা লোপ করে পূর্ণাঙ্গ স্বায়ত্বশাসন কামনা করেন। পশ্চিমা শক্তিবর্গের স্বার্থের পরিপন্থী হওয়ায় তারা শরীফের কর্মসূচীকে ভীষণভাবে অপছন্দ করে। মন্ত্রীত্ব লাভ করেই শরীফ খেদীভের নিকট তাঁর দীর্ঘ দিনের স্বপ্ন খসড়া শাসনতন্ত্র অনুমোদনের জন্য পেশ করেন। কিন্তু ইঙ্গ-ফরাসীদের চাপে

১. ইয়াহইয়া আরমাজানী, মধ্যপ্রাচ্য অতীত ও বর্তমান, অনুবাদ : মুহাম্মদ এনামুল হক, পৃ. ৩৩৮।

Dhaka University Institutional Repository

খেদীভ তা বাতিল করতে বাধ্য হন। ফলশ্রুতিতে প্রধানমন্ত্রী শরিফ পদত্যাগ করেন। শরীফের পদত্যাগের পর খেদীভ রিয়াদ পাশাকে প্রধানমন্ত্রী করে সরকার গঠন করেন।[১]

বিশিষ্ট সামরিক অফিসার আহমাদ উরাবী পাশা সামরিক আন্দোলনের নেতৃত্ব প্রদান করেন। আব্দুল আল হিলমী, আলী ফাহমী ও মাহমুদ সামী আল বারূদী তাঁকে প্রত্যক্ষভাবে সহযোগিতা করেন। উল্লেখ্য যে, উল্লেখিত সবগুলো আন্দোলনের সাথে মাহমুদ সামী আল-বারূদী একাত্মতা ঘোষণা করেন এবং আন্দোলন বেগবান করার জন্য নেপথ্য নায়কের ভূমিকা পালন করেন। পরবর্তীতে তিনি আহমাদ উরাবীর আন্দোলনে সক্রিয় নেতৃত্ব প্রদান করেন। সেনাবাহিনীর সংস্কার সাধনের নামে রিয়াদ সরকারের প্রতিরক্ষামন্ত্রী উসমান রিফাকী পাশা সেনা অফিসারদের ক্ষমতা বিলুপ্ত সাধন করেন। এ ছাড়া সামরিক অফিসারকে বরখাস্ত করা, অর্ধবেতনে চাকুরী বহাল রাখা, পদোন্নোতির ব্যাপারে সার্কাসীয়দের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করা ইত্যাদি কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে তিনি মিসরীয় সেনাবাহিনীর স্বার্থ খর্ব করেন। এমতাবস্থায় মিশরীয় সেনাবাহিনীতে অসন্তোষের বহ্নিশিখা জ্বলে ওঠে।[২] এরূপ পরিস্থিতিতে সামরিক অফিসার আহমাদ উরাবী পাশা তাঁর অনুসারী অফিসারদের নিয়ে উসমান রিফাকী পাশার পদত্যাগ ও তার স্থলে মাহমুদ সামী আল বারূদীকে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী পদে নিয়োগের দাবীতে আন্দোলন শুরু করেন। প্রচন্ড আন্দোলনের মুখে খেদীভ উসমানকে বরখাস্ত করে মাহমুদ সামী আল বারূদীকে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী মনোনীত করেন।[৩] এর কিছু দিন পর আল বারূদীকে বরখাস্ত করে দাউদ

১. ড. শাওকী দায়ফ, আল বারূদী রাইদুশ শি'রির হাদীস, (কায়রো, ১৯৮৮ খ্রি.), পৃ. ৭২-৭৩।
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩।
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩।

Dhaka University Institutional Repository

পাশাকে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী নিয়োগ করা হলে সেনাবাহিনীতে প্রচন্ড বিক্ষোভ শুরু হয়। অবশেষে আল বারূদীকে পুনরায় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী নিয়োগের মাধ্যমে সেনাবাহিনীতে বিক্ষোভ প্রশমন করা হয়। ১৮৮১ খ্রিষ্টাব্দের ৯ সেপ্টেম্বর সেনাবাহিনীর বিক্ষোভ প্রদর্শনের পর রিয়াদ পাশাকে বরখাস্ত করে পুনরায় শরীফ পাশাকে মন্ত্রীপরিষদ গঠনের দায়িত্ব অর্পন করা হলে খেদীভ বিরোধী আন্দোলন কিছুটা স্তিমিত হয়।[১]

পার্লামেন্টের প্রথম অধিবেশনে শরীফের প্রস্তাবিত খসড়া শাসনতন্ত্র অনুমোদন লাভ করে। খসড়া শাসনতন্ত্রের ধারাগুলো পরীক্ষা করার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়। কিন্তু ইঙ্গ-ফরাসী ষড়যন্ত্রের কাছে শরীফকে পরাজিত হতে হয়। শরীফ পাশার পতনের পর খেদীভ উরাবী পন্থীদের খুশি করার জন্য ১৮৮১ খ্রিষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে মাহমুদ সামী আল-বারূদীকে সরকার প্রধান করে একটি মন্ত্রীপরিষদ গঠনের জন্য তাকে অনুরোধ জানান। আল-বারূদী তাঁর মন্ত্রীসভায় উরাবীকে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী নিয়োগ করেন।[২] দেশকে বৈদেশিক প্রভাবমুক্ত করার প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে বারূদী মন্ত্রীসভা হতে ইংরেজ ও ফরাসী কন্ট্রোলারদের বিদায় করেন এবং শরীফ পাশার খসড়া শাসনতন্ত্র সংশোধনী সহ পার্লামেন্টে পাশ করেন। এর কিছু দিনের মধ্যেই দেশে রাজনৈতিক সংকট দেখা দেয়। সংকট নিরসনে মিসরীয় জাতীয়তাবাদী শক্তি সুদৃঢ় হলে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি সক্রিয় হয়ে উঠে। তারা খেদীভের শক্তি বৃদ্ধির জন্য আলেকজান্দ্রিয়ায় ইঙ্গ-ফরাসী নৌবহর প্রেরণ করে এবং মিসর সরকারের নিকট তিনটি দাবী পেশ করে।[৩] দাবীগুলো হলো :

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫।
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫।
৩. মুসা আনসারী, আধুনিক মিসরের ঐতিহাসিক বিকাশধারা, পৃ. ৮৭।

*Dhaka University Institutional Repository*

১) উরাবী পাশাকে দেশত্যাগের নির্দেশ দান;

২) আব্দুল আলী ফাহমী স্লাই চাকুরী হতে অবসর দান;

৩) বারূদী সরকারের মন্ত্রীপরিষদ বাতিল করা।

মিসরের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে সাম্রাজ্যবাদীদের এ নগ্ন হামলার জন্য বারূদীর সরকার তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন। পরবর্তীতে খেদীভের বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিবাদে মন্ত্রীসভার সকল সদস্য একযোগে পদত্যাগ করেন। অবশেষে ১৩ সেপ্টেম্বর ১৮৮২ খ্রিষ্টাব্দে তেল্লুল কাবীর প্রান্তরে উরাবীপন্থীরা সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয়। অতঃপর মিসর ইংরেজদের উপনিবেশে পরিণত হয়।

তাই বলা যায়, উনিশ শতকে সত্তর দশকের ঐতিহাসিক ঘটনাবলী এ কথাই প্রমাণ করে উরাবীপন্থীরা আমরণ মিসরের স্বাধীনতা ও জাতীয় ঐক্যের কণ্ঠস্বর। আর খেদীভপন্থীরা হলো সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের বাহন।

*Dhaka University Institutional Repository*

# দ্বিতীয় অধ্যায়

## মাহমুদ সামী আল-বারূদীর সংক্ষিপ্ত জীবন পরিচিতি

**প্রথম পরিচ্ছেদ**

জন্ম ও বংশ পরিচয়

**দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ**

মাহমুদ সামী আল-বারূদীর শিক্ষা জীবন

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মাহমুদ সামী আল-বারূদীর কর্মজীবন

**চতুর্থ পরিচ্ছেদ**

রাজনীতি ও ওফাত

*Dhaka University Institutional Repository*

# দ্বিতীয় অধ্যায়
# মাহমুদ সামী আল-বারূদীর সংক্ষিপ্ত জীবন পরিচিতি
## প্রথম পরিচ্ছেদ
## জন্ম ও বংশ পরিচয়

**জন্ম ও বংশ পরিচয় ঃ**

কবি মাহমুদ সামী পাশা আল-বারূদীর সঠিক ও বিস্তারিত বংশ পরিচয় তুলে ধরা নিঃসন্দেহে একটি গবেষণাধর্মী কাজ। কবির একান্ত সহোযোগী মুফতী মুহাম্মদ আব্দুহু তাঁর প্রকৃত পরিচয় জানার জন্য বিভিন্ন উৎস, দলীলপত্র ও তথ্যাদি নিয়ে ব্যাপক গবেষণা করেছেন এবং এ ক্ষেত্রে প্রায় তিন হাজার পাউন্ড (মিসরীয় মুদ্রা) খরচ করেছেন।[১] বারূদীর বংশ পরিচিতি সম্পর্কে যতদূর জানা যায় তা হলো, তিনি ছিলেন সার্কাসী বংশোদ্ভোত সন্তান। যারা দীর্ঘ দেড় শতাব্দিকাল (১৩৮২ খ্রি. - ১৫১৭ খ্রি.) মিসরের রাজসিংহাসন অলংকৃত করেন। তাঁর পিতামহ আব্দুল্লাহ ছিলেন সার্কসীয় নেতা এবং প্রসাশনের একজন পদস্থ কর্মকর্তা। তাঁর ঔরসে ১৮১০ সালে কবির পিতা হাসান হুসনী সার্কাসী আল-উলফী জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৩৮ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ঐতিহ্যবাহী বারূদী পরিবারের ধনবতী ও প্রতিপত্তিশালী ফাতিমা হানিম আল-বারূদিয়্যাহকে বিবাহ করেন। তখন তাঁর বয়স ছিল ২৬ বছর। ঐতিহ্য, খ্যাতি ও যশের দিক থেকে কবি জননী ফাতিমা হানিম আল-বারূদিয়্যাহ তাঁর পিতার চেয়ে অনেক উঁচু স্তরের ছিলেন। তাই তিনি তাঁর স্ত্রীর পরিচয়ে নিজেকে বারূদী হিসাবে পরিচিত করেন। তিনি হাসান হুসনী আস্ সার্কাসী এর পরিবর্তে হাসান হুসনী আল-বারূদী হিসাবে পরিচিত হন। মাহমুদ সামী পাশা আল-বারূদীর মাতার নাম ফাতিমা হানিম আল-বারূদিয়্যাহ। ফাতিমা ও তাঁর

১. ড. আলী মুহাম্মদ আল-হাদীদী, মাহমুদ সামী আল বারূদী, (কায়রো : দারুল কাতিব আল-আরাবী, ১৯৬৭ খ্রি.), পৃ. ১৬।

*Dhaka University Institutional Repository*

সহোদর ইব্রাহিম বারূদী অঢেল সম্পত্তির মালিক ছিলেন। অতপর তাদের সৌভাগ্যবান পুত্র মাহমূদ সামী পাশা আল-বারূদী ২৭ রজব ১২৫৫ হিজরী মোতাবেক ৬ অক্টোবর ১৮৩৯ খ্রিষ্টাব্দে[১] মিসরের কায়রো নগরীর বাবুল খাল্‌ক এর নিকটবর্তী 'সারায়াল বরদী'[২] প্রাসাদে জন্মগ্রহণ করেন।

কবির পিতা হাসান হুসনী মুহাম্মদ আলীর প্রতিষ্ঠিত ক্যাডেট কলেজ হতে ডিগ্রী অর্জন করে সামরিক অফিসার হিসাবে প্রতিরক্ষা বাহিনীতে যোগদান করেন। অসাধারণ সামরিক দক্ষতা ও যোগ্যতা বলে তিনি সামরিক বিভাগে পদোন্নতি লাভ করে লেফটেনেন্ট জেনারেল পদবী লাভ করেন।[৩] তিনি সিরিয়ার যুদ্ধে উসমানীয় প্রতিরক্ষা বাহিনীর সেনাপতিত্ব করেন।

১. J. Brugman, An Inroduction to the History of Modern Arabic Literature in Egypt, Leiden: E. J. Brill, 1984, P. 28.

২. সারায়াল বরদী মিসরের একটি প্রাসাদ (ড. আলী মুহাম্মদ আলী হাদীদী, মাহমুদ সামী আল বারূদী, পৃ. ১৬)।

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯।

*Dhaka University Institutional Repository*

# দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ :
# মাহমুদ সামী আল-বারূদীর শিক্ষা জীবন

## মাহমুদ সামী আল-বারূদীর শিক্ষা জীবন ঃ

মাত্র সাত বছর বয়সে কবির পিতা হাসান হুসনী আল-বারূদী ইন্তেকাল করলে কবির জীবনের স্বাভাবিক বিকাশের পথ কিছুটা বাধাগস্ত হয়। পিতার অকাল মৃত্যু কবি পরিবারকে গভীরভাবে শোকাভিভূত করলেও এটি কবির পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তিত্ব গঠন ও সুশিক্ষা লাভের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে নি।[১] তৎকালীন মামলূক সার্কাসীয় অভিজাত পরিবারের সন্তানদেরকে খেদীভীয় বিশেষ সামরিক স্কুলে পড়ানোর রেওয়াজ ছিল। কবি জননী কবিকে সেই খেদীভ বিশেষ সামরিক স্কুলে পড়ানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সেকালের অভিজাত পরিবারের রেওয়াজ অনুযায়ী নিজ গৃহে বিশেষ বিশেষ শিক্ষকমণ্ডলীর তত্ত্বাবধানে কবির প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। ১৮৪৮ সালে কায়রোতে একমাত্র প্রাথমিক বিদ্যালয় আল-মাদ্‌রাসাতুল মুবতাদিয়ান ছাড়া আর কোন প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল না। সেখানে সর্বশ্রেণীর ছেলেদের প্রচণ্ড ভীড় জমে থাকতো। সে কারণে সাধারণত অভিজাত পরিবারের ছেলেদের বিশেষ শিক্ষকমণ্ডলীর তত্ত্বাবধানে নিজ গৃহেই শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করা হতো।[২]

মিসরের ওয়ালী প্রথম আব্বাস (১৮৪৮খ্রি.-১৮৫৪খ্রি.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আল-মাফরুজা সামরিক বিদ্যালয়ে ১৮৫১ খ্রিষ্টাব্দে কবি মাহমুদ সামী আল-বারূদী প্রিপারেটরী স্তরে ভর্তি হন। এ স্তরে তখন সামরিক প্রশিক্ষণের পাশাপাশি ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ের কিছু

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩।
২. ড. আলী মুহাম্মদ আল-হাদীদী, মাহমুদ সামী আল বারূদী, পৃ. ৫২।

*Dhaka University Institutional Repository*

প্রাথমিক গ্রন্থ, গণিত, বীজগণিত, শরহে কাফরাভী, হাসান আল-আত্তারের নির্বাচিত প্রবন্ধ, অংকন বিদ্যা এবং তুর্কী ও ফার্সী ভাষা পড়ানো হতো।[১] বারূদী উক্ত সামরিক স্কুলে চার বছর অধ্যয়ন ও প্রশিক্ষণের পর বাশজাবিশ (কোয়ার্টার মাস্টার সার্জেন্ট) পদমর্যাদা লাভ করেন। কবি বারূদীর শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পর্কে যতটুকু জানা যায়, তিনি সামরিক প্রিপারেটরী স্তর উত্তীর্ণ হবার পর বাশজাবিশ পদ লাভ করেন এবং এর পাশাপাশি কুর'আন মজিদ হিফজ করেন এবং নাহু, সরফ, আল-আত্তারের প্রবন্ধসমূহ, আখলাক বিষয়ক গ্রন্থপঞ্জী, ভূগোল, গণিত, বীজগণিত, প্রকৌশল বিষয়ক প্রাথমিক গ্রন্থ এবং তুর্কী ও ফার্সী ভাষায় বিশেষ বুৎপত্তি অর্জন করতে সক্ষম হন।

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২।

*Dhaka University Institutional Repository*

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ :
# মাহমুদ সামী আল-বারূদীর কর্মজীবন

## মাহমুদ সামী আল-বারূদীর কর্মজীবন ঃ

মাহমুদ সামী আল-বারূদী সামরিক বাহিনীতে যোগদানের মাধ্যমে তাঁর কর্ম জীবনের সূচনা হয়। খেদীভ সাঈদ পাশার শাসনামলে (১৮৫৪ খ্রি. ১৮৬৩ খ্রি.) মিসরের আর্থ-সামাজিক, প্রশাসনিক ও শিক্ষা সংস্কৃতির চরম শোচনীয় অবস্থা কবিকে ভীষণভাবে ভাবিয়ে তুলে। এমতাবস্থায় মিসরে সেনা প্রশাসনসহ সকল প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা এবং বিশেষ করে শিক্ষা সংস্কৃতির চরম অবনতি দেখে কবি স্বদেশের প্রতি হতাশাগ্রস্ত হন এবং ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দে সামরিক বিভাগের চাকুরী ছেড়ে দিয়ে তুরস্কের প্রসিদ্ধ ও ঐতিহ্যবাহী শহর ইস্তাম্বুলে গমন করেন। তুর্কী ও ফার্সী ভাষাদ্বয়ের বিশেষ বুৎপত্তি থাকার কারণে কবি সেখানে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ লাভ করেন।[১] কারো কারো মতে তিনি সেখানে একটি প্রসিদ্ধতম পোতাশ্রয় এ যোগদান করেন।[২]

কবি মাহমুদ সামী আল-বারূদী ১৮৬৩ খ্রিষ্টাব্দে স্বদেশ মিসরে প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছা পোষণ করেন। মিসরের নবনিযুক্ত খেদীভ ইসমাঈল পাশা (১৮৬৩খ্রি.-১৮৭৯খ্রি.) তখন অটোমান সুলতান আব্দুল আযীযের (১৮৩০খ্রি.-১৮৭৬খ্রি.) প্রতি যথাযথ আনুগত্য প্রকাশের জন্য সরকারী সফরে কনস্টান্টিনোপল আসলে বারূদী খেদীভের সম্মানে ৮৫ শ্লোক বিশিষ্ট তাঁর বিখ্যাত কাসিদাহ 'ওয়াকালা ইয়ামদাহু ইসমাঈল খেদীভ মিসর' রচনা করলে খেদীভ বারূদীর কাব্য প্রতিভা, দক্ষতা ও বিচিত্র ভাষা জ্ঞানে মুগ্ধ হন এবং মিসরে

---

১. J. Brugman, An Inroduction to the History of Modern Arabic Literature in Egypt, P. 29.
২. Ibid.

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর মত একজন সুদক্ষ ব্যক্তিত্বের প্রয়োজনীয়তার কথা ব্যক্ত করেন। ফলে দীর্ঘ ৭ বছর পর তিনি খেদীভ ইসমাঈল পাশার সাথে তাঁর প্রিয় মাতৃভূমি মিসরে প্রত্যাবর্তন করেন। এখান থেকে কবি বারূদীর জীবনের প্রথম পর্বের পরিসমাপ্তি হয় এবং কর্তৃত্বপূর্ণ ও প্রকৃত কর্মজীবনের শুভ সূচনা হয়।[১] খেদীভ ইসমাঈল পাশা আধুনিক মিসরকে পুরো ইউরোপীয় কায়দায় ঢেলে সাজানোর এক দীর্ঘ স্বপ্ন দেখছিলেন। কবি আল-বারূদীও একটি অত্যাধুনিক ও সমৃদ্ধশালী দেশ গড়ার কাজে খেদীভকে পূর্ণ সমর্থন দান করেন। ফলে তিনি তাঁর পূর্বসূরীদের মতই একজন সাহসী ও দক্ষ সমরনেতা হওয়ার আজন্ম লালিত স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে ১৮৬৩ খ্রিষ্টাব্দে স্পেশাল সেনাবাহিনীতে অফিসার হিসাবে যোগদান করেন।[২] ১৮৬৩ খ্রিষ্টাব্দের জুলাই মাসে তাঁকে সে বাহিনীর ব্যাটালিয়ন কমান্ডার (Battalion Commander) নিযুক্ত করা হয়।[৩] অতপর খেদীভের নিরাপত্তা বাহিনীর কমান্ডার (Commander) র‍্যাংক প্রদান করা হয়।[৪]

এ সময় মিসরের সামরিক অফিসারদের ১৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি মিশন (Camp de Chalons) ফ্রান্স ও লন্ডন সফরের জন্য প্রেরিত হয়।[৫] এ মিশনের পুরোভাগে ছিলেন আল-বারূদী। যেহেতু কবি এ ডিপুটেশনের নেতৃত্বে ছিলেন তাই সফর শেষে এর শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা সম্বলিত প্রতিবেদন লেখার দায়িত্ব তাঁর উপর অর্পিত হয়। তাঁর

১. ড. শাওকী দায়ফ, আল-বারূদী রাঈদুশ শি'রিল হাদীস, পৃ. ৫৩।
২. ড. আলী মুহাম্মদ আল-হাদীদী, মাহমুদ সামী আল-বারূদী শাইরুন নাহদাহ, পৃ. ৮৭।
৩. Encyclopaedia of Islam, Vol. 1, P. 1069.
৪. Ibid.
৫. Ibid.

Dhaka University Institutional Repository

লিখিত প্রতিবেদনটি মিসরীয় সেনাবাহিনীর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল।[১] এ ছাড়া ইউরোপের সেনাবাহিনীর ব্যবস্থাপনার অনুকরণে মিসরীয় বাহিনীর জন্য একটি আচরণ বিধি প্রস্তুত করার দায়িত্ব ও তাঁকে দেয়া হয়।[২]

এ সফর হতে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর ১৮৬৪ খ্রিষ্টাব্দে তাঁকে পদোন্নতি দিয়ে খেদীভের নিরাপত্তা বাহিনীর তৃতীয় রেজিমেন্টের ল্যাফটেনেন্ট কর্ণেল র‍্যাংক প্রদান করা হয়।[৩] এর অল্প কিছুদিন পরেই তাঁকে এ বিভাগের চতুর্থ রেজিমেন্টের কর্ণেল র‍্যাংকে পদোন্নতি দান করা হয়।[৪]

১৮৬৫ খ্রিষ্টাব্দের শেষের দিকে ভূমধ্যসাগরের 'ক্রীট'[৫] নামক দ্বীপে উসমানীয় শাসনের বিরুদ্ধে একটি বিদ্রোহ দানা বাঁধে। এ বিদ্রোহ দমনের জন্য উসমানীয় সুলতান মিসরের খেদীভের সহযোগিতা কামনা করেন। খেদীভ কবি আল-বারূদীর নেতৃত্বে সেখানে একটি শক্তিশালী বাহিনী প্রেরণ করেন।[৬] ১৮৬৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ সময় একটানা লড়াই করে উক্ত বিদ্রোহ সম্পূর্ণভাবে দমন করা হয়।[৭] এ বিদ্রোহ দমনের ক্ষেত্রে আল-বারূদী অসাধারণ বীরত্ব ও সাহসিকতার পরিচয় দেন। এজন্য তাঁকে নিশানে উসমানীর চতুর্থ শ্রেণীর খেতাব প্রদান করা হয়।[৮]

---

১. মাহমুদ সামী আল-বারূদী শাইরুন নাহদাহ, পৃ. ৮৯-৯০।
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯-৯০।
৩. Encyclopaedia of Islam, Vol. 1, P. 1070.
৪. Ibid.
৫. ক্রীট (Crete) এর 'আরবী নাম ইক্বরীতস (اقريطش) এশিয়া মাইনরের একটি অঞ্চল। আরব ভৌগলিকগণ একে ভূমধ্যসাগরের একটি দ্বীপ বলে বর্ণনা করেছেন খ.৩, পৃ. ৩১৫)।
৬. মুহাম্মদ ইউসুফ ফোক্কল, আলামুন নাসর ওয়াশ 'শীর ফিল আসরিল আরাবী আল-হাদীস, খ. ১, পৃ. ১৩৫।
৭. ড. আলী মুহাম্মদ আল-হাদীদী, আল-বারূদী শাইরুন নাহদাহ, পৃ. ৯৭।
৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭।

*Dhaka University Institutional Repository*

১৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দে ইসমাঈল পাশা অটোমান সুলতান আব্দুল হামীদের নিকট থেকে খেদীভ মর্যাদা লাভ করার পর আল-বারূদীকে তিনি তাঁর নিরাপত্তা বাহিনীর এডজুডেন্ট নিযুক্ত করেন।[১] এর ফলে আল-বারূদী খেদীভের একান্ত সান্নিধ্যে আসার সুযোগ লাভ করেন।

১৮৭৫ খ্রিষ্টাব্দে কবি আল-বারূদী স্পেশাল সেক্রেটারী নিযুক্ত হন। খেদীভের স্পেশাল সেক্রেটারী নিযুক্ত হবার পর সরকারের সকল প্রকারের কর্মকান্ড তিনি বিশেষভাবে অবলোকনের সুযোগ পান।[২] এ সময় তিনি সরকারী কূটনৈতিক মিশনে দু'বার কনস্টান্টিনোপলে সফর করেন।[৩] ১৮৭৭ খ্রিষ্টাব্দে দেশের এক নাজুক মূহুর্তে তিনি পুনরায় সামরিক বাহিনীতে প্রত্যাবর্তন করেন।[৪] ১৮৭৮ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ল্যাফটেনেন্ট জেনারেল র‍্যাংক লাভ করেন।[৫]

১৮৭৭ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে রাশিয়া উসমানী সুলতানের বিরুদ্ধে এক যুদ্ধ ঘোষণা করেণ। এমতাবস্থায় সুলতান মিসরের খেদীভের সহযোগিতা কামনা করেন। কিন্তু খেদীভের অতিরিক্ত অপব্যয়ের কারণে কোষাগার ছিল শূণ্য। তার এ অপারগতা জানানোর জন্য আল-বারূদীর হাতে এক শাহী পত্র প্রেরণ করেন। বারূদী তিন মাস সেখানে অবস্থান করে সুলতানের নিকট থেকে খেদীভের জন্য হুমকি ও শাস্তির সংবাদ নিয়ে প্রত্যাবর্তন করেন। ফলে খেদীভ বাধ্য হয়ে জাতির উপর বিশেষ কর ধার্য করে। এ সময় তুর্কী সুলতানের সহযোগিতার জন্য খেদীভ ১২ হাজার সৈন্যের এক বাহিনী প্রেরণ

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৪।
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৪।
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৪।
৪. ড. শাওকী দায়ফ, আল-বারূদী ওয়াঈদুশ শি'রিল হাদীস, পৃ. ৫৮।
৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪।

*Dhaka University Institutional Repository*

করেন।[১] কবি বারূদীকে এ বাহিনীর কমান্ডার ইন চীফ নিযুক্ত করা হয়। এ যুদ্ধে রুমানিয়া, বুলগেরিয়া ও সার্বিয়া রাশিয়ার পক্ষালম্বন করে। কৃষ্ণ সাগরের 'ওয়ারনা' নামক দ্বীপে তুর্কো-রাশিয়ার এ ভয়াবহ যুদ্ধ সংগঠিত হয়।[২] দীর্ঘ এক বৎসর যাবৎ এ যুদ্ধ চলে। অতঃপর 'সানস্টাফানূ'[৩] চুক্তির মাধ্যমে এ যুদ্ধের অবসান হয়। এ যুদ্ধে উসমানীয় বাহিনীর পক্ষে মহান সমর নেতা আল-বারূদী অসামান্য রণ নৈপূণ্য প্রদর্শন করেন। ফলে তাঁকে সেনাবাহিনীর ল্যাফটেনেন্ট জেনারেল র‍্যাংকে পদোন্নতি দান করা হয় এবং তৃতীয় শ্রেণীর 'বিসাম-ই-উসমানী' ও 'নিশানুশ্-শারফ' সম্মানসূচক পদক প্রদান করা হয়।[৪]

---

১. ড. আলী মুহাম্মদ আলী হাদীদী, মাহমুদ সামী আল-বারূদী, পৃ. ১৪৬।

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৬।

৩. উসমানীয়-রুশ যুদ্ধ (১৮৭৭খ্রি.-৭৮খ্রি.) কফেশাস এ দু'ফ্রন্টে সংঘটিত হয়। কফেশাস ফ্রন্টে উসমানীয় কমান্ডার আহমদ মুখতার পাশা সাফল্যের সাথে যুদ্ধ
করে রুশ আক্রমণ প্রতিহত করতে পারেননি। ১৮৭৭ খ্রি. রাশিয়া কারস দখল করে। দানিয়ুব ফ্রন্টে রাশিয়া ১৮৭৭খ্রি. জুন শেষে নদী অতিক্রম করে প্লেবনা আক্রমণ করে। জানুয়ারী ১৮৭৮খ্রি. রুশ বাহিনী আন্দ্রীয়ানোপল দখল করে চাতালজা পর্যন্ত অগ্রসর হয় এবং তাদের ইস্তাম্বুল প্রবেশের পথ সুগম হয়। এমতাবস্থায় উসমানী সাম্রাজ্যের সন্ধি করা ছাড়া উপায়ান্তর ছিল না। রাশিয়ার সাথে তাদের শান্তি আলোচনা শুরু হয়। ১৮৭৮খ্রি. ৩ রা মার্চ তারিখে সানস্টাফানূ সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত সন্ধির ফলাফল হলো : (১) মন্টিনিগ্রো, সার্বিয়া ও রুমানিয়া স্বাধীন রাষ্ট্রের মর্যাদা পায়। এগুলোর অঞ্চলসমূহ সম্প্রসারিত হয়। (২) বৃহৎ বুলগেরিয়া রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে। ইহা একটি স্বায়ত্বশাসিত রাষ্ট্রের মর্যাদা লাভ করে এবং এর সীমান্ত সম্প্রসারিত হয়। এর সীমানা উত্তরে দানিউব নদী, পূর্বে কৃষ্ণ সাগর, দক্ষিণে ইজিয়ান সাগর ও পশ্চিমে আলবেনিয়া পর্যন্ত প্রসারিত হয়। (৩) বসনিয়া ও হার্জেগোভিনাতে রাশিয়া ও অষ্ট্রিয়ার যুক্ত নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। (৪) উসমানীয় সাম্রাজ্য রাশিয়াকে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ ৫৬০০ মিলিয়ন ফ্রাঙ্ক পরিশোধ করায় সিদ্ধান্ত হয়। পরে উক্ত ক্ষতিপূরণ ৩০০ মিলিয়ন রুবলে নামিয়ে আনা হয়। এ চুক্তির ফলে উসমানী সাম্রাজ্য রাশিয়াকে বাটুন, কায়স, আরদাহান, এলেসকোর্ট ও রায়াজিদ ছেড়ে দেন (মুহাম্মদ আলী আসগর খান, আধুনিক ইউরোপের ইতিহাস, খ.২, (১৭১৭-১৯১৯), পৃ. ৩১৬-৩১৭)।

৪. ড. শাওকী দায়ফ, আল বারূদী রাঈদুশ শি'রিল হাদীস, পৃ. ৬৬।

*Dhaka University Institutional Repository*

# চতুর্থ পরিচ্ছেদ
# রাজনীতি ও ওফাত

**রাজনীতি ঃ**

১৮৭৮ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে কবি বারূদী তুর্কো-রাশিয়া যুদ্ধ থেকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করলে তাঁকে ল্যাফটেনেন্ট জেনারেল র‍্যাংক প্রদান করা হয়। একই সাথে শারকিয়্যাহ প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হয়।[১] শারকিয়্যাহ প্রদেশের প্রাদেশিক শাসনকর্তা নিযুক্ত হবার পর ফাল্লাহীনদের (কৃষকদের) উপর খেদীভের এবং বৈদেশিক প্রশাসকদের অকথ্য জুলুম স্বচক্ষে দেখে কবি খুবই মর্মাহত হন। তখন ছিল ফাল্লাহীনদের (কৃষকদের) চরম দুর্যোগময় মূহুর্ত। তারা নিজেদের ভূমি ও সম্পদ বন্ধক রেখে সরকারের ধার্যকৃত অতিরিক্ত কর আদায়ের চেষ্টা করত। স্বামীদের কর পরিশোধের জন্য অনেক স্ত্রী তাদের অলংকার ও বস্ত্রাদি বিক্রি করার জন্য স্থানীয় বাজারে ভীড় জমাতো। কর পরিশোধে অপারগ কৃষকদের চাবুক দিয়ে পিটিয়ে শরীরের চামড়া তুলে নেয়া হতো।[২] এমতাবস্থায় ১৮৭৮ খ্রিষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে বারূদী শারকিয়্যাহ প্রদেশের প্রশাসকের দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে কায়রর মোহাফেজের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।[৩]

১৮৭৮ খ্রিষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে খেদীভ সাম্রাজ্যবাদীদের খুশি করার জন্য নুবার পাশার নেতৃত্বে একটি মিশ্র মন্ত্রীসভা গঠন করেন। উক্ত মন্ত্রী পরিষদে ব্রিটিশ নাগরিক রিভার্স উইলসনকে অর্থমন্ত্রী এবং ফরাসী নাগরিক দ্য ব্লেনিয়েঁকে শ্রমমন্ত্রী মনোনীত

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬।

২. ড. আলী মুহাম্মদ আলী হাদীদী, মাহমুদ সামী আল বারূদী শাইরুন নাহদাহ, পৃ. ১৫৪-১৫৫।

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৪-১৫৫।

Dhaka University Institutional Repository

করেন।[১] নুবার পাশার মন্ত্রীসভা মূলত বৈদেশিক স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করার কারণে দেশের বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিক ও সেনাবাহিনীর মাঝে তীব্র অসন্তোষ দেখা দেয় এবং সচেতন সাংবাদিকদের নেতৃত্বে এক গণআন্দোলন শুরু হয়। তারা ন্যাশনাল ইন্ডেপেন্ডেন্ট লীগ গঠন করেন।[২] কিছুদিন পর উক্ত লীগ 'জাতীয় মাসূনী গণজামায়েত' (মাহফিলু মাসূনী ওয়াতানি) নামে কাজ করে।[৩] মিসরের পদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ, রেনেসাঁর কবি সাহিত্যিকগণ ও সামরিক অফিসারবৃন্দ এ দলের একনিষ্ঠ সদস্য ছিলেন। নুবার সরকার মিসরের সেনাবাহিনীর শক্তিবৃদ্ধির পক্ষপাতি ছিলেন না। এ কারণে তিনি বেশ কিছু সংখ্যক সেনা অফিসারকে পেনশন প্রদান করেন এবং অনেককে চাকুরিচ্যুত করেন। এ কর্মসূচীর মাধ্যমে নুবার পাশার সরকার ১৮৭৯ খ্রিষ্টাব্দের ১৮ ফেব্রুয়ারী প্রায় আড়াই হাজার সৈনিকের বেতন ৫০% হ্রাস করলে সেনাবাহিনীতে বিদ্রোহের আগুন ধূমায়িত হতে আরম্ভ করে।[৪] এরূপ পরিস্থিতিতে নুবার পাশার সরকারের পতন অনিবার্য হয়ে উঠলে খেদীভ ইসমাঈল পাশা তাঁকে অপসারণ করেন।

খেদীভ ইসমাঈল নুবারকে অপসারিত করে যুবরাজ তাওফীক পাশাকে (১৮২৩ খ্রি.-১৮৮৭ খ্রি.) প্রধানমন্ত্রী মনোনীত করেন এবং একটি মন্ত্রীসভা গঠনের জন্য তাঁকে আহবান জানান। কিন্তু এ মন্ত্রীসভা থেকেও বিদেশী মন্ত্রীদ্বয়কে সম্পূর্ণরূপে বাদ দেওয়া সম্ভবপর হয়নি।[৫] এ সময় জনগণের উপর খেদীভের অত্যাচারের মাত্রা আরো বৃদ্ধি পায়।

---

১. Rifaat Bey, The Awakening of Modern Egypt, P. 180.

২. ড. আলী মুহাম্মদ আলী হাদীদী, মাহমুল সামী আল বারূদী শাইরুন নাহদাহ, পৃ. ১৫৬।

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৬।

৪. মুসা আনসারী, আধুনিক মিসরের ঐতিহাসিক বিকাশধারা, পৃ. ৭২।

৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২।

Dhaka University Institutional Repository

খেদীভের সীমাহীন স্বৈরশাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে গঠিত হয় ন্যাশনাল পার্টি (আল জাম'ঈয়্যাতুল ওয়াতানিয়্যাহ)। এ পার্টির মুখপাত্র দেশের কল্যাণার্থে একটি সুষ্ঠু ও গণউপযোগী সংবিধান রচনা করার জন্য এবং দেশীয় মন্ত্রীদের সমন্বয়ে এমন একটি মন্ত্রীপরিষদ গঠনের জন্য খেদীভকে বল প্রয়োগ করে যে, পরিষদ জনপ্রতিনিধিত্বকারী মজলিসে শুরার কাছে জবাবদিহি থাকবে।[১] খেদীভ পার্টির এ গণমুখী দাবী মেনে নেন এবং জননন্দিত ও অভিজ্ঞ নেতা শরীফ পাশাকে (১৮২৩ খ্রি.-১৮৮৭ খ্রি.) একটি মন্ত্রীপরিষদ গঠন করার এবং একটি সংবিধান রচনার জন্য আহবান জানান।[২] মুহাম্মদ শরীফ পাশা খেদীভের অনুরোধে একটি খসড়া সংবিধান প্রস্তুত করেন।

শরীফ পাশার প্রস্তুতকৃত খসড়া সংবিধান একটি ধারায় উল্লেখিত হয় যে, মন্ত্রীসভার যে কোন সিদ্ধান্ত গনপ্রতিনিধিত্বমূলক মজলিসে শুরার এখতিয়ারভূক্ত থাকবে। শরীফ পাশার মন্ত্রীসভা থেকে বিদেশী মন্ত্রীদ্বয়কেও বাদ দেয়া হয়। বিদেশী স্বার্থ সংরক্ষণ বিরোধী একটি গণতান্ত্রিক সংবিধাণ প্রস্তুত করার কারণে ইঙ্গো-ফরাসী আতাঁত খেদীভের প্রতি ভীষণভাবে রুষ্ট হয়। ফলে তারা খেদীভ ইসমাঈলকে অপসারনের জন্য উসমানীয় সুলতান আব্দুল হামীদকে ভীষণভাবে চাপ প্রয়োগ করতে থাকে। তাদের চাপের মুখে সুলতান ১৮৭৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৬ জুন খেদীভ ইসমাঈলকে ক্ষমতাচ্যুত করে যুবরাজ তৌফিক পাশাকে খেদীভ নিযুক্ত করেন।[৩]

---

১. ড. শাওকী দায়ফ, আল-বারূদী রাঈদুশ শি'রিল হাদীস, পৃ. ৫৬।

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬।

৩. Rifaat Bey, The Awakening of Modern Egypt, P. 174.

*Dhaka University Institutional Repository*

খেদীভ তৌফিক পাশা জনপ্রিয় নেতা শরীফ পাশাকে সরকারের মন্ত্রীপরিষদ গঠন করার আমন্ত্রণ জানান।[১] শরীফ পাশার গঠিত মন্ত্রীসভায় মাহমুদ সামী পাশা আল বারূদীকে শিক্ষা ও ওয়াকফ মন্ত্রী মনোনীত করা হয়।[২] অতি অল্প সময়ের মধ্যেই খেদীভ তৌফিক সাম্রাজ্যবাদীদের ক্রীড়ানকে পরিণত হন। তাদের খুশি করার জন্য দেশে পুনরায় দ্বৈত শাসন চালু করেন। অপরদিকে খেদীভ কর্তৃক খসড়া সংবিধান চূড়ান্ত অনুমোদন না করার কারণে শরীফ পাশা পদত্যাগ করেন।[৩] খেদীভ তৌফিক ১৮৭৯ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ আগষ্ট রিয়াদ পাশাকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করলে ২১ সেপ্টেম্বের তাঁর নেতৃত্বে একটি মন্ত্রীপরিষদ গঠিত হয়।[৪] উক্ত মন্ত্রীসভায় বারূদীকে পুনরায় ওয়াকফমন্ত্রী মনোনীত করা হয়।[৫]

খেদীভীয় শাসনামলে মিসরের স্বদেশী সেনাবাহিনী ও সেনা অফিসারগণ বিভিন্নভাবে বঞ্চনা ও জুলুমের শিকারে পরিণত হন। ফলে দেশীয় সৈনিকগণ সঙ্গোপনে আন্দোলনের জন্য সংগঠিত হতে থাকে। খেদীভ তাওফীক পাশা সেই সেনা বিদ্রহকে অঙ্কুরে বিনাশ করার লক্ষ্যে তাদের উদীয়মান নেতা আহমদ উরাবী পাশা, আলী রুবা ও মুহাম্মদ আননাদী প্রমুখকে মাহমুদ সামী পাশা আল-বারূদীর নিকট স্বপর্দ করলে তিনি বিভিন্ন কলা -কৌশলে তাদেরকে মুক্তি প্রদান করেন।[৬] বারূদী সেনা অফিসারদের সে

১. ড. শাওকী দায়ফ, আল-বারূদী রাঈদুশ শি'রিল হাদীস, পৃ. ৭০।
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০।
৩. ড. আলী মুহাম্মদ আল-হাদীদী, আল বারূদী শাইরুন নাহদাহ, (ক্বায়রো : ১৯৬৭খ্রি.), পৃ. ৭২।
৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২।
৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২।
৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭০-১৭১।

Dhaka University Institutional Repository

আন্দোলনের সাথে সম্পূর্ণরূপে ঐক্যমত পোষণ করেন এবং গোপনে তাদেরকে সহযোগিতা করতে থাকেন।

বারূদীর পরামর্শে তারা মিসরীয় জাতীয় দল (আল-হিযবুল ওয়াতানিল মিসরী) প্রতিষ্ঠা করেন।[১] খেদীভের স্বৈরশাসন ও সাম্রাজ্যবাদীদের প্রতিবাদ, সৈনিকদের ন্যায্য দাবী আদায়, জনগণের স্বার্থরক্ষা ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রেক্ষাপট তৈরী ইত্যাদি ক্ষেত্রে উক্ত দল এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং এরই সূত্র ধরে মিসরের স্বাধীনতা আন্দোলন অপ্রতিরোধ্য হয়। এ অবস্থা খেদীভ তাওফীক ও প্রধানমন্ত্রী রিয়াদ পাশাকে সন্ত্রস্ত করে তুলে।

১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দের জুলাই মাসে প্রতিরক্ষামন্ত্রী উসমান রিফকী পাশা সৈনিকের চাকুরীর মেয়াদ ৫ বছর থেকে ৪ বছরে হ্রাস করেন। এর ফলে অসংখ্য মিসরীয় সৈনিকের চাকুরী চলে যায়। সামরিক ক্ষেত্রে পদোন্নতি দানের ক্ষেত্রে তুর্কী ও সার্কাসীয়দের ব্যাপারে পক্ষপাতিত্ব করা হয়।[২] ফলে স্বদেশী সৈনিকগণ এ অন্যায়ের প্রতিবাদে রুখে দাড়ান। আহমদ উরাবী পাশার নেতৃত্বে ১৮৮১ খ্রিষ্টাব্দের ১৭ জানুয়ারী সরকারের নিকট প্রতিরক্ষামন্ত্রীর অপসারণ ও সামরিক ক্ষেত্রে ইনসাফ প্রতিষ্ঠার দাবী জানিয়ে স্মারকলিপি প্রদান করলে আহমদ উরাবী পাশা সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্তার করা হয়। সামরিক আদালতে তাদের বিচার করার নীলনকশা করা হলে সরকারের এ গোপন সিদ্ধান্তের কথা বারূদী আন্দোলনের নেতা কর্মীদের জানিয়ে দেন।[৩] আদালতে

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭১-১৭২।
২. মুসা আনসারী, আধুনিক মিসরের ঐতিহাসিক বিকাশধারা, (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৮খ্রি.), পৃ. ৮১।
৩. ড. আলী মুহাম্মদ আল-হাদীদী, মাহমুদ সামী আল-বারূদী শাইরুন নাহলাহ, পৃ. ১৮১।

Dhaka University Institutional Repository

তাদের বিচার শুরু হলে বিপ্লবী সেনাদল আদালতের বিচারকদের আটক করে এবং সামরিক মন্ত্রনালয় তছনছ করে নেতৃবৃন্দকে উদ্ধার করেন।[১] প্রচন্ড আন্দোলনের মুখে তাওফীকের সরকার দূর্বল হয়ে প্রতিরক্ষামন্ত্রী উসমান রিফকী পাশাকে অপসারণ করেন এবং মাহমুদ সামী পাশা আল বারূদীকে নৌ পরিবহন ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী মনোনীত করেন।[২] এ ঘটনার পর থেকে রিয়াদের গোয়েন্দা কর্মকর্তারা বারূদীর সার্বক্ষণিক গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করতে আরম্ভ করে। তারা তাঁকে একজন বিদ্রোহী ও আন্দোলনকারী বারূদী হিসাবে দেখতে পান। ফলে বারূদীকে প্রতিরক্ষা মন্ত্রনালয় থেকে অপসারনের চেষ্টা করা হয়।[৩] ২২ আগষ্ট ১৮৮১ খ্রিষ্টাব্দে বারূদী উক্ত মন্ত্রণালয় থেকে দায়িত্বভার ছেড়ে দেয়ার জন্য একটি ইস্তফাপত্র সরকার সমীপে পেশ করেন। বারূদীর এ ইস্তফাপত্র প্রকৃতপক্ষে খেদীভের বিরুদ্ধে একটি হুমকি ছিল যা ভয়াবহ আন্দোলনের পথ সুনিশ্চিত করে। রিয়াদ সরকার বারূদীর ইস্তফাপত্র গ্রহণ করেন এবং তাঁকে তার সরকারের গৃহীত সিদ্ধান্তের কথা জানান। সিদ্ধান্তটি হলো; তাকে কায়র ত্যাগ করতে হবে কিংবা কায়র থাকলে কোন প্রকার রাজনীতির সাথে জড়িত হতে পারবেন না।[৪] বারূদী রিয়াদ সরকারের এ সিদ্ধান্তের তীব্র সমালোচনা করেন এবং গভীর মর্ম বেদনায় ক্লিষ্ট হয়ে মানসুরা প্রদেশের 'কারকিরা' এর উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।[৫]

দেশ ও জাতি যখন সাম্রাজ্যবাদীদের আগ্রাসন থেকে রক্ষা পাবার জন্য জাতীয়তাবাদী নেতৃবর্গের দিকে তাকিয়ে রয়েছে তখন বারূদীর মত একজন সমাজ

১. মুসা আনসারী, আধুনিক মিসরের ঐতিহাসিক বিকাশধারা, পৃ. ৮২।
২. ড. শাওকী দায়ফ, আল-বারূদী রাঈদুশ শি'রিল হাদীস, পৃ. ৭৩।
৩. ড. আলী মুহাম্মদ আল-হাদীদী, আল-বারূদী শাইরুন নাহদাহ, (ক্বায়রো : ১৯৬৭খ্রি.), পৃ. ১৮৫।
৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৫-১৮৬।
৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৫-১৮৬।

Dhaka University Institutional Repository

সচেতন, দূরদর্শী ও বিদ্রোহী নেতা কর্তব্য বিমুখ হয়ে বসে থেকে মূল্যবান সময় নষ্ট করতে পারেন না। তাই তিনি এ নাজুক পরিস্থিতির কথা চিন্তা করে দ্রুত কায়রো প্রত্যাবর্তন করেন।

শুরু হয় জোরালো আন্দোলন ও সংগ্রাম। এ সময় বারূদীর বাসভবন থেকে আন্দোলনের নেতৃত্ব ও কর্মসূচী নির্ধারিত হতে আরম্ভ করে। রিয়াদ সরকার এ অবস্থায় ভীষণভাবে শংকিত হয়ে পড়ে। আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়ে প্রতিরক্ষামন্ত্রী দাউদ পাশা তৃতীয় রেজিমেন্টকে কায়রো হতে আলেকজেন্দ্রিয়ায় বদলির নির্দেশ দেন। যে রেজিমেন্টে উরাবী সহ বিপ্লবী নেতৃবৃন্দ ছিলেন।[১] উরাবী পন্থীগণ মন্ত্রীর এ নির্দেশ উপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

অতঃপর তাদের তীব্র আন্দোলনের মুখে খেদীভ তাওফীক পাশা রিয়াদকে অপসারণ করে শরীফ পাশাকে পুনরায় মনোনীত করেন এবং মন্ত্রীপরিষদ গঠন করার জন্য অনুরোধ জানান।[২] শরীফের নতুন মন্ত্রীসভায় বারূদীকে প্রতিরক্ষামন্ত্রী মনোনীত করা হয়।[৩] সাম্রাজ্যবাদীদের চাপের মুখে খেদীভ তাওফীক ১৮৮২ খ্রিষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে শরীফ পাশাকে অব্যাহতি প্রদান করেন ও তাঁর মন্ত্রীসভা ভেঙ্গে দেন।[৪]

শরীফ পাশার মন্ত্রীসভা ভেঙ্গে যাওয়ার পর খেদীভ তাওফীক পাশা মাহমুদ সামী আল-বারূদীকে প্রধানমন্ত্রী মনোনীত করে একটি নতুন মন্ত্রীপরিষদ গঠন করার জন্য

---

৪. মুসা আনসারী, আধুনিক মিসরের ঐতিহাসিক বিকাশধারা, ১৯৮৮খ্রি.), পৃ. ৮২।
২. ড. শাওকী দায়ফ, আল-বারূদী রাঈদুশ শি'রিল হাদীস, পৃ. ৭৫।
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫।
৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫।

Dhaka University Institutional Repository

তাঁকে অনুরোধ জানান।[১] বারূদী আন্দোলনকারী নেতৃবর্গের সমন্বয়ে একটি নতুন মন্ত্রীপরিষদ গঠন করেন। মিসরের ইতিহাসে এটি সর্বপ্রথম একটি জাতীয়তাবাদী সরকার গঠনের নজীর সৃষ্টি করে।[২] এ মন্ত্রীসভা মূলত মজলিসে শুরার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মিসরের জনগনের স্বার্থে পরিচালিত হয় বিধায় একে 'আল-ওয়াযারাতুল ওয়াতানিয়্যাহ' বা স্বদেশী মন্ত্রীপরিষদ নামে আখ্যায়িত করা হয়।[৩] এ মন্ত্রীপরিষদের প্রধান কাজ ছিল জনগণের দীর্ঘদিনের কাংখিত শাসনতন্ত্র বাস্তবায়ন করা। বারূদীর সরকার দেশকে বৈদেশিক আগ্রাসন মুক্ত করার প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে তাঁর মন্ত্রীসভা থেকে বিদেশী কন্ট্রোলারদের বিদায় দান করে।[৪] তাঁর সরকার ক্ষমতাসীন হবার তিন দিন পর শরীফ পাশা কর্তৃক প্রণীত খসড়া সংবিধান সংসদে পাশ করিয়ে নেন।[৫] ১৮৮২ খ্রিষ্টাব্দের ৮ ফেব্রুয়ারী বারূদী মজলিসে শুরার প্রধান হিসাবে সংসদ অধিবেশনের প্রথম সভা পরিচালনা করেন।

আল-বারূদী সরকার গঠিত হবার পর জাতির ভাগ্যাকাশে আশা আকাঙ্খার সোনালী সূর্য উদ্ভাসিত হয়। বারূদী জাতির আশা পূরণের সুযোগ পেয়ে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করেন।

বারূদীর সরকার জাতির উন্নয়ন ও অগ্রগতির প্রচেষ্টা চালাতে থাকেন। কিন্তু সরকারের সকল বিধিবিধানই ছিল দেশের স্বার্থ বিরোধী। বারূদীর সরকার এ সকল বিধিবিধান সংশোধনের উদ্যোগ নিলে প্রতিপক্ষ স্বার্থন্বেষীদের ষড়যন্ত্র দানা বেঁধে উঠে।

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫।
২. মুসা আনসারী, আধুনিক মিসরের ঐতিহাসিক বিকাশধারা, পৃ. ৮৫।
৩. আলী মুহাম্মদ আল-হাদীদী, আল বারূদী শাইরুন নাহদাহ, (ক্বায়রো : ১৯৬৭খ্রি.), পৃ. ২০০।
৪. মুসা আনসারী, আধুনিক মিসরের ঐতিহাসিক বিকাশধারা, পৃ. ২০২।
৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০২।

*Dhaka University Institutional Repository*

শুধুমাত্র চাকুরীর ক্ষেত্রে প্রচলিত কালাকানূন দূরীভূত করতে না করতেই তাদের ষড়যন্ত্র ব্যাপকভাবে দানা বাঁধে। এ সময় সার্কসীয় সামরিক অফিসারগণ ষড়যন্ত্রমূলকভাবে মিসরীয় সেনা অফিসারদের হত্যা করে। এ হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত ৪০ জন সামরিক অফিসারকে ১৮৮২ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে সামরিক আদালতে যাবজ্জীবন নির্বাসনের রায় প্রদান করা হয়।[১] দন্ডপ্রাপ্তদের মাঝে সাবেক প্রতিরক্ষামন্ত্রী উসমান রিফকী পাশাও ছিলেন। আদালতের রায় চুড়ান্তভাবে অনুমোদনের জন্য খেদীভের সমীপে পেশ করা হয়। খেদীভ ইংরেজ কনসালদের পরামর্শক্রমে এ রায়কে অনুমোদন না করে বরং উসমান রিফকী পাশা ও তার সাথীদের পদমর্যাদা অক্ষুন্ন রাখেন। খেদীভের এরূপ আচরণ ছিল মূলত মিসরের স্বায়ত্বশাসনের পরিপন্থী। বারূদীর মন্ত্রীসভা খেদীভের এরূপ আচরণে ভীষণভাবে ক্ষুব্ধ হয়। এমতাবস্থায় দেশে এক বিরাট রাজনৈতিক সংকট দেখা দেয়। এ সময় মিসরবাসীগণ জাতীয়তাবাদী ও খেদীভবাদী এ দুই শিবিরে বিভক্ত হয়ে পরে। আর খেদীভ তাওফীক পাশা সম্পূর্ণরূপে সাম্রাজ্যবাদীদের ক্রীড়ানকে পরিণত হন। ক্যাবিনেট প্রধান মাহমুদ সামী আলোচনার মাধ্যমে এ সংকট নিরসনের চেষ্টা করেন। এভাবে সংকট নিরসনের পর জাতীয়তাবাদী শক্তি সুদৃঢ় হলে সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের অবদমিত করার জন্য সক্রিয় হয়ে উঠে। তাদের বিরুদ্ধে আলেকজেন্দ্রিয়ায় ইঙ্গো-ফরাসী যুক্ত নৌবহর প্রেরিত হয়। তারা খেদীভের নিকট এক চরম পত্রে উরাবী পাশাকে দেশ ত্যাগ ও মন্ত্রীসভা বাতিলের দাবি জানান। মিসরের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে সাম্রাজ্যবাদীদের এ ধরনের নগ্ন হামলায় জাতীয়তাবাদী শক্তি খেদীভকে দোষারোপ করে। দেশের প্রতি

১. মুসা আনসারী, আধুনিক মিসরের ঐতিহাসিক বিকাশধারা, পৃ. ৮৬।

Dhaka University Institutional Repository

খেদীভের বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিবাদে বারূদীর মন্ত্রীসভার সদস্যগণ একযোগে পদত্যাগ করেন।[১]

অতঃপর আহমদ উরাবী পাশার নেতৃত্বে খেদীভ বিরোধী প্রবল আন্দোলন শুরু হয়। খেদীভ উপায় না দেখে পুনরায় উরাবী পাশাকে প্রতিরক্ষামন্ত্রী নিয়োগ করেন। ১৮৮২ খ্রিষ্টাব্দের ৭ জুলাই সাম্রাজ্যবাদীরা ইস্তাম্বুলে অনুষ্ঠিত এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে প্রতিরক্ষামন্ত্রী আহমদ উরাবী পাশার অপসারণ, মিসরে দ্বৈতশাসনের পুনঃপ্রবর্তন এবং মিসরস্থ ব্রিটিশ জান-মালের নিরাপত্তা বিষয়ে ইংরেজদের দায়িত্ব বিষয়ক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।[২] এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হবার পর উরাবীপন্থীগণ সাম্রাজ্যবাদীদের হামলা মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকে। অতপর ১৮৮২ খ্রিষ্টাব্দের ১৩ সেপ্টেম্বর 'তেল্লুল কাবীর' প্রান্তরে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে উরাবী বাহিনী সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয়ে যায়।[৩] অতঃপর ১৮৮২ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ সেপ্টেম্বর কায়রর পতন ঘটে।[৪] এর ফলে মিসর ইংল্যান্ডের উপনিবেশে পরিণত হয়।

তেল্লুল কাবীর যুদ্ধে পরাজয়ের পর আহমদ উরাবী পাশা, মাহমুদ সামী আল-বারূদী, তুলাবা উসমত, আব্দুল আল-হিলমী, আলী ফাহমী, মাহমুদ ফাহমী, ইয়াকুব সামী প্রমুখ নেতাদের গ্রেফতার করা হয় এবং তাদের পদমর্যাদা বিলুপ্ত ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয় ও যাবজ্জীবন নির্বাসন প্রদানের দন্ডাদেশ অনুমোদন করা হয়। ১৮৮২ খ্রিষ্টাব্দের ২৬ ডিসেম্বর এক বিশেষ জাহাজে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নেতাদের

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭।
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮।
৩. ড. শাওকী দায়ফ, আল-বারূদী রাঈদুশ শি'রিল হাদীস, পৃ. ৭৯।
৪. মুসা আনসারী, আধুনিক মিসরের ঐতিহাসিক বিকাশধারা, পৃ. ৭৯।

Dhaka University Institutional Repository

সিংহলে নির্বাসনে পাঠানো হয়।[১] ফলে কবিকে সুদীর্ঘ ১৭ বছর নিরবচ্ছিন্নভাবে সেই নির্জন দ্বীপে নির্বাসিত জীবন যাপন করতে হয়।[২]

**ওফাত ঃ**

১৭ বছরেরও অধিক সময় এ মহান কবি, সাহিত্যিক ও সমরবিদ শ্রীলংকায় নির্বাসিত জীবন কাটান। এ সময় তিনি স্ত্রী ও কন্যাকে হারান। এই দুঃসহ মানবিক বিষন্নতায় তাঁর দৃষ্টিশক্তি ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ হতে থাকে। পরিশেষে ১৯০০ সালের মে মাসে দ্বিতীয় আব্বাস পাশার অনুগ্রহে মিসরে প্রর্ত্যাবর্তন করেন। শেষ জীবনে তার গৃহ কবি ও সাহিত্যিকদের মিলন মেলায় পরিণত হয়। অবশেষে ১৯০৪ সালে ৬৫ বছর বয়সে এ মহান কবি ইন্তেকাল করেন।

**সাহিত্যকর্ম ঃ**

কবি মাহমুদ সামী আল-বারূদী সাহিত্যের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই দক্ষতার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। নিম্নে তাঁর সাহিত্যকর্ম উপস্থাপন করা হলো :

১) দীওয়ানুল বারূদী - প্রকাশকাল ১৩২৭/১৯০৯, দুই খন্ডে বিভক্ত।

২) মুখতারাতুল বারূদী - প্রকাশকাল ১৩২৭/১৯০৯, পৃষ্ঠা ৪২৫।

৩) কাশফুল উম্মাহ ফী মাদহি সাইয়্যিদিল উম্মাহ, মিসর, ১৩২৭/১৯০৯, আল-বারূদী প্রকাশনা।

৪) আওরাকুল বারূদী, কায়রো, ১৯৮১।

৫) মুকাদ্দিমাতুল দাওয়াভীন।

৬) কায়দুল আওয়াবিদ - গদ্য সাহিত্য।

৭) কিতাবুত তুহাফ ওয়াল আনওয়ার।

---

১. ড. আলী মুহাম্মদ আল-হাল্লাদী, মাহমুদ সামী আল-বারূদী শাইরুন নাহদাহ, (কায়রো : ১৯৬৭খ্রি.), পৃ. ১৪৯৯।
২. ড. শাওকী দায়ফ, আল-বারূদী রাঈদুশ শি'রিল হাদীস, পৃ. ৮১।

*Dhaka University Institutional Repository*

# তৃতীয় অধ্যায়
## সমরবিদ ও প্রশাসক

### প্রথম পরিচ্ছেদ
### সামরিক স্কুলে শিক্ষা গ্রহণ

### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
### সামরিক পদ অলংকৃত করণ

### তৃতীয় পরিচ্ছেদ
### প্রশাসক, মন্ত্রী ও বিপ্লবী আল-বারূদী

*Dhaka University Institutional Repository*

# তৃতীয় অধ্যায়
# সমরবিদ ও প্রশাসক
## প্রথম পরিচ্ছেদ
## সামরিক স্কুলে শিক্ষা গ্রহণ

**সামরিক স্কুলে শিক্ষা গ্রহণ ঃ**

আরবী সাহিত্যাকাশে যে সকল উজ্জল নক্ষত্রের আবির্ভাব হয়েছিল তাঁদের মধ্যে প্রখ্যাত কবি মাহমুদ সামী পাশা আল-বারূদী অন্যতম। তিনিই হচ্ছেন একমাত্র আরব কবি যিনি গুরুত্বপূর্ণ সামরিক পদ ও প্রধানমন্ত্রী থাকার পরও কাব্য চর্চার কথা এক মূহুর্তের জন্যও ভুলে যাননি। তিনি বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুলের মতই যেমন ছিলেন বিদ্রোহী বীর সেনানী, তেমনি একজন প্রেমময় কবি। তাঁর এক হাতে ছিল রণতূর্য আর অপর হাতে ছিল ক্ষুরধার লিখনী। যুদ্ধের বিউগলের আওয়াজ এবং প্রেমময়ী বাঁশির সুর দুটোই তাঁকে সমভাবে আকর্ষণ করতো। তিনি অসি ও মসি উভয় ক্ষেত্রেই সমান দক্ষ ছিলেন। এ কারণেই এই মহান কবিকে মিসরের জনসাধারণ 'রাব্বুস সায়ফ ওয়াল কালাম' উপাধিতে ভূষিত করেন।

মিসরের শিক্ষা ব্যবস্থায় খেদীভ মুহাম্মদ আলী পাশার শাসনামলে সামরিক শিক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেছিল। মূলত এই সামরিক শিক্ষা সার্কাসীয়, তুর্কী, আর্মেনীয় ও আলবেনীয় ছাত্রদের জন্য ছিল অনেকটা বাধ্যতামূলক। এ শিক্ষা অর্জনের মাধ্যমে সরকারী ও বেসরকারী উচ্চপদ লাভ করা এবং উচ্চতর প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করা ছিল সহজতর।[১]

১. ড. আলী মুহাম্মদ আল-হাদীদী, মাহমুদ সামী আল-বারূদী শাইরুন নাহদা, পৃ. ৫৩।

Dhaka University Institutional Repository

খেদীভ মুহাম্মদ আলী পাশা মিসরে গতানুগতিক শিক্ষা ব্যবস্থার স্থলে বিশেষ সামরিক শিক্ষার প্রবর্তন করেছিলেন। এ সামরিক শিক্ষা দুটি স্তরে বিন্যস্ত ছিল।[১] এগুলো হলো :

১) **তাজহীজিয়্যা বা প্রিপারেটরী স্তর :** এ স্তরটি মিসরের বর্তমান মাধ্যমিক স্তরের সমমান ছিল। এ স্তর উত্তীর্ণ ছাত্ররা সামরিক বিভাগের বাশজাবিশ (Quater master Sergeant) পদ লাভ করত।

২) **বিশেষ সামরিক স্তর :** স্তর ছিল উচ্চতর শিক্ষার সমপর্যায়ভূক্ত। একজন শিক্ষার্থী এ স্তর উত্তীর্ণের পর সামরিক ও বেসামরিক উভয় ক্ষেত্রে উচ্চ পদে চাকুরী লাভের সুযোগ পেত। কায়রর মাদ্‌রাসাতুল মুব্‌তাদিয়ান যা অন্যান্য স্থানে 'আল-মাকতাবুল মুব্‌তাদিয়ান' নামেও প্রচলিত ছিল কিংবা নিজ বাড়িতে এ সবের সিলেবাস শেষ করে ছাত্ররা সামরিক বিদ্যালয়ে তাজহীজিয়্যা স্তরে ভর্তি হতে পারত।[২] ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে কেবলমাত্র কৃতকার্যরাই সামরিক বিদ্যালয়ে প্রিপারেটরী স্তরে ভর্তি হতে পারত।

ঐতিহাসকিগণ এ ব্যাপারে একমত যে, প্রথম আব্বাস পাশা স্বভাবগত ভাবেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতার ক্ষেত্রে পশ্চাতমূখী একজন শাসক ছিলেন।[৩] তাঁর শাসনামলে মিসর শিক্ষা দীক্ষার ক্ষেত্রে দেওলিয়াত্বের শেষ সীমানায় পৌঁছে ছিল। সুযোগ্য পিতামহ মুহাম্মদ আলী পাশার সকল সংস্কারমূলক ও উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮।

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮।

৩. Encyclopaedia of Islam, Vol. 1, P. 1069.

Dhaka University Institutional Repository

বিরোধীতা করাই ছিল প্রথম আব্বাসের একমাত্র কাজ। এক পর্যায়ে তিনি খেদীভ মুহাম্মদ আলী পাশার উন্নয়নমূলক কাজ স্থগিত ঘোষণা করেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে তালা ঝুলিয়ে দেন এবং উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের জন্য ইউরোপে ছাত্র প্রেরণের কোটা বন্ধ করে দেন।[১] প্রথম আব্বাস তুর্কীদের প্রতি বিশেষভাবে দূর্বল ছিলেন। তার সময়ে তুর্কী টুপি ও পোশাক পরিধান করা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তুর্কী ভাষা ব্যবহার করা ছিল বাধ্যতামূলক।[২] তিনি মুহাম্মদ আলী পাশা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিশেষ সামরিক বিদ্যালয় বন্ধ করে দিয়ে সে স্থলে ১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দে 'আল-মাফরূজা' নামক সামরিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন।[৩] একজন প্রাদেশিক শাসনকর্তার নিকট এর পরিচালনার দায়িত্ব দিয়ে তিনি এ মর্মে ঘোষণাপত্র প্রচার করেন যে, মিসরে বিশেষ সামরিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার একক কৃতিত্ব তাঁরই। কবি মাহমুদ সামী আল-বারূদী ১৮৫১ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম আব্বাস কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'আল-মাফরূজা' সামরিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হন।[৪] এ স্তরে তখন সামরিক প্রশিক্ষণের পাশাপাশি প্রকৌশল বিষয়ের কিছু প্রাথমিক গ্রন্থ, গণিত, বীজগণিত, শরহ কাফরাভী, হাসান আল-আত্তারের নির্বাচিত প্রবন্ধ, অংকন বিদ্যা এবং তুর্কী ও ফার্সী ভাষা পড়ানো হতো।[৫] কিন্তু কবি মাহমুদ সামী আল-বারূদী প্রাথমিক স্তরেই সেসব পাঠ্যসূচি সমাপ্ত করে এসেছিলেন।

---

১. ড. আলী মুহাম্মদ আল-হাদীদী, মাহমুদ সামী আল-বারূদী শাইরুন নাহদা, (কায়রো : ১৯৬৭), পৃ. ৫৫।
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১।
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭।
৪. প্রাগুক্ত, পৃ.৫৩।
৫. প্রাগুক্ত, প্রাগুক্ত, পৃ.৫৩।

Dhaka University Institutional Repository

কবি মাহমুদ সামী আল-বারূদী 'আল-মাফরূজা' সামরিক বিদ্যালয়ে চার বছর অধ্যয়ন ও প্রশিক্ষণ শেষ করে ১৮৫৫ খ্রিষ্টাব্দে মিসরের সামরিক বাহিনীতে বাশজাবিশ (Quater master Sergeant) পদমর্যাদা লাভ করেন।[১] তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র ১৬ বছর। তিনি তাঁর পিতার ন্যায় সামরিক উচ্চতর ডিগ্রী অর্জনের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করেন কিন্তু দেশের ক্ষমতার হাত বদলের ফলে তার এ আশা অপূর্ণ থেকে যায়। মিসরের নতুন ওয়ালী সাঈদ পাশা (১৮৫৪ খ্রি.-১৮৬৩ খ্রি.) শাসনভার গ্রহন করে সামরিক উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের পথ বন্ধ করে দেন। সাঈদ পাশা মনে করতেন, দেশের জনসাধারণ ব্যাপকহারে শিক্ষিত হলে নিজেদের অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে তারা স্বোচ্চার হয়ে পড়বে। এমতাবস্থায় তার ইচ্ছামত রাজ্য পরিচালনা করা কষ্টসাধ্য হবে।[২] সে কারণে তিনি মিসরের দিওয়ানুল মাদারিস (শিক্ষা বোর্ড) স্থগিত করেন। সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তালা ঝুলিয়ে দেন। এমনকি টেন্ডারের মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আসবাবপত্র ও শিক্ষা সামগ্রী খুব সস্তা মূল্যে বিক্রি করে দেন।[৩] এ কারনেই 'আল-মাফরূজা' সামরিক বিদ্যালয় থেকে উত্তীর্ণ হওয়ার পর আল-বারূদী উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেননি।

কবি মাহমুদ সামী আল-বারূদীর শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পর্কে যতটুকু জানা যায়, তিনি সামরিক স্কুলে তাজহীজিয়্যা স্তর উত্তীর্ণ হবার পর বাশজাবিশ (Quater master Sergeant) পদ লাভ করেন। পাশাপাশি পবিত্র কুরআন মাজীদ হিফজ[৪] করেন এবং নাহু, সরফ, আল-আত্তারের প্রবন্ধসমূহ, আখলাক বিষয়ক গ্রন্থপঞ্জী, ভূগোল, গণিত,

---

১. Encyclopaedia of Islam, Vol. I, P. 1069.

২. মুস্তাফা বাদরান, তারীখুত তা'লিম ওয়া নিযামুহু ফী মিসরাল হাদীসাহ, (ফায়রোঃ ১৯৬৪ খ্রি.), পৃ. ৩৪।

৩. মাহমুদ ফাহমী, আল-বাহরুয যাখির ফী তারীখিল আওয়াইল ওয়াল আওয়াখীর, (কায়রোঃ ১২১৩ হি.), খ. ১, পৃ. ১৯৮।

৪. ড. আলী মুহাম্মদ আল-হাদীদী, মাহমুদ সামী আল-বারূদী শাইরুন নাহদাহ, পৃ. ৫৯।

Dhaka University Institutional Repository

বীজগণিত, প্রকৌশল বিষয়ক প্রাথমিক গ্রন্থ এবং এবং তুর্কী ও ফার্সী ভাষায় বিশেষ বুৎপত্তি অর্জন করতে সক্ষম হন।

বিখ্যাত সাহিত্য সমালোচক হুসায়ন আল-মারসাফ বারূদীর প্রাতিষ্ঠানিক কোন প্রকারের ডিগ্রী না থাকার এবং বিশেষত নাহু, সরফ এবং আরবী ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক কোন অভিজ্ঞতা ও প্রশিক্ষণ না থাকার ক্ষেত্রে যে মতামত ব্যক্ত করেছেন, তা অনেকেই সঠিক বলে মনে করেন না। এ প্রসঙ্গে তিনি যে মন্তব্য করেছেন তা নিম্নরূপ :

"هذا الأمير الجليل ذو الشرف الأصيل, و الطبع البالغ نقاوه, و الذهن المتناهى ذكاوه, محمود سامى باشا البارودى. لم يقرأ كتابا فى فن من فنون العربية, غير أنه لما بلغ سن التعقل, وجد فى طبعه ميلا إلى قراءة الشعر و علمه, فكان يستمع من له دراية و هو يقرأ بعض الدواوين, أو يقرأ بحضرته حتى تصور فى برهة يسيرة هيئات التراكيب العربية, و مواقع المرفوعات منها و المنصوبات و المخفوضات حسب ما تقتضيه المعانى و التعلقات المختلفة, فصار يقرأ و لا يكاد يلحن."[১]

মিসরে খেদীভ সাঈদ পাশার শাসনামলে (১৮৫৪ খ্রি.-১৮৬৩ খ্রি.) আর্থ-সামাজিক, প্রশাসনিক ও শিক্ষা সংস্কৃতির চরম অবনতি ঘটে। দেশের এ চরম শোচনীয় অবস্থা কবি বারূদীকে ভাবিয়ে তুলে। সাঈদ সরকারের সেনাবাহিনী বিভিন্ন কারণে ক্রমান্বয়ে ক্ষমতাহীন ও বিশৃঙ্খল হয়ে পড়তে থাকে। মূলত তৎকালীন মিসরের রাজনীতি, অর্থনীতি ও প্রশাসনিক কর্মকান্ডের পরিকল্পনা গ্রহণ তত্ত্বাবধানের একক কর্তৃত্ব ছিল বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের হাতে। বিশেষ করে লন্ডন সম্মেলনের পর মিসরের

[1] হুসাইন আল-জারসাফী, আল-ওয়াসিলা আল-আদাবিয়্যা লিল উলূমিল 'আরাবিয়্যা, (কায়র : ১২৯২ হি.), পৃ. ৪৭৪।

Dhaka University Institutional Repository

সেনাবাহিনী অনেকটা বাহুকাটা, নির্জীব ও অসার দেহের মতই অকোজো হয়ে পড়ে।[১]

দেশের সেনা প্রশাসন সহ সকল প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা এবং বিশেষ করে শিক্ষা সংস্কৃতির চরম অবনতি দেখে কবি বারূদী স্বদেশের প্রতি হতাশাগ্রস্থ হয়ে পড়েন এবং ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দে সামরিক বিভাগের চাকুরী ছেড়ে দিয়ে তুরস্কের প্রসিদ্ধতম ও ঐতিহ্যবাহী শহর ইস্তাম্বুলে (Constantinople) গমন করেন।[২] এটি কবির জীবনের একটি ভিন্নতর অধ্যায়। তিনি কর্মজীবনের এ অধ্যায়ে নিজের জীবনকে একটু আলাদা আঙ্গীকে ও ভিন্ন সাজে সাজাতে চেষ্টা করেন। তখন তুরস্কের রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ড তুর্কী ও ফার্সী ভাষায় পরিচালিত হতো। কবি বারূদীর তুর্কী ও ফার্সী ভাষায় বিশেষ বুৎপত্তি থাকার কারনে সেখানে পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ লাভ করেন। An introduction to the history of modern Arabic literature in Egypt বরাতে যা জানা যায় তা হলো : "We are not sure whether he spoke Arabic at home, but he must have learnt fluent Turkish and possibly Persian in Istambul."[3] একজন শিক্ষানবীশ হিসাবে তিনি তাঁর দায়িত্ব পালন করতে আরম্ভ করেন। নিম্নের উদ্বৃতি থেকে তখনকার সময়ে কবির অবস্থা সম্পর্কে ধারনা পাওয়া যায়; "This traineeship is proof of the continuation of his between Egypt and the ottoman administration despot for

১. প্রাগুক্ত পৃ. ৪০।
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০।
৩. J. Brugman, P. 29.

Dhaka University Institutional Repository

reaching autonomy of the country under Muhammad Ali's dynasty. In any case, Al-Barudi's background was entirely Eastern, although during his training he may came in to canticle with some was lerns military instruction and teachers." [১]

কবি আল-বারূদীর শিক্ষা ও সংস্কৃতিক বুনিয়াদ সম্পূর্ণরূপে প্রাচ্যীয়।[২] তিনি কখনই পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়ন করেন নি। তবে জীবনের এ পর্যায়ে এসে প্রশিক্ষণ গ্রহণের সময় তাঁর কিছু পশ্চিমা প্রশিক্ষকের সংস্পর্শে আসার সুযোগ হয়। এ সময় তুর্কী ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি আরও বেশী আসক্ত হয়ে পড়েন। ফলে তুর্কী কবি সাহিত্যিকদের আসরে তার যাতায়াত বৃদ্ধি পেতে থাকে। সেখানে তিনি তুর্কী কবিতা আবৃত্তি ও তুর্কী সাহিত্য সমালোচনায় অংশগ্রহণ করেন এবং এগুলো আত্মস্থ করার চেষ্টা করেন।[৩] তবে তিনি তুর্কী ভাষায় কবিতা রচনার ক্ষেত্রে সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হননি।[৪] একইভাবে কনস্টান্টিনোপল বা ইস্তাম্বুলে এসে কবি বারূদী ফার্সী ভাষা ও সাহিত্যের প্রতিও তার অনুরাগ বৃদ্ধি পায়। এমনকি ফার্সী ভাষাতে তিনি কবিতাও রচনা করেন। আব্বাসীয় যুগের কবি সাহিত্যিকগণ যেভাবে বিভিন্ন ভাষায় রচিত কবিতার টেকনিক ও কারুকার্য ব্যবহার করে আরবী কবিতাকে সমৃদ্ধ করার প্রয়াস পেয়েছেন, কবি বারূদীও তেমনিভাবে আরবী, তুর্কী ও ফার্সী কবিতার কারুকাজ, অলংকার ও টেকনিকের সফল প্রয়োগ করে তাঁর কবিতাকে সমৃদ্ধশালী ও গতিশীল করেছেন। কবি বারূদী ইস্তাম্বুলের সমৃদ্ধ পাঠাগারে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত সাহিত্য সামগ্রীসমূহ অধ্যয়ন ও গবেষণা

১. Ibid.
২. Ibid.
৩. ড. আলী মুহাম্মদ আল-হাদীদী, মাহমুদ সামী আল-বারূদী শাইরুন নাহদাহ, পৃ. ৭৮।
৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮।

*Dhaka University Institutional Repository*

করার সুযোগ লাভ করেন। এ সকল তথ্য তার সাহিত্যিক জ্ঞান ভান্ডারকে শক্তিশালী করে। উল্লেখ্য যে, তিনি ইস্তাম্বুলের পাঠাগার থেকে প্রাক ইসলামী, ইসলামী, উমাইয়া ও আব্বাসীয় যুগের উল্লেখযোগ্য কবিদের দিওয়ানসমূহ অধ্যয়ন ও সংগ্রহ করার কাজ করেন। তাঁর বিখ্যাত কাব্য সংকলন 'মুখতারাত আল-বারূদী' এর সিংহভাগ কাজ এখানেই সম্পন্ন হয়। তাঁর ব্যক্তিগত পাঠাগারের অধিকাংশ গ্রন্থ ও পান্ডুলিপি মূলত এখান থেকেই সংগ্রহীত[১]।

ইস্তাম্বুলের মত জ্ঞান-বিজ্ঞান সমৃদ্ধ একটি ঐতিহ্যবাহী শহরে ১৮৫৭ - ১৮৬৩ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ সাত বৎসর গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্বপালন ও গবেষণাকর্ম সম্পাদন নিঃসন্দেহে কবি বারূদীর জীবনের চিন্তা চেতনাকে সমৃদ্ধ করেছে।[২] দুটো আলাদা সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে এ সময় আল-বারূদীর ব্যক্তিসত্ত্বা ও কবিসত্ত্বা দুটোই অনেক ব্যপকতা লাভ করে এবং পরিপুষ্ট হয়। সেখানে পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের গোপনীয় অধিদপ্তরের পরিচালনায় নিয়োজিত থাকার কারনে তাঁর কূটনৈতিক প্রজ্ঞা, প্রশাসনিক দক্ষতা, রাষ্ট্রীয় কাজের অভিজ্ঞতা ও রাজনৈতিক বিষয়ক জ্ঞান অধিকতর হয়। অতি অল্প বয়সে পিতা হারানোর পর তার জীবনের যে শূন্যতা ও অভাববোধ ছিল জীবনের এ পর্যায়ে এসে কিছুটা হলেও তা পূরণ হয়। এ প্রসঙ্গে কবি বারূদী বলেন,

بلغت من فضل ربي ما عنيت به + عن كل قارن الاملاك أو بادى[৩]

"আমি আমার প্রভুর একান্ত অনুগ্রহে এমন উঁচু স্তরে উপনীত হয়েছি যে, আমাকে গ্রামীণ কিংবা শহুরে কোন অভাবের সম্মুখীন হতে হয়নি।"

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮।
২. ড. শাওকী দায়ফ, আল বারূদী রা'ইদুশ শি'রিল হাদীস, পৃ. ৫১।
৩. মাহমুদ সামী পাশা আল-বারূদী, দীওয়ানুল বারূদী, (বৈরূত : দারুল জায়ল, ১৯৯৫ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ২০৫।

*Dhaka University Institutional Repository*

# দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
# সামরিক পদ অলংকৃত করণ

**সামরিক পদ অলংকৃত করণ ঃ**

কবি আল-বারূদী ১৮৬৩ খ্রিষ্টাব্দে কনস্টান্টিনোপল থেকে নিজ দেশ মিসরে প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছা পোষণ করেন। সে মূহুর্তে ইব্রাহীম পাশার দ্বিতীয় পুত্র ও মুহাম্মদ আলী পাশার পৌত্র মিসরের নবনিযুক্ত খেদীভ ইসমাঈল পাশা (১৮৬৩ খ্রি.-১৮৭৯ খ্রি.) অটোমান সুলতান আব্দুল আযীয (১৮৬১ খ্রি.-১৮৭৬ খ্রি.), যিনি ইসমাঈলকে মিসরের ওয়ালী এবং পরবর্তী খেদীভের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেন তাঁর প্রতি যথাযথ আনুগত্য ও সম্মান প্রদর্শনের জন্য এক সরকারী সফরে কনস্টান্টিনোপল বা ইস্তাম্বুলে আসেন।[১] কবি আল-বারূদী এ সুযোগকে কাজে লাগান। তিনি মিসরের এ মহান খেদীভের সম্মানে ৮৫ শ্লোক বিশিষ্ট একটি কাসিদাহ রচনা করেন। যার শিরোনাম ছিল :

وقال يمدح إسماعيل خديو مصر

কবি আল-বারূদী কনস্টান্টিনোপলে যে কয়েকটি কাসিদা রচনা করেন উল্লেখিত শিরোনমের কাসিদাটি তার মধ্যে অন্যতম।[২]

নবনিযুক্ত খেদীভ ইসমাঈল পাশা বারূদীর কাব্যিক প্রজ্ঞা, শারীরিক সৌষ্ঠব, সামরিক অভিজ্ঞতা, রাষ্ট্রীয় ও প্রশাসনিক কাজের দক্ষতা এবং বিচিত্র ভাষাজ্ঞানের বিস্ময়কর প্রতিভার স্ফুরন দেখে অবিভূত হন এবং মিসরে তাঁর মত একজন সুদক্ষ ব্যক্তিত্বের তীব্র প্রয়োজনীয়তার কথা ব্যক্ত করেন। এরই প্রেক্ষিতে দীর্ঘ সাত বছর প্রবাস

১. ড. শাওকী দায়ফ, আল বারূদী রাইদুল শি'রিল হাদীস, (কায়রো : ১৯৮৮ খ্রি.), পৃ. ৪৭১-৪৭২।
২. ড. আলী মুহাম্মদ আল-হাদীদী, মাহমুদ সামী আল-বারূদী শাইরুন নাহদা, (কায়রো : ১৯৬৭ খ্রি.), পৃ. ৮১-৮২।

*Dhaka University Institutional Repository*

জীবন শেষ করে তিনি মিসরের নবনিযুক্ত খেদীভ ইসমাঈল পাশার সাথে প্রিয় মাতৃভূমি মিসরে প্রত্যাবর্তন করেন। এখান থেকে কবির জীবনের প্রথম পর্বের পরিসমাপ্তি হয় এবং কর্তৃত্বপূর্ণ ও প্রকৃত কর্মজীবনের শুভ সূচনা হয়।[১] তখন কবির বয়স ছিল ২৪ বছর। তিনি আঠারো বছর বয়সে কনস্ট্যান্টিনোপল গমন করেন এবং ২৪ বছর বয়সে মাতৃভূমি মিসরে প্রত্যাবর্তন করেন।[২] তিনি ছিলেন কর্মোদ্দীপনায় ও প্রাণ চাঞ্চল্যে উজ্জীবিত, দীর্ঘকায় ও সুঠোম দেহের অধিকারী পূর্ণ সামরিক প্রশিক্ষণে পরিশীলিত ও তেজদ্দীপ্ত এক অপরূপ সুন্দর যুবক। চিন্তায়-চেতনায়, মেধায়-মননে, সাহসে-শক্তিতে, সাহিত্য-সংস্কৃতিতে, উপলব্ধি-অভিজ্ঞতায় এবং কূটনীতিতে ও রাজনীতিতে যোগ্যতা সম্পন্ন ও বিপুল সম্ভবনাময় এক ব্যক্তিত্ব হিসাবে তিনি তাঁর প্রিয় মাতৃভূমি মিসরে পা রাখেন। উল্লেখ্য যে, তখন নবনিযুক্ত খেদীভ ইসমাঈল পাশা পুরো ইউরোপীয় কায়দায় মিসরকে আধুনিক করতে ঢেলে সাজানোর এক দীর্ঘ স্বপ্ন দেখছিলেন। তিনি তার পিতামহ মুহাম্মদ আলীর মত গোটা আফ্রিকা মহাদেশ জুড়ে বিশাল সাম্রাজ্য গড়ার স্বপ্ন দেখেন। আর এর রাজধানী কায়রোকে অত্যাধুনিক শহরে রূপদান করতে চেষ্টা করেন। এ ক্ষেত্রে তিনি ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ান এবং উসমানী সুলতান আব্দুল আজীজের পদাঙ্ক অনুসরন করেন।[৩] খেদীভ ইসমাঈল পাশা তাঁর স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে একজন যোগ্য সহযোগী হিসাবে কবি মাহমুদ সামী আল-বারূদীকে কল্পনা করেন। একটি অত্যাধুনিক ও সমৃদ্ধশালী দেশ গড়ার কাজে কবি বারূদী খেদীভকে পূর্ণ সমর্থন দান করেন। তিনি তাঁর

১. ড. শাওকী দায়ফ, আল-বারূদী রাঈদুল শি'রিল হাদীস, পৃ. ৫৩।
২. ড. আলী মুহাম্মদ আল-হাদীদী, মাহমুদ সামী আল-বারূদী শাইরুন নাহদা, পৃ. ৮।
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭।

Dhaka University Institutional Repository

পূর্বসূরীদের মতই একজন সাহসী ও দক্ষ সমরনেতা হওয়ার আজন্ম লালিত স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে ১৮৬৩ খ্রিষ্টাব্দে খেদীভের স্পেশাল সেনাবাহিনীতে অফিসার হিসাবে যোগদান করেন।[১] ১৮৬৩ খ্রিষ্টাব্দের জুলাই মাসে তাঁকে সে বাহিনীর ব্যাটালিয়ন কমান্ডার (Battalion Commander) নিযুক্ত করা হয়।[২] অতঃপর খেদীভের নিরাপত্তা বাহিনীর কমান্ডার (Commander) র‍্যাংক প্রদান করা হয়।[৩] কবি বারূদীর মত একজন উচ্চ বংশীয়, স্বাধীনচেতা ও কবিমনস্ক ব্যক্তির পক্ষে পদস্থ সামরিক অফিসারের দায়িত্ব পালন এবং কঠোর পরিশ্রমযুক্ত ও নিয়মতান্ত্রিক জীবন যাপন বিড়ম্বনাপূর্ণ, অস্বস্থিকর ও অসুখকর হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু আজীবনের লালিত স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে তিনি তার যোগ্যতার প্রমান দেন। তিনি জানতেন, পূর্বসূরীদের সুযোগ্য উত্তরসূরী হিসাবে সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হওয়ার ও নেতৃত্ব প্রদান করার পূণাঙ্গ সুযোগ সামরিক বাহিনী ছাড়া অন্য কোথাও নেই। দেশ সেবা ও দেশ শাসন করার ইচ্ছা পুরনের সুযোগও এখানেই বিদ্যমান। তাই এ মহৎ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই কবি সামরিক দায়িত্বপালনকে পবিত্র বলে মনে করেছেন। তাঁর বিচক্ষণতা ও যোগ্যতার কারণে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সামরিক বিভাগের সর্বোচ্চ রাংক লাভ করতে সক্ষম হন।

তখন মিসরের সামরিক অফিসারদের ১৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি মিশন (Camp de Chalons) ফ্রান্স ও লন্ডন সফরের জন্য প্রেরিত হয়।[৪] ফরাসী ও ইংরেজ সেনাবাহিনীর বার্ষিক মহড়া পরির্শন এবং তাদের সামরিক আইন শৃঙ্খলা পর্যবেক্ষণের

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭।
২. Encyclopaedia of Islam, Vol. 1, P. 1069.
৩. Ibid.
৪. Ibid.

*Dhaka University Institutional Repository*

মাধ্যমে সামরিক অভিজ্ঞতা অর্জন ছিল এ মিশনের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। উক্ত মিশন প্রথমতঃ ফ্রান্সে গিয়ে তাদের সমর বিষয়ক পান্ডুলিপি সংগ্রহ করে।[১] অতপর বৃটেন গিয়ে তাদের বিভিন্ন সেনাশিবির ও যুদ্ধক্ষেত্র পরিদর্শন করে। এ মিশনের পুরোভাগে ছিলেন কবি মাহমুদ সামী আল-বারূদী। সেখানে মিশনের সদস্যদের সম্মানে 'গার্ড অব অনার' এবং পদাতিক বাহিনীর কুচকাওয়াজ, বিভিন্ন প্রকারের রনকৌশল ও সামরিক মহড়া প্রদর্শন করা হয়।[২] তাদের নিখুঁত সামরিক মহড়া দেখে কবি বিমুগ্ধ হন। এ মহড়া প্রসঙ্গে কবি তাঁর এক কবিতায় বলেন :

''فيا حسن ذالك اليوم كان باقيا،

ويا طيب هذا الليل لوذام طيب'' [৩]

" হায় সেই দিনের সৌন্দর্য যদি চিরকাল অবশিষ্ট থাকত, আর সেই উত্তম রাত্রির চমৎকারিত্ব যদি আর কখনই বা ফুরাত"!

কবি বারূদী এ সফরের মাধ্যমে ইউরোপীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে নিবিড়ভাবে পরিচিত হওয়ার সুযোগ লাভ করেন। ইউরোপের শিল্প-সাহিত্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও উন্নত সামরিক ব্যবস্থাপনা কবির মনে বিরাট প্রভাব ফেলে। ইউরোপের প্রাকৃতিক ও নৈসর্গিক সৌন্দর্য কবির হৃদয়কে ভীষণভাবে উদ্বেলিত করে। তৎকালীন ইউরোপের সামরিক প্রশাসন ও তাঁদের উন্নত নিয়ম শৃঙ্খলা কবি বারূদীকে প্রভাবিত করে। আর এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তাঁকে একজন কবি হিসাবে আকর্ষিত করে। সুতরাং ইউরোপের সব

১. ড. আলী মুহাম্মদ আল-হাদীদী, মাহমুদ সামী আল-বারূদী শাইখুল মাহদা, (কায়রো : ১৯৬৭ খ্রি.), পৃ. ৮৮।
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮।
৩. মাহমুদ সামী পাশা আল-বারূদী, দীওয়ানুল বারূদী, (বৈরুত : দারুল জায়ল, ১৯৯৫ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৪৪।

*Dhaka University Institutional Repository*

কিছুই সৈনিক ও কবি বারূদীকে বিমোহিত ও প্রভাবিত করে।[১] কবি বারূদী যেহেতু সে ডেপুটেশনের নেতৃত্বে ছিলেন তাই তাঁকে প্রতিটি ব্যাপারে পুঙ্খানুপঙ্খভাবে জানতে হয়। সফর শেষে এর শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা সম্বলিত প্রতিবেদন লেখার দায়িত্ব তাঁর উপর অর্পিত হয়। তাঁর লিখিত প্রতিবেদনটি মিসরীয় সেনাবাহিনীর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল।[২] এ ছাড়া ইউরোপের সেনাবাহিনীর ব্যবস্থাপনার অনুকরণে মিসরীয় বাহিনীর জন্য একটি আচরণ বিধি (Code of Conduct) প্রস্তুত করার দায়িত্ব তাকে দেয়া হয়।[৩] এ সফর হতে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর ১৮৬৪ খ্রিষ্টাব্দে তাঁকে পদোন্নতি দিয়ে খেদীভের নিরাপত্তা বাহিনীর (Guard Regiment) তৃতীয় রেজিমেন্টের ল্যাফটেনেন্ট কর্ণেল (Lieutenant Colonel) র‍্যাংক প্রদান করা হয়।[৪] এর অল্প কিছুদিন পরেই তাঁকে এ বিভাগের চতুর্থ রেজিমেন্টের কর্ণেল (Colonel) র‍্যাংকে পদোন্নতি দান করা হয়।[৫] তিনি বাল্যকালে যে সম্মান লাভের স্বপ্ন দেখেছিলেন, জীবনের এ পর্যায়ে এসে তা সফল হয়। ড. আলী মুহাম্মদ আল-হাদীদী এ প্রসঙ্গে বলেন :

**ان المجد الذي سعى إليه البارودي صبيا، جاء اليوم يسعى بين يديه حفيا وعرف له الدهر مكانته**[৬]

১৮৬৫ খ্রিষ্টাব্দের শেষের দিকে ভূমধ্যসাগরের 'ক্রীট' নামক দ্বীপে উসমানীয় শাসনের বিরুদ্ধে একটি বিদ্রোহ দানা বাঁধে। এ বিদ্রোহ দমনের জন্য উসমানীয় সুলতান

১. ড. আলী মুহাম্মদ আল-হাদীদী, মাহমুদ সামী আল-বারূদী শাইরুন নাহদা, (কায়রো : ১৯৬৭ খ্রি.), পৃ. ৮৯-৯০।
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০।
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০।
৪. Encyclopaedia of Islam, Vol. 1, P. 1070.
৫. Ibid.
৬. ড. আলী মুহাম্মদ আল-হাদীদী, মাহমুদ সামী আল-বারূদী শাইরুন নাহদা, পৃ. ৯০।

*Dhaka University Institutional Repository*

মিসরের খেদীভের সহযোগীতা কামনা করেন। এরই প্রেক্ষিতে খেদীভ ইসমাঈল পাশা কবি আল বারূদীর নেতৃত্বে সেখানের একটি শক্তিশালী বাহিনী প্রেরণ করেন।[১] ১৮৬৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ সময় একটানা লড়াই করে এ বিদ্রোহ পূর্ণভাবে দমন করা হয়।[২] এ বিদ্রোহ দমনে আল-বারূদী অসাধারণ বীরত্ব ও বিচক্ষণতার পরিচয় দেন। এজন্য তাঁকে নিশানে উসমানীর চতুর্থ শ্রেণীর খেতাব প্রদান করা হয়।[৩] এ যুদ্ধের বর্ণনায় তিনি 'কাসিদাতুন নূনিয়্যাহ' রচনা করেন। কাসিদার দুটি শ্লোক নিম্নরূপ:

"فالبدر أكدر، والسماء مريضة + والبحر أشكل، والرماح دوانى

والخيل واقفة على أرسانها + لطراد يوم كريهة ورهان"[৪]

"প্রচণ্ড যুদ্ধের সময় সৈনিকদের সদম্ভ পদাভারে ও অশ্বের খূরের আঘাতে উৎক্ষিপ্ত ধুলি ময়লাতে এবং শত্রু পক্ষের প্রচন্ড রক্তের ফিনকিতে পূর্ণিমার চাঁদ অধিক মলিন হয়েছে এবং নভোমন্ডল হয়েছে রোগাগ্রস্থ (আকাশের জোৎস্না ও তারকারাজির উজ্জল আলো যেন নিভু নিভু হয়ে গেছে)। সমুদ্রের লুনা পানি রক্তের প্রবাহে লোহিত আকার ধারন করেছে। এমতাবস্থায় ধারালো ফলক বিশিষ্ট অসংখ্য বর্বা নিক্ষিপ্ত হতে থাকে। প্রচন্ড যুদ্ধের সময় শত্রুপক্ষকে পর্যুদস্ত করার জন্য তেজি ঘোড়া লাগাম লাগানো অবস্থায় সার্বক্ষণিক প্রস্তুত থাকে।"

১৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দে ইসমাঈল পাশা অটোমান সুলতান আব্দুল হামীদের নিকট থেকে খেদীভ মর্যাদা লাভ করার পর আল-বারূদীকে তিনি তাঁর নিরাপত্তা বাহিনীর এডজুডেন্ট

১. মুহাম্মদ ইউসুফ কোকন, আলামুন নাসর ওয়াশ শি'র ফিল আসরিল আরাবী আল হাদীস, খ. ১, পৃ. ১৩৫।

২. ড. আলী মুহাম্মদ আল-হাদীদী, মাহমুদ সামী আল-বারূদী শাইরুন নাহদা, পৃ. ৯৭।

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭।

৪. মাহমুদ সামী পাশা আল-বারূদী, দীওয়ানুল বারূদী, খ. ৪, পৃ. ৪৩।

Dhaka University Institutional Repository

নিযুক্ত করেন।[১] অন্যান্য এডজুডেন্টরা ছিলেন মুস্তফা ফাহমী ও আব্দুল কাদের হিলমী।[২] নিরাপত্তা বাহিনীর এডজুডেন্ট নিয়োগ পাওয়ার ফলে আল-বারূদী খেদীভের একান্ত সান্নিধ্যে আসার সুযোগ লাভ করেন। এ ক্ষেত্রে বলা প্রয়োজন যে, খেদীভ ইসমাঈল পাশা মিসরের রাজধানী কায়রকে প্যারিস শহরের মত অত্যাধুনিক এবং জাকজমকপূর্ণ করার এবং নিজেকে বিশ্ববিখ্যাত ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ান হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার এক রঙ্গিন স্বপ্ন দেখেছিলেন, আর এ স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য মিলিয়ন মিলিয়ন পাউন্ড ব্যয় করেছিলেন।[৩] এ জন্য তিনি জনগনের উপর অতিরিক্ত করের বোঝা চাপিয়ে দেন ও বৈদেশিক ঋণ গ্রহন করেন। উল্লেখ্য যে, পৃথিবীতে বিলাসিতা ও অপব্যয়ের জন্য তিনজন শাসক প্রসিদ্ধ ছিলেন। তারা হলেন : সুলতান আব্দুল আজীজ, সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ান ও খেদীভ ইসমাঈল পাশা।[৪] খেদীভ ইসমাঈল লক্ষ লক্ষ পাউন্ড ব্যয় করে রাজধানী শহরে আলিশান ভবন ও সরকারী প্রাসাদ নির্মাণ শুরু করেন। তাঁর নির্মিত প্রাসাদের মধ্যে অন্যতম হলো আল জাজীরাহ প্রাসাদ, যা স্পেনের ঐতিহাসিক 'কাসরুল হামরা'র হুবহু অনুকরনে নির্মিত। এ প্রাসাদের অভ্যন্তরে একটি সুপ্রশস্ত পুষ্প পল্লবিত নয়নাভিরাম নিকুঞ্জ ছিল, যার মধ্যে বিচিত্র ধরণের বন্য ও গৃহপালিত পশু বিচরণ করতো।[৫] এ ছাড়া অন্যান্য উল্লেখযোগ্য প্রাসাদ কয়েকটি হলো : আল-জীজাহ প্রাসাদ, আল-কুব্বাহ প্রাসাদ, হুলওয়ান প্রাসাদ ইত্যাদি। এখানে উল্লেখিত জীজাহ প্রাসাদ

---

১. ড. আলী মুহাম্মদ আল-হাল্লীদী, মাহমুদ সামী আল-বারূদী শাইরুন নাহদা, পৃ. ১৪৪।
২. আল জাওয়া'ইবুল মিসরিয়্যা, সংখ্যা - ৫৭২, তাং ১৫/১২/১৯০৪।
৩. আলফ্রেড স্কাউট ব্লান্ট, আত-তারিখ সিররি লিল ইহতিলাল আল ইঙ্গেলেজী, আরবী অনুবাদ, আল-বালাগ, পৃ. ৩ ১৯-২১।
৪. আহমাদ শরীফ, মুজাক্কিরাতি ফী নিসফিল কারন, (কায়রো : ১৯৩৪ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ২৪।
৫. ড. আলী মুহাম্মদ আল-হাল্লীদী, মাহমুদ সামী আল-বারূদী শাইরুন নাহদা, (কায়রো : ১৯৬৭ খ্রি.), পৃ. ১০০।

*Dhaka University Institutional Repository*

নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করার জন্য কনস্টান্টিনোপল থেকে বিশেষ ইঞ্জিনিয়ার আনা হয়। এ প্রাসাদে অপ্সরা সুন্দরী গায়িকা ও নর্তকীর ব্যবস্থা করা হয়। এদেরকে তুর্কিস্থান ও ইউরোপ থেকে আমদানী করা হতো।[১] কবি আল-বারূদী খেদীভের শাহী প্রাসাদে তাঁর যৌবনের আনন্দঘন দিনগুলো অতিবাহিত করেন।

বস্তুত সামরিক গুরুত্বপূর্ণ পদে ব্যস্ত থাকার পরও আল-বারূদী তাঁর কাব্য চর্চার কথা এক মুহূর্তের জন্য ভুলে যাননি। তিনি বাংলার কবি কাজী নজরুলের মতই ছিলেন বিদ্রোহী বীর সেনানী, তেমনি একজন প্রেমময় কবি। তাঁর এক হাতে ছিল রণতূর্য আর অপর হাতে প্রেমের মর্মস্পর্শী বাঁশরী। যুদ্ধের বিউগলের আওয়াজ এবং প্রেমময়ী বাঁশির সুর দুটোই তাঁকে আকর্ষিত করতো সমানভাবে। তিনি অসি ও মসি (رب السيف والقلم) উভয় ক্ষেত্রেই সমান পারদর্শী ছিলেন।[২]

কবি মাহমুদ সামী আল-বারূদী ১৮৬৮ খ্রিষ্টাব্দে থেকে সামরিক পারদর্শীতা ও বিচক্ষণতাকে জাতীয় রাজনীতি ও বিপ্লবের ক্ষেত্রে প্রবাহিত করতে শুরু করেন। ইসমাঈল পাশার সরকারের বিরুদ্ধে অগণতান্ত্রিক ও জনকল্যাণ বিরোধী ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনা করতে শুরু করেন। তাঁর বিখ্যাত 'কাসিদাতু লামিয়্যা' এর মাধ্যমে খেদীভের সকল প্রকারের স্বেচ্ছাচারিতা ও স্বৈরশাসনের মুখোশ উন্মোচন করেন। তাঁর বিপ্লবী কবিতা 'কাসিদাতুন নূনীয়্যাহ' এর মাধ্যমে স্বজাতিকে এক সর্বাত্মক বিপ্লবের জন্য আহবান জানান। কিন্তু স্বজাতির উৎসাহব্যঞ্জক সাড়া না দেখে

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০-১০১।

২. ড. শাওকী দায়ফ, আল বারূদী রা'ইদুশ শি'রিল হাদীস, (কায়রো : ১৯৮৮ খ্রি.), পৃ. ৫৩।

*Dhaka University Institutional Repository*

তিনি ভীষণভাবে মর্মাহত হন। তবে কখনই আশাহত হননি। ১৮৬৯ খ্রিষ্টাব্দে মহা শান শওকতের সাথে সুয়েজ খাল উদ্বোধন উপলক্ষ্যে খেদীভ বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করেন। এ খাল উদ্বোধন ও কোম্পানীর ক্ষতি পূরণ বাবদ প্রায় ৪০ লক্ষ পাউন্ড খেদীভ ব্যয় করেন। উল্লেখ্য যে, খেদীভ ইসমাঈলের পতন ও ইংরেজদের মিসর দখলের বড় কারণ এ সুয়েজ খাল।[১] ১৮৭১ খ্রিষ্টাব্দে খেদীভের বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ ছিল ৪৬ মিলিয়ন পাউন্ড।[২] অবস্থা যখন এই চরম পর্যায়ে তখন খেদীভ অভূতপূর্ব পন্থায় অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করেন। 'মোকাবেলা' ব্যবস্থার মাধ্যমে তিনি ১৮৭১ খ্রিষ্টাব্দে কিছু অর্থ সংগ্রহ করেন।[৩] এতে অবস্থা আরও খারাপ হয়। অতপর মিসরের বণিক শ্রেণী থেকে তিনি ৯% সুদে 'রুজনামা' নামক একটি ঋণ গ্রহণ করেন। এ খাতে তিনি ২ মিলিয়ন পাউন্ড সংগ্রহ করেন।[৪] এ ধরনের ব্যবস্থা গ্রহনের পরেও খেদীভ তাঁর অশুভ ফলাফল এড়াতে পারেন নি। অবশেষে সুয়েজ খাল কম্পানীতে মিসরের ৪৪% শেয়ার যা অবশিষ্ট ছিল তা ব্রিটিশ সরকারের নিকট বিক্রি করেন। তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ডিজরেলী উল্লেখিত শেয়ার ৪ মিলিয়ন পাউন্ডে ক্রয় করেন।[৫] এতেও তাঁর শেষ রক্ষা হয়নি। আর এ অবস্থায় কবি বারূদী মনের বিদ্রোহের আগুন তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে। তিনি এ সময় মুসলিম মিল্লাতের মহান নেতা ও বিশিষ্ট পন্ডিত শায়খ জামালুদ্দীন আল-আফগানীর

১. মুসা আনসারী, আধুনিক মিসরের ঐতিহাসিক বিকাশধারা, পৃ. ৬৯।
২. ড. আলী মুহাম্মদ আল-হাদীদী, মাহমুদ সামী আল-বারূদী শাইরুন নাহদা, পৃ. ১৩৭।
৩. ড. সফিউদ্দীন জোয়ার্দার, আধুনিক মধ্যপ্রাচ্য, খ. ২, পৃ. ৩৬১।
৪. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩৬১।
৫. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩৬১।

*Dhaka University Institutional Repository*

শিষ্যত্ব বরণ করেন।[১] উল্লেখ্য শায়খ জামালুদ্দীন আল-আফগানী মিসর তথা মুসলিম বিশ্বকে স্বৈরশাসন ও বৈদেশিক আগ্রাসন থেকে মুক্তির লক্ষ্যে মুসলিম নেতা কর্মীদের সুসংঘটিত করার এক মহান ব্রত পালন করছিলেন। এ কারণে মুসলিম বিশ্বের অগণিত নেতা কর্মী তাঁর সংস্পর্শে এসে ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলনের পতাকাতলে একত্রিত হতে শুরু করেন।[২] আফগানীর শিষ্যদের মধ্যে অন্যতম কয়েকজন হলেন : কবি ও উদিয়মান নেতা মাহমুদ সামী আল-বারূদী, মুফতী মুহাম্মদ আবদুহু, সা'দ জগলুল পাশা, কবি হাফিজ ইব্রাহিম, আদীব ইসহাক, হাফনী নাসীফ, আব্দুস সালাম আল-মুয়ায়লিহী, আব্দুল্লাহ নাদীম, ইব্রাহিম আল- মুয়ায়লিহী, আব্দুল করিম সালমান, ইব্রাহিম হালবাভী প্রমুখ। আল-বারূদী এ মহান নেতার অগাধ পান্ডিত্য ও রাজনৈতিক দূরদর্শীতায় মুগ্ধ হন।

কবি মাহমুদ সামী আল-বারূদী ১৮৭৫ খ্রিষ্টাব্দে খেদীভের স্পেশাল সেক্রেটারী নিযুক্ত হন। সেক্রেটারী নিযুক্ত হবার পর সরকারের সকল প্রকারের কর্মকাণ্ড তিনি বিশেষভাবে অবলোকনের সুযোগ পান।[৩] এ সময় তিনি সরকারের কূটনৈতিক মিশনে দু'বার কনস্টান্টিনোপলে সফর করেন।[৪] ১৮৭৭ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে রাশিয়া উসমানী সুলতানের বিরুদ্ধে এক যুদ্ধ ঘোষণা করেন। এ অবস্থায় সুলতান মিসরের খেদীভের সহযোগীতা কামনা করেন। কিন্তু খেদীভের রাজ কোষাগার ছিল শূণ্য। খেদীভ

---

১. মুহাম্মদ আব্দুল ফুদুস কাসেমী, মাজামিন-ই জামালুদ্দিন, অনুবাদ : বেগম বুলবুল চৌধুরী, সায়্যিদ জামালুদ্দিন রচনাবলী, (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৩ খ্রি.), পৃ. ৮৭ ।

২. ড. আলী মুহাম্মদ আল-হাদীদী, মাহমুদ সামী আল-বারূদী শাইরুন নাহদা, পৃ. ১৩৯।

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৪।

৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৪।

*Dhaka University Institutional Repository*

তার এ অপারগতা জানানোর জন্য আল বারূদীর মারফতে এক শাহী পত্র প্রেরণ করেন। বারূদী তিন মাস সেখানে অবস্থান করেন। অবশেষে তিনি খেদীভের জন্য হুমকি ও শান্তি র সংবাদ নিয়ে মিসরে প্রত্যাবর্তন করেন। এ অবস্থায় খেদীভ বাধ্য হয়ে জাতির উপর বিশেষ সমর কর (War tax) ধার্য করেন। এ সময় তুর্কী সুলতানের সহযোগীতায় খেদীভ ১২ হাজার সৈন্যের এক বাহিনী প্রেরণ করেন।[১] এর পূর্বে কবি বারূদী পুনরায় সামরিক বাহিনীতে প্রত্যাবর্তন করেন এবং ১৮৭৮ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ল্যাফটেনেন্ট জেনারেল পদ লাভ করেন।[২] সুলতানের সহযোগীতায় প্রেরিত বাহিনীর সর্বাধিনায়ক মনোনীত হন মাহমুদ সামী আল-বারূদী। এ যুদ্ধে রুমানিয়া, বুলগেরিয়া ও সার্বিয়া রাশিয়ার পক্ষবলম্বন করে। কৃষ্ণ সাগরের 'ওয়ারনা' (وارنه) নামক দ্বীপে তুর্কো-রাশিয়ার এ ভয়াবহ যুদ্ধ সংগঠিত হয়।[৩] দীর্ঘ ১ বৎসর যাবৎ এ যুদ্ধ চলে। অতপর 'সানস্টাফানূ' চুক্তির মাধ্যমে এ যুদ্ধের অবসান হয়। এ যুদ্ধে উসমানীয় বাহিনীর পক্ষে আল-বারূদী অসমান্য রণ নৈপূণ্য প্রদর্শন করেন। ফলে তাঁকে সেনাবাহিনীর ল্যাফটেনেন্ট জেনারেল র‍্যাংকে পদোন্নতি দেয়া হয় এবং তৃতীয় শ্রেণীর 'বিসাম-ই-উসমানী' ও 'নিশানুশ্-শারফ' সম্মানসূচক পদক প্রদান করা হয়।[৪]

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৬।

২. ড. শাওকী দায়ফ, আল-বারূদী রা'ইদুশ শি'রিল হাদীস, (কায়রো : ১৯৮৮ খ্রি.), পৃ. ৫৮।

৩. মুহাম্মদ ইউসুফ কোক্কন, আদ্যামুন নাসর ওয়াল শি'র ফিল আসরিল আরাবী আল হাদীস, খ. ১, পৃ. ১৩৭-১৩৮।

৪. ড. শাওকী দায়ফ, আল-বারূদী রা'ইদুশ শি'রিল হাদীস, (কায়রো : ১৯৮৮ খ্রি.), পৃ. ৬৬।

*Dhaka University Institutional Repository*

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ
# প্রশাসক, মন্ত্রী ও বিপ্লবী আল-বারূদী

## প্রশাসক, মন্ত্রী ও বিপ্লবী আল বারূদী ঃ

তুর্কো-রাশিয়ার যুদ্ধের পর কবি মাহমুদ সামী আল-বারূদী দেশে ফিরে এলে তাঁকে 'ল্যাফটেনেন্ট জেনারেল' র‍্যাংক প্রদান করা হয় এবং একই সঙ্গে শারকিয়্যাহ প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হয়।[১] উল্লেখ্য যে, তুর্কো-রাশিয়া যুদ্ধ শুরুর পর থেকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয়ই একে অপরের কূটনৈতিক বিষয়াদি বিস্তারিতভাবে জানার চেষ্টা করে। ফলে তাদের পরস্পরকে জানার সুযোগ হয় এবং সাংস্কৃতিক ভাব বিনিময় হয়। সংবাদপত্র ও প্রচার মাধ্যম এ ক্ষেত্রে মূখ্য ভূমিকা পালন করে। তখন পশ্চিমা সংবাদপত্রের প্রত্যক্ষ প্রভাবে আরবী সাংবাদিকতার বিষয়বস্তু ও সমালোচনার ধারা সম্পূর্ণরূপে পাল্টে যায়। মুহাম্মদ আবদুহুর বর্ণনা থেকে জানা যায়, তুর্কো-রাশিয়ার যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার কারণে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের পারস্পরিক খুঁটিনাটি বিষয় অবগত হওয়ার সুযোগ বৃদ্ধি পায়। এ যুদ্ধের বিষয়ে রাশিয়া ও ইউরোপের বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় যে সব প্রবন্ধ প্রকাশিত হতো, ইউরোপে অবস্থানরত প্রাচ্যীয় ছাত্রদের মাধ্যমে তা সহজেই প্রাচ্যবাসীদের হস্তগত হতো। অতঃপর তাদের খবরসমূহ দেশীয় পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে। এতে করে আরবী সাংবাদিকতার মান বৃদ্ধি পায়।[২] ফলে সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি, রাজনীতি, অর্থনীতি ও শিক্ষানীতির বিষয়াদি আরবী পত্রিকার প্রধান উপজীব্য হয়ে উঠে। সাংবাদিকরা প্রশাসনযন্ত্র ও সরকার প্রধানের বিরুদ্ধে স্বৈরশাসন ও দমননীতির তীব্র

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬।

২. ড. আলী মুহাম্মদ আল-হাদীদী, মাহমুদ সামী আল-বারূদী শাইরুন নাহদা, পৃ.১৫৩-১৫৩।

*Dhaka University Institutional Repository*

সমালোচনা করতে শুরু করেন। বিশেষ করে বিশিষ্ট নেতা জামালুদ্দিনের প্রকাশ্য সমালোচনা করার প্রবণতা প্রশাসক বারূদীকে বিস্মিত ও আশান্বিত করে।[১] মিসরের এই সংগ্রামী চেতনা ও আত্মসচেনতা তাঁর নিকট এক বিরাট কল্পনার বিষয়বস্তু মনে হয়। শারকিয়্যাহ প্রদেশের প্রাদেশিক শাসনকর্তা নিযুক্ত হবার পর ফাল্লাহীনদের (কৃষকদের) উপর খেদীভের এবং বৈদেশিক প্রশাসকদের অকথ্য জুলুম সচক্ষে দেখে কবি খুবই মর্মাহত হন। সে সময়টি ছিল ফাল্লাহীনদের চরম দূর্যোগময় মূহুর্ত। তারা নিজেদের ভূমি ও সম্পদ বন্ধক রেখে সরকারের ধার্যকৃত অতিরিক্ত কর শোধের চেষ্টা করত। অনেক স্ত্রী তাদের স্বামীদের কর পরিশোধের জন্য তাদের অলংকার ও বস্ত্রাদি বিক্রি করার জন্য স্থানীয় বাজারে ভীড় জমাতো। ফাল্লাহীনদেরকে কর পরিশোধে অপারগতায় চাবুক দিয়ে পিটিয়ে শরীরের চামড়া তুলে নেয়া হতো।[২] এমতাবস্থায় ১৮৭৮ খ্রিষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে বারূদী শারকিয়্যাহ প্রদেশের প্রশাসকের দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে কায়রোর 'মুহাফেজের' দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৮৭৮ খ্রিষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে গঠিত মিশ্রমন্ত্রী পরিষদ সংক্রান্ত বিরোধ নিস্পত্তির জন্য খেদীভ পাশা বারূদীকে কায়রোর 'মুহাফেজ' নিযুক্ত করেন।[৩] ১৮৭৮ খ্রিষ্টাব্দের আগষ্ট মাসেই সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীকে খুশি করার জন্য খেদীভ নুবার পাশার নেতৃত্বে একটি মিশ্র মন্ত্রীসভা গঠন করেন। উক্ত মন্ত্রী পরিষদে ব্রিটিশ নাগরিক রিভার্স উইলসনকে অর্থমন্ত্রী এবং ফরাসী নাগরিক দ্য ব্লেনিয়েঁকে (De Blingneres)

---

১. মো: আবু বকর সিদ্দিক, মিসরে আরবী সাংবাদিকতা সাহিত্যের বিকাশ, সাহিত্য পত্রিকা, (ঢাকা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ষ. ৩২, ১ম সংখ্যা : কার্তিক, ১৯৯৫,), পৃ. ৮২।

২. ড. আলী মুহাম্মদ আল-হাদীদী, মাহমুদ সামী আল-বারূদী শাইরুন নাহদা, পৃ. ১৫৪-১৫৫।

৩. ড. আলী মুহাম্মদ আল-হাদীদী, মাহমুদ সামী আল-বারূদী শাইরুন নাহদা, পৃ. ১৫৫।

*Dhaka University Institutional Repository*

শ্রমমন্ত্রী মনোনীত করেন।[১] এ ধরণের একটি মিশ্র মন্ত্রীসভার মাধ্যমে খেদীভ মিসর সরকারের অভ্যন্তরীণ কর্মকান্ডে পূর্ণমাত্রায় বৈদেশিক হস্তক্ষেপের সুযোগ দান করেন। ফলে ইউরোপিয়ানগণ মিসরীয় প্রশাসনের উচ্চ পদ সমূহে স্থায়ীভাবে নিয়োগ লাভের অধিকার অর্জন করে। নুবার পাশার নেতৃত্বে গঠিত এ মন্ত্রীসভা মূলত বৈদেশিক স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করার কারণে দেশীয় বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিক ও সেনাবাহিনীর মাঝে তীব্র অসন্তোষ দেখা দেয় এবং সচেতন সাংবাদিকদের নেতৃত্বে এক গণআন্দোলন শুরু হয়। তারা ন্যাশনাল ইন্ডেপেন্ডেন্ট লীগ (الحزب الوطني الحر) গঠন করেন।[২] এ সংগঠনটি মূলত সামাজিক অত্যাচার, প্রশাসনিক স্বৈরাতান্ত্রিকতা এবং বৈদেশিক আগ্রাসন প্রতিরোধ করার জন্য গঠিত হয়েছিল।[৩] কিছুদিন পর এ লীগ 'জাতীয় মাসূনী গণজামায়েত (মাহফিলু মাসূনী ওয়াতানী) নামে কাজ করে।[৪] মিসরের পদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ, রেনেসাঁর কবি সাহিত্যিকগণ ও সামরিক অফিসারবৃন্দ এ দলের বা গণজামায়েতের অন্যতম সদস্য ছিলেন। কবি বারূদী এ দলের একজন অন্যতম সদস্য ছিলেন। প্রাথমিক পর্যায়ে এ দলের সদস্য সংখ্যা ৩০০ এর অধিক ছিল।[৫] নুবার পাশার সরকার মিসরের সেনাবাহিনীর শক্তিবৃদ্ধির পক্ষপাতি ছিলেন না। ফলে তিনি বেশ কিছু সংখ্যক সেনা অফিসারকে পেনশন প্রদান করেন এবং অনেককে চাকুরিচ্যুত করেন। নুবার পাশার সরকার এ কর্মসূচীর অংশ হিসাবে ১৮৭৯ খ্রিষ্টাব্দের ১৮ ফেব্রুয়ারী প্রায় আড়াই হাজার

---

১. Rifaat Bey, The Awakening of Modern Egypt, P. 180.
২. ড. আলী মুহাম্মদ আল-হ্বাদীদী, মাহমুদ সামী আল বারূদী শাইরুন নাহদা, পৃ. ১৫৬।
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৫।
৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৬।
৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৬।

Dhaka University Institutional Repository

সৈনিকের বেতন ৫০% হ্রাস করেন। ফলে সেনাবাহিনীতে বিদ্রোহের আগুন ধূমায়িত হতে আরম্ভ করে।[১] এরূপ পরিস্থিতিতে নুবার পাশার সরকারের পতন অনিবার্য হয়ে উঠে। সেনাবাহিনীর অসন্তোষের কারণে খেদীভ ইসমাঈল তাঁকে অপসারণ করেন এবং যুবরাজ তাওফীক পাশাকে মিসরের প্রধানমন্ত্রী মনোনীত করে একটি মন্ত্রীসভা গঠনের জন্য তাঁকে আহবান জানান। কিন্তু তাওফীক পাশার এ নতুন মন্ত্রীসভা থেকেও বিদেশী মন্ত্রীদ্বয়কে সম্পূর্ণরূপে বাদ দেওয়া সম্ভব হয়নি।[২]

বিদেশী এ মন্ত্রীদ্বয় ক্যাবিনেটে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে না পারলেও তাদের ইচ্ছা শক্তির বাইরে কোন প্রকার সিদ্ধান্ত গ্রহনের ক্ষমতা ক্যাবিনেট রাখত না। সুতরাং মিসরের দেশীয় স্বার্থ রক্ষায় তাওফীকের মন্ত্রীপরিষদ নুবার সরকার থেকে উত্তম ছিল না। এ সময় জনগণের উপর খেদীভের অত্যাচারের মাত্রা আরো বৃদ্ধি পায়। খেদীভের সীমাহীন স্বৈরশাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে ন্যাশনাল পার্টি (আল-জাম'ঈয়্যাতুল ওয়াতানিয়্যাহ) একটি পার্টি গঠিত হয়। ১৮৭৯ খ্রিষ্টাব্দের ২ এপ্রিল এ দলটি গঠিত এ পার্টির মুখপাত্র দেশের কল্যাণার্থে একটি সুষ্ঠু ও গণউপযোগী সংবিধান রচনা করার জন্য এবং দেশীয় মন্ত্রীদের সমন্বয়ে এমন একটি মন্ত্রীপরিষদ গঠনের জন্য খেদীভকে বল প্রয়োগ করে যে, পরিষদ জনপ্রতিনিধিত্বকারী মজলিসে শুরার (মজলিসে-ই-শুরা আন্ নাওয়াব) কাছে জবাবদিহি থাকবে।[৪] খেদীভ পার্টি এ গণমুখী দাবী মেনে নেন এবং জননন্দিত ও অভিজ্ঞ নেতা শরীফ পাশাকে একটি মন্ত্রীপরিষদ গঠন করার এবং একটি

---

১. মুসা আনসারী, আধুনিক মিসরের ঐতিহাসিক বিকাশধারা, (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৮ খ্রি.), পৃ. ৭২।

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২।

৩. আত তিজারাহ, সংখ্যা ২১৪, ২১৬, তাং ০৯/০৪/১৮৭৯ ।

৪. ড. শাওকী দায়ফ, আল-বারূদী রা'ইদুশ শি'রিল হাদীস, (কায়রো : ১৯৮৮ খ্রি.), পৃ. ৫৬।

*Dhaka University Institutional Repository*

সংবিধান রচনার জন্য আহবান জানান।[১] আল-জাম'ঈয়্যাতুল ওয়াতানিয়্যাহ ও মাহফিলু মাসূনী আল-ওয়াতানির নেতৃবৃন্দ দেশের এ অচলাবস্থায় খুব শংকীত হন। তাঁরা মনে করেন যে, খেদীভ ইসমাঈলের শাসনকাল দীর্ঘায়িত হলে দেশের ধ্বংসাত্মক পরিণতি অনিবার্য হয়ে উঠবে। উলামা সমাজ এ মর্মে মতামত পেশ করেন যে, মুসলমানদের উপর স্বৈরশাসন মূলত ইসলামী শিক্ষা ও আদর্শের পরিপন্থী। ইসলামী শাসন পদ্ধতি শুরা ভিত্তিক হওয়া আবশ্যক। সুতরাং স্বৈরশাসক খেদীভ ইসমাঈলকে অতি সত্ত্বর ক্ষমাতচ্যুত করা কিংবা হত্যা করা জরুরী।[২] এভাবে মিসরে স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে গনআন্দোলন দানা বেঁধে উঠে। এমতাবস্থায় তারা একজন নিবেদিত প্রাণ ও বিচক্ষণ নেতার অপেক্ষা করতে থাকেন। দক্ষ সমর নেতা ও বিশিষ্টি রাজনীতিক বারূদীকেই তারা তাদের কাঙ্খিত নেতৃত্বের আসনে সমাসীন করেন। এ প্রসঙ্গে বারূদীর মন্তব্য নিম্নরূপ :[৩]

''واصبحت محسود الجلال كاننى + على كل شئ في الزمان أمير''

"আমি সম্মান খ্যাতি লাভের কারণে ঈর্ষনীয় হলাম। আমি যেন প্রতিটি বিষয়ে কালের নেতা মনোনীত হলাম"।

কবি মাহমুদ সামী আল-বারূদী মিসরের সেই কঠিন সংকটময় সময়ে দক্ষ নাবিক ও বিপ্লবী নেতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে প্রিয় মাতৃভূমির সার্বিক সাফল্য ও প্রাচীন ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনার জন্য সর্বাত্মক বিপ্লবের আহবান জানান। তিনি স্বৈরশাসন ও সাম্রাজ্যবাদীদের শোষণ ও নিপীড়ন থেকে মুক্তির জন্য 'কাসিদাতুল লামিয়াহ' রচানা

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬।

২. ড. আলী মুহাম্মদ আল-হাদীদী, মাহমুদ সামী আল-বারূদী শাইরুন নাহদা, পৃ. ১৫৮।

৩. হুসাইন আল-মারসাফী, আল-আমিলাতুল আদাবিয়্যাহ, (কায়রো: ১৮৭৯ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ৪৭৯।

*Dhaka University Institutional Repository*

করেন। এ সময় কবি জাতির উদ্দেশ্যে অত্যন্ত জোরালো বক্তব্য পেশ করেন। উল্লেখিত কাসিদায় জাতিকে উদ্দেশ্য করে কবি বলেন :[১]

''دلت بهم مصر بعد العز واضطربت + قواعد الملك حتى ظلى في خلل

وأصبحت دولة الفسطاط خاضعة + بعد الإباء، وكانت زهرة الدول

واصبح الناس في عمياء مظلمة + لم يخط فيها امرؤ إلا على زلل

فمالكم لا تعاف الضيم أنفسكم + ولا تزول غواشيكم في الكسل''

"স্বৈরশাসকের কারণে সম্মানিত মিসর আজ অসম্মানিত হতে চলেছে। এর রাজত্বের ভীত নড়ে গেছে এবং লন্ডভন্ড হয়ে গেছে। ফুসসাত রাষ্ট্র (মিসর) এর উন্নতির পর এ অবনতি হয়ে পড়েছে। অথচ এটি একদিন ছিল সাম্রাজ্য সমূহের পুষ্পস্বরূপ। এর অধিবাসী গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়েছে। সকলের পদস্খলন হয়েছে। তোমাদের কী হলো যে, নিজেদের অপদস্থতার প্রতিবাদ করছো না? যে অবসাদ তোমদেরকে আচ্ছাদিত করেছে তা দূরীভূত করছ না কেন?"

তিনি একজন সাহসী ও দূরদর্শী নেতার বলিষ্ঠ নেতৃত্বের এবং বিপ্লবের আহাবান জানান।[২]

449254

''قلدوا أمركم شهما أخا ثقة + يكون رداء لكم في الحادث الجل

ماضي البصيرة غلاب، إذا اشتبهت + مسالك الرأى صار الباز بالخجل

إن قال برا وإن ناداه منتصر + لبى، وإن هم لم يرجع بلا نفل''

১. মাহমুদ সামী পাশা আল-বারুদী, দীওয়ানুল বারুদী, খ. ৩, পৃ. ১৭-১৮।

২. প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১৭-১৮।



ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

*Dhaka University Institutional Repository*

"তোমরা এমন একজন নির্ভরযোগ্য ও কর্মতৎপর ভাইয়ের অনুসরণে ও নেতৃত্বে তোমাদের কাজ চালিয়ে যাও, যিনি সংকটময় মূহুর্তে তোমাদের সাহায্য সহযোগীতা করতে পারেন। তিনি হবেন খুবই দূরদর্শী ও অধিক বিজয়ী বীর পুরুষ। যখন তার সামনে চলার পথ অস্পষ্ট হয়ে আসবে, তিনি সুকৌশলে ও স্বীয় প্রজ্ঞা বলে তা অতিক্রম করবেন। তিনি যা বলবেন তাই বাস্তবায়ন করবেন। সাহায্য প্রার্থীর আহবানে তিনি সাড়া দিবেন। আর যুদ্ধের ইচ্ছা করলে তিনি গনিমত ছাড়া প্রত্যাবর্তন করবেন না।"

মুহাম্মদ শরীফ পাশা খেদীভের অনুরোধে একটি খসড়া সংবিধান প্রস্তুত করেন। এ সংবিধানের একটি ধারা ছিল, মন্ত্রীসভার যে কোন সিদ্ধান্ত গনপ্রতিনিধিত্বমূলক মজলিসে শুরার এখতিয়ারভূক্ত থাকবে। সংবিধানে মোট ৪৯ টি ধারা সন্নেবেশিত ছিল। শরীফ পাশার নেতৃত্বে গঠিত মন্ত্রীসভা থেকে বিদেশী মন্ত্রীদ্বয়কেও বাদ দেয়া হয়। বিদেশী স্বার্থ সংরক্ষণ বিরোধী একটি গণতান্ত্রিক সংবিধান প্রস্তুত করার কারণে ইঙ্গো-ফরাসী আতাঁত খেদীভের প্রতি ভীষণভাবে রুষ্ট হয়। ফলে তারা খেদীভ ইসমাঈলকে অপসারণের জন্য উসমানীয় সুলতান আব্দুল হামীদকে ভীষণভাবে চাপ প্রয়োগ করতে থাকে। তাদের চাপের মুখে সুলতান ১৮৭৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৬ জুন খেদীভ ইসমাঈলকে ক্ষমতাচ্যুত করে যুবরাজ তৌফিক পাশাকে খেদীভ নিযুক্ত করেন।[১] খেদীভ তৌফিক বাহ্যত একজন জাতীয়তাবাদী ও সংস্কারপন্থী হিসাবে মিসরের ক্ষমতার মসনদে অধিষ্ঠিত হন। তাঁর সরকারের মন্ত্রীপরিষদ গঠন করার জন্য জনপ্রিয় নেতা শরীফ পাশাকে

১. ড. শাওকী দায়ফ, আল-বারূদী রা'ইদুশ শি'রিল হাদীস, (কায়রো : ১৯৮৮ খ্রি.), পৃ. ৭০।

Dhaka University Institutional Repository

আমন্ত্রণ জানান।[১] নবগঠিত শরীফ পাশার গঠিত এ মন্ত্রীসভায় মাহমুদ সামী পাশা আল-বারূদীকে শিক্ষা ও ওয়াকফমন্ত্রী (Education & Waqf minister) মনোনীত করা হয়।[২] শরীফ পাশা তাঁর প্রস্তুতকৃত খসড়া সংবিধান নবনিযুক্ত খেদীভ তৌফিকের নিকট পেশ করেন। কিন্তু অতি অল্প সময়ের মধ্যেই খেদীভ তৌফিক সাম্রাজ্যবাদীদের ক্রীড়ানকে পরিণত হন। তাদের মনজয় করার জন্য দেশে পুনরায় দ্বৈত শাসন চালু করেন। তার মন্ত্রীসভায় বিদেশী কন্ট্রোলারদের এমনভাবে স্থান দেন যে, তারা সেখানে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবে না কিন্তু আলোচনায় অংশগ্রহণ ও বিভিন্ন ধরণের প্রস্তাব রাখতে পারবেন। এ ছাড়া তিনি সংবিধান ও মজলিসে শূরা প্রত্যাখ্যান করেন।[৩] খেদীভ কর্তৃক খসড়া সংবিধান চূড়ান্ত অনুমোদন না করার কারণে শরীফ পাশা পদত্যাগ করেন।[৪] তার পদত্যাগের পর ১৮৭৯ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ আগষ্ট রিয়াদ পাশাকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করা হয় এবং ২১ সেপ্টেম্বের তাঁর নেতৃত্বে একটি মন্ত্রীপরিষদ গঠিত হয়।[৫] উক্ত মন্ত্রীসভায় বারূদীকে পুনরায় ওয়াকফ মন্ত্রী মনোনীত করা হয়।[৬]

এ সময় খেদীভ রিয়াদ সরকারের সহযোগীতায় জনগণের উপর শোষণ ও নিপীড়নের মাত্রা বাড়িয়ে দেন। ১৮৭৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৪ আগষ্ট বিদেশী শাসকদের ইঙ্গিতে শায়খ জামালুদ্দিন আল-আফগানীকে বন্দি করে সঙ্গী সাথী সহ তাকে মিসর থেকে

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০।
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০।
৩. ড. আলী মুহাম্মদ আল-হাদীদী, মাহমুদ সামী আল-বারূদী শাইরুন নাহদা, (কায়রো : ১৯৬৭ খ্রি.), পৃ. ৭২।
৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২।
৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২।
৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২।

Dhaka University Institutional Repository

বহিস্কার করেন।[১] এ সময় বারূদী একটি বিপ্লব সৃষ্টির সুযোগ সন্ধান করছিলেন। তিনি তাঁর নিয়ন্ত্রনাধীন মন্ত্রনালয়ের সংস্কার সাধনের দিকে বিশেষ দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। মন্ত্রনালয়ের জড়াজীর্ণ ও ত্রুটিপূর্ণ আইনগুলো তিনি সংশোধন করেন। তিনি মন্ত্রী থাকাকালীন সময় সমাজ কল্যাণমূলক প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন করেন। জাতীয় উলামা, ঐতিহাসিক ও প্রকৌশলীদের সমন্বয়ে উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠন করে মন্ত্রনালয়ের বিলুপ্ত ও দখলকৃত ওয়াকফ সম্পত্তি উদ্ধারের ব্যবস্থা করেন। তিনি অনেক মসজিদ, শিক্ষালয় ও অনাথ আশ্রম নির্মান করেন। বিভিন্ন মসজিদে সংরক্ষিত মূল্যবান পান্ডুলিপিসমূহ ও গ্রন্থাদি সংগ্রহ করেন। দারুল কুতুব আল মিসরিয়্যাহ প্রতিষ্ঠিত হলে এ সকল দুস্প্রাপ্য ও মূল্যবান পান্ডুলিপিসমূহ সেখানে স্থানান্তরিত করেন।[২] তিনি আরবী প্রত্নতাত্বিক ও ঐতিহাসিক নিদর্শনাদি ও শিলালিপিসমূহ একত্রিত করে মসজিদুল হাকামে সেগুলো সংরক্ষণ করেন। এগুলো যথাযথভাবে সংরক্ষণ ও প্রদর্শনীর জন্য জাদুঘর নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করেন।[৩] এছাড়া বারূদী সমাজ সংস্কার ও জনকল্যাণমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি জমঈ'য়াতুল মাকাসিদ আল-খাইরিয়্যাহ (Organization of Welfare Activities) এর ভাইস প্রেসিডেন্ট মনোনীত হন। এটি ১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। মূলত এটি আলেকজেন্দ্রিয়ার 'আব্দুল্লাহ নাদীম ইসলামী কল্যাণ ইনস্টিটিউট' এর অনুকরনে প্রতিষ্ঠিত। এর সভাপতি ছিলেন আব্বাস হিলমী।[৪] বিভিন্ন

১. আল ওয়াকায়ে আল মিসরিয়্যাহ, ৩১ আগষ্ট ১৮৭৯, আল আহরাম ২৮/০৮/১৮৭৯।

২. ড. আলী মুহাম্মদ আল-হাদীদী, মাহমুদ সামী আল-বারূদী শাইরুন নাহদা, পৃ. ১৭৪; জুরজী যায়দান, তারিখু মাশাহীরিশ শারক, খ. ১, পৃ. ৩০০।

৩. ড. আলী মুহাম্মদ আল-হাদীদী, পৃ. ১৭৪।

৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৫।

*Dhaka University Institutional Repository*

শাখা প্রতিষ্ঠান, অনাথ আশ্রম, দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করা ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর চিকিৎসা ও শিক্ষার ব্যবস্থা করা এ সংগঠনের প্রধান কাজ ছিল। কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর এ সংগঠনটি রাজনৈতিক ও সাহিত্যিক একাডেমীতে রূপান্তরিত হয়।[১] প্রতি সপ্তাহে এখানে একটি সভা অনুষ্ঠিত হতো। এতে জাতীয় সাহিত্যিক ও রাজনীতিক বিশেষ করে আফগানীর বিশিষ্ট শিষ্যবৃন্দ আলোচনায় অংশগ্রহণ করতেন। এক পর্যায়ে এটি মিসরের একটি প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়।

খেদীভ তৌফিক ও রিয়াদ সরকারের স্বৈরশাসনে মিসরের জনজীবন অতিষ্ট হয়ে পড়ে। তাদের প্রশাসনিক দূর্বলতার সুযোগ নিয়ে সাম্রাজ্যবাদীদের আগ্রাসন ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। সাম্রাজ্যবাদীরা কখনও পর্যবেক্ষক আবার কখনও কর্মকর্তারূপে সরকারী কাজে হস্তক্ষেপ করে, আবার কখনো বিভিন্ন সংস্থা ও কোম্পানীর নামে দেশীয় সম্পদ গ্রাস করতে থাকে। এদিকে মোটা অংকের বৈদেশিক ঋণের কিস্তি পরিশোধের জন্য তারা জনসাধারনের উপর বিভিন্ন প্রকার কর চাপিয়ে তাদের নিস্পেষিত করতে থাকে। তাদের এ স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে জনগন প্রচন্ডভাবে ক্ষুব্ধ হয়।

খেদীভ তৌফিকের শাসনামলে সেনাবাহিনী ও সেনা অফিসারগণ বিভিন্ন বঞ্চনা ও নিপীড়নের শিকার হন। ফলে সেনাবাহিনীর দীর্ঘদিনের এক পুঞ্জীভূত ক্ষোভ তাদের মধ্যে প্রতিবাদের স্পৃহা জন্ম দেয়। বিশেষ করে ১৮৭৫-১৮৭৬ খ্রিষ্টাব্দে হাবশার যুদ্ধের পর থেকে দেশীয় সামরিক অফিসারদের মধ্যে এক আন্দোলনের বীজ বপিত হয়। এ যুদ্ধে

১. জুরজী যায়দান, তারিখু মাশাহীরিশ শারক, খ. ৪, পৃ. ৮৬।

*Dhaka University Institutional Repository*

প্রায় ৭৫০০ জন সৈনিককে আত্মহুতি দিতে হয়।[১] এর ফলে দেশীয় সৈনিকগণ সঙ্গোপনে আন্দোলনের জন্য সংগঠিত হতে থাকে। কারন উক্ত বলকান যুদ্ধে সৈনিকগণ দীর্ঘ সময় একত্রে অবস্থানের ফলে পারস্পরিক মত বিনিময়ের সুযোগ লাভ হয়। এ সুযোগে তারা সংগঠিত হয়। এই সংগঠিত সৈন্যের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। তখন এ দলে ৬০০ জন সেনা অফিসার, ২০০০ জন সাধারন সৈনিক ও সামরিক বিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষার্থী ছিল।[২] সৈনিকদের সঙ্গোপনে সংগঠিত হওয়ার মূল কারন ছিল হাবশার যুদ্ধে নিহত সৈনিকদের জন্য খেদীভ সরকার সামান্যতম দুঃখ প্রকাশ ও সমবেদনা প্রকাশ না করা। বরং যুদ্ধক্ষেত্রে খেদীভ সরকার স্বজনপ্রীতি করে শুধুমাত্র সারকাসীয় ও তুর্কী সেনা অফিসারদের পদন্নোতির ব্যবস্থা করে। মিসরীয় সামরিক অফিসার যেমন আহমদ উরাবী, আলী রুবা, আব্দুল আল প্রমুখ সেনা অফিসারদের প্রমোশনের ব্যবস্থা করা হয়নি।[৩] সুসংগঠিত এ সেনাদল এক পর্যায়ে বৈদেশিক মিশ্র শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়ে উঠে। খেদীভ তৌফিক পাশা সেই সেনা বিদ্রোহকে অঙ্কুরে বিনাশ করার লক্ষ্যে তাদের উদীয়মান নেতা আহমদ উরাবী পাশা, আলী রুবা ও মুহাম্মদ আননাদী প্রমুখকে মাহমুদ সামী পাশা আল-বারুদীর নিকট স্বপর্দ করেন। আল-বারুদী বিভিন্ন কলা কৌশলে তাদেরকে মুক্তি প্রদান করেন।[৪] এ ক্ষেত্রে তাঁর মূল উদ্দেশ্য ছিল শাসনতান্ত্রিক আন্দোলনকে বেগবান করা এবং সামরিক ক্ষেত্রে ইনছাফ প্রতিষ্ঠা করা। এ ঘটনার ফলে আন্দোলনকারীরা বারুদীর প্রতি ভীষনভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়েন।

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৯।
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭০।
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭০।
৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭০-১৭১।

*Dhaka University Institutional Repository*

তাঁরা গোপনে তাঁর সাথে যোগযোগ রক্ষা করতে শুরু করেন।[১] বারূদী সেনা অফিসারদের সে আন্দোলনের সাথে সম্পূর্ণরূপে ঐক্যমত পোষণ করেন এবং অতি সঙ্গোপনে তাদের কাজে সহযোগীতা করতে আরম্ভ করেন। বারূদীর পরামর্শে তারা মিসরীয় জাতীয় দল (আল-হিযবুল ওয়াতানিল মিসরী) প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাদের গোপন কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য 'হুলওয়ান' নামক এক নির্জন স্থানে কেন্দ্রীয় কার্যালয় স্থাপন করেন।[২] এ দলের প্রথম সারির নেতাদের অন্যতম কয়েকজন হলো : আহমাদ উরাবী, মাহমুদ সামী আল-বারূদী, আব্দুল আল হিলমী, আলী ফাহমী, হুসাইন আশ শাফিঈ, সুলাইমান আবাহাস প্রমুখ।[৩] খেদীভের স্বৈরশাসন ও সাম্রাজ্যবাদীদের প্রতিবাদ, সৈনিকদের ন্যায্য দাবী আদায়, জনগণের স্বার্থরক্ষা ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রেক্ষাপট তৈরী ইত্যাদি ক্ষেত্রে এ দল এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এরই সূত্র ধরে মিসরের স্বাধীনতা আন্দোলন অপ্রতিরোধ্য হয়। ১৮৭৯ খ্রিষ্টাব্দের ৪ নভেম্বর এ দলের মুখপাত্র 'আস-সিয়াসিয়্যাহ' প্রকাশিত হয়। এর প্রথম প্রকাশনা বই ২০ হাজার কপি ছাপানো হয়।[৪] তাদের দলীয় এ মুখপাত্রে খেদীভের অস্থিতিশীলতা ইত্যাদির সার্বিক অবস্থা প্রচারিত হয়। বিভিন্ন প্রমাণ্য রিপোর্ট জাতিকে জাগিয়ে তুলে। জনগন খেদীভ শাসনের বিরুদ্ধে ভীষণ প্রতিবাদী হয়ে উঠে। এ অবস্থা খেদীভ তাওফীক ও

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭০-১৭১।
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭১-১৭২।
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭২।
৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭২।

*Dhaka University Institutional Repository*

প্রধানমন্ত্রী রিয়াদ পাশাকে সন্ত্রস্ত করে তুলে।[১] তারা এ পার্টির প্রথম সারির নেতাদের চিহ্নিত করে শাস্তি প্রদানের চেষ্টা করে ব্যর্থ হন।

এ সময় কবি আল-বারূদী বাহ্যত তাওফীক ও রিয়াদ পাশার সরকারের সাথে থেকে তাদের গোপন সিদ্ধান্তগুলো দলের নেতাকর্মীদের অবহিত করেন। যাতে করে তাদের ভবিষ্যত কর্মসূচী গ্রহণ করতে অসুবিধা কিংবা ভুল না হয়।[২] ফরাসী মুখপাত্র 'মনিটর ইঞ্জিনিয়ার' এর ১০ জুন ১৮৮১ তারিখের এক রিপোর্টে অনুযায়ী তখন ৯১২ জন বুদ্ধিজীবীকে সুদানে নির্বাসন দেয়া হয়।[৩] রিয়াদ সরকার বিশিষ্ট সংগঠক, শিক্ষাবিদ ও সাংবাদিক আদীব ইসহাক ও মুফতি মুহাম্মদ আব্দুহু সহ আরও অনেক প্রতিবাদী নেতাকর্মীদের দেশত্যাগে বাধ্য করেন।[৪] জনগণের প্রতিবাদের ভাষা স্তব্ধ করার জন্য মিরআতুশ শারক, মিসর, আত-তিজারাহ, মিসরুল কাহিরা, আল-মাসাজির, ইজিপসিয়ানু, আল ইস্কান্দারিয়া ও আল- মাসরূহের মত বিখ্যাত পত্রিকাসমূহ বন্ধ করে দেয়া হয়। আর কিছু পত্রিকা মিসরে প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়। এগুলো হলো আন-নাহলাহ, আন-নাদ্দারাহ, আল-কাহিরা ও আশ-শারক।[৫] এ ছাড়া কৃচ্ছতার নামে অনেক দেশী চাকুরীজীবীকে চাকুরী থেকে বরখাস্ত করা হয় ও অনেককে বাধ্যতামূলক অবসর দেয়া হয়। অপরদিকে বৈদেশিক চাকুরীজীবীদের চাকুরীর সুযোগ সুবিধা এবং বিদেশী

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭২।
২. ড. আলী মুহাম্মদ আল-হাদীদী, আল-বারূদী শাইরুন নাহদা, (কায়রো : ১৯৬৭ খ্রি.), পৃ. ১৮০।
৩. প্রাগুক্ত, টীকা নং ২, পৃ. ১৭৮
৪. মুসা আনসারী, আধুনিক মিসরের ঐতিহাসিক বিকাশধারা, পৃ. ৮১।
৫. ড. আলী মুহাম্মদ আল-হাদীদী, আল-বারূদী শাইরুন নাহদা, (কায়রো : ১৯৬৭ খ্রি.), পৃ. ১৭৮।

Dhaka University Institutional Repository

অফিসারদের সংখ্যা মাত্রাতিরিক্তভাবে বাড়ানো হয়।[১] এ সময় রিয়াদ পাশার প্রতিরক্ষামন্ত্রী ছিলেন উসমান রিফকী পাশা। তিনি মিসরের সেনাবাহিনীর সংস্কারের নামে স্বদেশী বিদ্রোহী সামরিক কর্মকর্তাদের ক্ষমতা বিলুপ্ত করেন।[২] সামরিক ক্ষেত্রে পদোন্নতি দানের ক্ষেত্রে তুর্কী ও সার্কাসীয়দের ব্যাপারে পক্ষপাতিত্ব করা হয়।[৩] ফলে স্বদেশী সৈনিকগণ এ অন্যায়ের প্রতিবাদে রুখে দাঁড়ান। তাদের মহান নেতা আহমাদ উরাবী, আব্দুল আল হিলমী ও আলী ফাহমী ১৮৮১ খ্রিষ্টাব্দের ১৭ জানুয়ারী সরকারের নিকট একটি স্মারকলিপি পেশ করেন। এতে প্রতিরক্ষামন্ত্রী উসমান রিফকীর অপসারণ ও সামরিক ক্ষেত্রে সাম্য ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার দাবী জানানো হয়।[৪] তাদের দাবী সরকারের নিকট উপেক্ষিত হয় এবং তাদের আন্দোলন অংকুরে বিনাশ করার জন্য এ তিনজন নেতাকে গ্রেফতার করা হয়। সামরিক আদালতে তাদের বিচার করার নীলনকশা করা হয়। সরকারের এ গোপন সিদ্ধান্তের কথা বারূদী আন্দোলনের নেতা কর্মীদের জানিয়ে দেন।[৫]

ফেব্রুয়ারীতে সামরিক আদালতে তাদের বিচার শুরু হলে বিপ্লবী সেনাদল আদালতের জজদের আটক করে এবং সামরিক মন্ত্রনালয় তছনছ করে নেতৃত্রয়কে উদ্ধার করেন।[৬] অতঃপর প্রচন্ড আন্দোলনের মুখে তাওফীকের সরকার দূর্বল হয়ে পড়ে। এ সময় মাহমুদ সামী আল-বারূদী খেদীভ তাওফীককে উরাবী ও তাঁর সাথীদের দাবী সমূহ

---

১. ড. শাওকী দায়ফ, আল-বারূদী রা'ইদুশ শি'রিল হাদীস, (কায়রো : ১৯৮৮ খৃ.), পৃ. ৭৩।
২. মুসা আনসারী, আধুনিক মিসরের ঐতিহাসিক বিকাশধারা, পৃ. ৮১।
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১।
৪. ড. আলী মুহাম্মদ আল-হাদীদী, আল-বারূদী শাইরুন নাহদা, (কায়রো : ১৯৬৭ খ্রি.), পৃ. ১৮৩।
৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮১।
৬. মুসা আনসারী, আধুনিক মিসরের ঐতিহাসিক বিকাশধারা, পৃ. ৮২।

*Dhaka University Institutional Repository*

মেনে নেয়ার জন্য পরামর্শ দেন। খেদীভ প্রতিরক্ষামন্ত্রী উসমান রিফকী পাশাকে অপসারণ করেন এবং মাহমুদ সামী পাশা আল-বারূদীকে নৌ পরিবহন ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী মনোনীত করেন।[১] বারূদী সামরিক বিভাগের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বকলহ প্রশমিত করার এবং সামরিক বাহিনীকে ঢেলে সাজানোর চেষ্টা করেন। তিনি সামরিক বিভাগের আইন কানুন সংস্কার করেন এবং সৈনিকদের বেতন বৃদ্ধি করে দেন।[২]

সামরিক বিভাগে কিছু সংস্কার করতে না করতেই প্রতিরক্ষা মন্ত্রনালয়ে বিভিন্নমুখী ষড়যন্ত্র দানা বেঁধে উঠতে আরম্ভ করে।[৩] সেনা বিদ্রহের ব্যাপারে বারূদীর সন্দেহপূর্ণ ভূমিকা গ্রহন, আন্দোলন প্রশমিত করার ক্ষেত্রে তাঁর সফল ও কার্যকরী উদ্যোগ ইত্যাদি কর্মকান্ড তাঁকে রিয়াদ সরকারের নিকট সন্দিহান করে তুলে। ফলে রিয়াদের গোয়েন্দা কর্মকর্তারা তাঁর সার্বক্ষণিক গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করতে আরম্ভ করে।[৪] অতপর তারা তাঁকে একজন বিদ্রোহী ও আন্দোলনকারী বারূদী হিসাবে দেখতে পান। ফলে বারূদীকে প্রতিরক্ষা মন্ত্রনালয় থেকে অপসারণের চেষ্টা করা হয়।[৫] ২২ আগষ্ট ১৮৮১ খ্রিষ্টাব্দে বারূদী প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে দায়িত্বভার ছেড়ে দেয়ার জন্য সরকার সমীপে একটি ইস্তফাপত্র পেশ করেন। বারূদীর এ ইস্তফাপত্র প্রকৃতপক্ষে খেদীভের বিরুদ্ধে একটি হুমকি ছিল। যা পরবর্তীতে ভয়াবহ আন্দোলনের পথ সুনিশ্চিত করে।[৬] রিয়াদ সরকার বারূদীর ইস্তফাপত্র গ্রহণ করেন এবং তাঁকে তার সরকারের গৃহীত সিদ্ধান্তের কথা

---

১. ড. শাওকী দায়ফ, আল-বারূদী রা'ইদুশ শি'রিল হাদীস, পৃ. ৭৩।
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩।
৩. ড. আলী মুহাম্মদ আল-হাদীদী, আল-বারূদী শাইরুন নাহদা, পৃ. ১৮৩।
৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৫।
৫. মুসা আনসারী, আধুনিক মিসরের ঐতিহাসিক বিকাশধারা, পৃ. ৮২।
৬. ড. আলী মুহাম্মদ আল-হাদীদী, আল-বারূদী শাইরুন নাহদা, পৃ. ১৮৫।

*Dhaka University Institutional Repository*

জানান। সিদ্ধান্তটি ছিলো; তাকে কায়রো ত্যাগ করতে হবে কিংবা কায়রো থাকলে কোন প্রকার রাজনীতির সাথে জড়িত হতে পারবেন না।[১] বারূদী রিয়াদ সরকারের এ সিদ্ধান্তের তীব্র সমালোচনা করেন এবং গভীর মর্মবেদনায় ক্লিষ্ট হয়ে মানসুরা প্রদেশের 'কারকিরা' এর উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।[২] এ সময় বারূদীর এক দীর্ঘ কাসিদায় রিয়াদ সরকারের বিভিন্ন অপকীর্তির কথা প্রকাশ পেলে জনগণের মাঝে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। কাসিদায় বারূদী বলেন :[৩]

وكيف يصلح أمر الناس في بلد + حكامه كبنات اللهو خدام

"যে দেশের শাসক মহিলার মত (অকর্মণ্য) ও ভাবাবেগ কুপ্রবৃত্তির দাস, সে দেশের মানুষের কাজ কিভাবে কল্যাণকর হবে"?

শহরের ব্যস্ততম যান্ত্রিক জীবন, রাজনৈতিক অস্থিরতা, শাসকের নির্যাতন-নিপীড়ন, ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, যুদ্ধ ও অস্ত্রের ঝনঝনানি ইত্যাদি থেকে দূরে সরে এসে নিভৃত পল্লী জীবন কবিকে বিমুগ্ধ করে। তিনি আবারে যেন সেই প্রশান্তিময় দিনগুলো ফিরে পান। কিন্তু জীবনের এ পর্যায়ে এসে যৌবনের দায়িত্বহীন আনন্দঘন দিনের দিকে ফিরে যাওয়া কবির পক্ষে আর সম্ভব ছিল না। অধিকারহারা জাতি যখন তাদের অধিকার ফিরে পাবার জন্য স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করছে এবং দেশ ও জাতি যখন সাম্রাজ্যবাদীদের আগ্রাসন থেকে মুক্তি পাবার জন্য জাতীয়তাবাদী নেতৃবর্গের দিকে তাকিয়ে রয়েছে তখন বারূদীর মত একজন সমাজ সচেতন দূরদর্শী ও বিদ্রোহী নেতা

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৫-১৮৬।

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৫-১৮৬।

৩. ড. শাওকী দায়ফ, আল-বারূদী রা'ইদুশ শি'রিল হাদীস, পৃ. ৭৪।

Dhaka University Institutional Repository

নিজ কর্তব্য বিমুখ হয়ে বসে বসে মূল্যবান সময় নষ্ট করতে পারেন না। তাই দেশ ও জাতীর স্বার্থে অতিদ্রুত তিনি কায়রো গমন করেন।

অতঃপর আবার শুরু হয় তীব্র আন্দোলন ও সংগ্রাম। বারূদীর বাসভবন থেকে আন্দোলনের নেতৃত্ব ও কর্মসূচী নির্ধারিত হতে থাকে। পদস্থ সামরিক অফিসার মাহমুদ সামী আল-বারূদী এখন জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অবিসম্বাদিত নেতা। তাঁর মূল্যবান পরামর্শ ও গতিশীল নেতৃত্ব আন্দোলনকে বেগবান করে।[১] রিয়াদ সরকার এ অবস্থায় ভীষণভাবে শংকিত হয়ে পড়ে। তিনি বারূদীর অনুরূপ আরেকটি বিকল্প পরামর্শ সভা তার সরকারী ভবনে চালু করেন; যাতে করে বারূদীর পরামর্শ সভা ভেঙ্গে যায় ও সরকারী দল ভারী হয়। কিন্তু সরকারের সেই পরামর্শ সভার কতিপয় সুবিধাভোগী কর্মকর্তা ও পদলোভী আমলা ছাড়া কোন একনিষ্ঠ কর্মী পাওয়া গেল না।[২]

আন্দোলনের এ চূড়ান্ত পর্যায়ে প্রতিরক্ষামন্ত্রী দাউদ পাশা তৃতীয় রেজিমেন্টকে কায়রো হতে আলেকজেন্দ্রিয়ায় বদলির নির্দেশ দেন। যে রেজিমেন্টে উরাবী সহ বিপ্লবী নেতৃবৃন্দ ছিলেন।[৩] উরাবী পন্থীগণ মন্ত্রীর এ নির্দেশ উপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ১৮৮১ খ্রিষ্টাব্দের ৯ সেপ্টেম্বর তারা আবেদীন প্রাসাদে এক মহা বিক্ষোভ করে সরকার সমীপে নিম্নোক্ত দাবী পেশ করেন।[৪]

- বর্তমান মন্ত্রী পরিষদ বাতিল কর;
- প্রতিনিধিত্বকারী মজলিসে শুরা পুনঃপ্রতিষ্ঠা কর;
- মিসরের সামরিক বাহিনীর কলেবর বৃদ্ধি কর।

---

১. ড. আলী মুহাম্মদ আল-হাদীদী, আল-বারূদী শাইরুন নাহদা, (কায়রো : ১৯৬৭ খ্রি.), পৃ. ১৯০।

২. আল বারূদী, দীওয়ান, খ. ২, পৃ. ১৬৩-১৬৪।

৩. মুসা আনসারী, আধুনিক মিসরের ঐতিহাসিক বিকাশধারা, পৃ. ৮২।

৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২; Rifaat Bey, The Awakening of Modern Egypt, London, 1958, P. 183-184.

*Dhaka University Institutional Repository*

অতঃপর তাদের তীব্র আন্দোলনের মুখে খেদীভ তাওফীক পাশা রিয়াদকে অপসারণ করে শরীফ পাশাকে পুনরায় প্রধানমন্ত্রী মনোনীত করেন এবং একটি নতুন মন্ত্রীপরিষদ গঠন করার জন্য অনুরোধ জানান।[১] শরীফের নতুন মন্ত্রীসভায় বারূদীকে নতুন প্রতিরক্ষামন্ত্রী মনোনীত করা হয়।[২] তিনি প্রতিনিধিত্বকারী মজলিসে শুরা প্রতিষ্ঠা করেন এবং পূর্বে খসড়া সংবিধান বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করেন।[৩] সংবিধানের ধারা অনুযায়ী বাজেট অনুমোদনের কর্তৃক মজলিশে শুরার উপর অর্পন করা হয়। কিন্ত ইঙ্গো-ফরাসী সরকার মিসরের জাতীয় বাজেট প্রস্তুত ও অনুমোদনের ক্ষেত্রে তাদের উপস্থিতি অত্যাবশ্যক মর্মে এক জোরালো দাবী মিসর সরকারের নিকট উত্থাপন করে।[৪] ক্যাবিনেট প্রধান শরীফ পাশা তাদের দাবী মানতে গড়িমশি করলে তারা এ ব্যাপারে খেদীভের উপর ভীষণ চাপ প্রয়োগ করে। ফলে তাদের চাপের মুখে খেদীভ ১৮৮২ খ্রিষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে শরীফ পাশাকে অব্যাহতি প্রদান করেন ও তাঁর মন্ত্রীসভা ভেঙ্গে দেন।[৫] অতপর মাহমুদ সামী আল বারূদীকে প্রধানমন্ত্রী মনোনীত করে একটি নতুন মন্ত্রীপরিষদ গঠন করার জন্য তাঁকে অনুরোধ জানান।[৬] ১৮৮২ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারীর শেষে শরীফ পাশা কর্তৃক গঠিত মন্ত্রীসভা ভেঙ্গে যায় এবং ১৮৮২ খ্রিষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে বারূদী

---

১. ড. শাওকী দায়ফ, আল-বারূদী রা'ইদুশ শি'রিল হাদীস, (ক্বায়রো : ১৯৮৮ খ্রি.), পৃ. ৭৫।
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫।
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫।
৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫।
৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫।
৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫।

*Dhaka University Institutional Repository*

নতুন মন্ত্রীপরিষদ গঠন করেন।[১] বারূদী আন্দোলনকারী নেতৃবর্গের সমন্বয়ে একটি নতুন মন্ত্রীপরিষদ গঠন করেন।

মিসরের ইতিহাসে এটি সর্বপ্রথম একটি জাতীয় সরকার গঠনের নযীর সৃষ্টি করে।[২] এ মন্ত্রীসভা মূলত মজলিসে শুরার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মিসরের জনগণের স্বার্থে পরিচালিত হয় বিধায় একে 'আল-ওয়াযারাতুল ওয়াতানিয়্যাহ' (স্বদেশী মন্ত্রীপরিষদ) নামে আখ্যায়িত করা হয়।[৩] উক্ত মন্ত্রীপরিষদের প্রথম কাজ ছিল জনগণের দীর্ঘ দিনের কাংঙ্খিত শাসনতন্ত্র বাস্তবায়ন করা। বারূদীর সরকার দেশকে বৈদেশিক আগ্রাসন মুক্ত করার প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে তাঁর মন্ত্রীসভা থেকে বিদেশী কন্ট্রোলারদের বিদায় দান করেন।[৪] তাঁর সরকার ক্ষমতাসীন হবার তিন দিন পর শরীফ পাশা কর্তৃক প্রণীত খসড়া সংবিধান সংসদে পাশ করিয়ে নেন।[৫] বাজেট পরীক্ষা-নীরিক্ষা ও পর্যালোচনা করা সংসদের এখতিয়ারভূক্ত হয়। মন্ত্রীপরিষদের সমানসংখ্যক সদস্যদের নিয়ে গঠিত একটি কমিটির উপর জাতীয় বাজেট পরীক্ষা-নীরিক্ষা করার দায়িত্ব অর্পন করা হয় এবং সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে সেই বাজেট পাশ করার আইন চালু করা হয়।[৬] ১৮৮২ খ্রিষ্টাব্দের ৮ ফেব্রুয়ারী বারূদী মজলিশে শুরার প্রধান হিসাবে সংসদ অধিবেশনের প্রথম সভা পরিচালনা করেন। এ সভায় বারূদী একটি ঐতিহাসিক বক্তব্য পেশ করেন। বারূদী এ ঐতিহাসিক বক্তব্যে দেশাত্মবোধ ও প্রকৃত গণতন্ত্রের সূর প্রতিধ্বনিত হয়েছে। তিনি

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫।
২. মুসা আনসারী, আধুনিক মিসরের ঐতিহাসিক বিকাশধারা, পৃ. ৮৫।
৩. ড. আলী মুহাম্মদ আল-হাদীদী, আল-বারূদী শাইরুন নাহদা, পৃ. ২০০।
৪. মুসা আনসারী, আধুনিক মিসরের ঐতিহাসিক বিকাশধারা, পৃ. ২০২।
৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০২।
৬. মুসা আনসারী, আধুনিক মিসরের ঐতিহাসিক বিকাশধারা, (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৮ খ্রি.), পৃ. ৮৬।

Dhaka University Institutional Repository

যে একজন মহান নেতা, যোগ্য পার্লামেন্টিরিয়ান ও বলিষ্ঠ বাগ্মী এ বক্তব্য তা প্রমাণ করেছেন। ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক আর-রাফিঈ তার এ বক্তব্য মূল্যায়ন করতে গিয়ে বলেন :

**''بخطابه الذى يعد من أبلغ ما كتب البارودي، ومن أقوي الخطب السياسية، بل هو قطعة رائعة من الادب السياسي لما تضمنه من المعاني السامية والأراء السديدة، والنصائح الحكيمة والأسلوب البليغ''**

উল্লেখ্য, মিসরবাসীগণ এতদিন নিজদেশে পরবাসী ছিলেন। নিজেদের শরীরের রক্ত পানি করে তারা যে ফসল ফলাতেন, তা তাদের ভাগ্যে জোটত না। সামরিক, বেসামরিক অফিস-আদালত সর্বত্রই তারা অবহেলিত ছিলেন। ছিলেন বঞ্চিত ও নিগৃহীত। বারূদীর সরকার তাদের ন্যায্য অধিকার ফিরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেন।[১] ফলে মিসরের জনগন বিজয়ের আনন্দে মেতে উঠে। পত্র-পত্রিকা ও সভা সমিতিতে এ আনন্দের বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

আল বারূদী সরকার গঠিত হবার পর জাতির ভাগ্যাকাশে আশা আকাঙ্খার সোনালী সূর্য উদ্ভাসিত হয়। বারূদী জাতির আশা পূরণের সুযোগ পেয়ে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি এ ধরণের শুভ প্রহরের প্রতীক্ষা করছিলেন দীর্ঘ দিন যাবৎ। বারূদী তাঁর এক কবিতায় বলেন :[২]

**سعيت فأدركت المنى غير أنني + أضعت شبابي في سبيل طلابي**

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৫।

২. মাহমুদ সামী পাশা আল-বারূদী, দীওয়ানুল বারূদী, খ. ১, পৃ. ৭৫।

*Dhaka University Institutional Repository*

"আমি আমার জীবনের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য চেষ্টা করেছি এবং সেখানে পৌঁচেছি। তবে আমি আমার চাওয়া পাওয়ার জন্য আমার যৌবনকালকে নিঃশেষ করেছি।"

বারূদীর সরকার ভাগ্যহত জাতির উন্নয়ন ও অগ্রগতির প্রচেষ্টা চালাতে থাকেন। কিন্তু প্রচলিত বিধিবিধান ও ভূমি রাজস্বনীতি সবই ছিল সাধারন ফাল্লাহীন শ্রেণীর স্বার্থ বিরোধী। বারূদীর সরকার সব কালোকানূন সংশোধনের জন্য চেষ্টা অব্যাহত রাখেন কিন্তু স্বার্থান্বেষীদের ষড়যন্ত্রের কারণে অনেক কিছুই অসম্পূর্ণ থেকে যায়। কেবলমাত্র চাকুরীর ক্ষেত্রে কালাকানূন দূরীভূত করতে না করতেই তাদের ষড়যন্ত্র ব্যাপকভাবে দানা বাঁধে।[১] এ সময় সার্কসীয় সামরিক অফিসারগণ ষড়যন্ত্রমূলকভাবে মিসরীয় সেনা অফিসারদের হত্যা করে। এ হত্যাকান্ডের সাথে জড়িত ৪০ জন সামরিক অফিসারকে ১৮৮২ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে সামরিক আদালতে যাবজ্জীবন নির্বাসনের রায় প্রদান করা হয়।[২] দন্ডপ্রাপ্তদের মাঝে সাবেক প্রতিরক্ষামন্ত্রী উসমান রিফকী পাশাও ছিলেন।[৩] আদালতের রায় চুড়ান্তভাবে অনুমোদনের জন্য খেদীভের সমীপে পেশ করা হয়। খেদীভ ইংরেজ কনসালদের পরামর্শক্রমে এ রায়কে অনুমোদন না করে বরং উসমান রিফকী পাশা ও তার সাথীদের পদমর্যাদা অক্ষুন্ন রাখেন। খেদীভের এরূপ আচরণ ছিল মূলত মিসরের স্বায়ত্বশাসনের পরিপন্থী। বারূদীর মন্ত্রীসভা খেদীভের এরূপ

১. মুসা আনসারী, আধুনিক মিসরের ঐতিহাসিক বিকাশধারা,পৃ. ৮৬।
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬।
৩. Parlimentary papers: Affair of Egypt, Milet to Granvil, 1882 in Rifaat Bey, The Awakening of Modern Egypt,
(Lahor), P. 195.

*Dhaka University Institutional Repository*

আচরণে ভীষণভাবে ক্ষুব্ধ হয়। এমতাবস্থায় দেশে এক বিরাট রাজনৈতিক সংকট দেখা দেয়। এ সময় মিসরবাসীগণ জাতীয়তাবাদী ও খেদীভবাদী এ দুই শিবিরে বিভক্ত হয়ে পরে। আর খেদীভ তাওফীক পাশা সম্পূর্ণরূপে সাম্রাজ্যবাদীদের ক্রীড়ানকে পরিণত হন। সংসদ সদস্যগনের পরামর্শক্রমে ক্যাবিনেট প্রধান মাহমুদ সামী আল বারূদী খেদীভের সাথে আলোচনার মাধ্যমে এ সংকট নিরসনের চেষ্টা করেন। এক পর্যায়ে সংকট নিরসন হয়। এভাবে জাতীয়তাবাদী শক্তি সুদৃঢ় হলে সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের অবদমিত করার জন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাড়ানোর জন্য খেদীভকে শক্তি ও সাহস যোগাতে থাকে। এমনকি তাদের বিরুদ্ধে আলেকজেন্দ্রিয়ায় ইঙ্গো-ফরাসী যুক্ত নৌবহর প্রেরন করে। তারা খেদীভের নিকট এক চরম পত্রে উরাবী পাশাকে দেশ ত্যাগ ও মন্ত্রীসভা বাতিলের দাবি জানান।[১] মিসরের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে সাম্রাজ্যবাদীদের এ ধরনের নগ্ন হামলায় জাতীয়তাবাদী তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে এবং এর জন্য তারা খেদীভ তাওফীককে দোষারোপ করে। দেশের প্রতি খেদীভের এরূপ বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিবাদে বারূদীর মন্ত্রীসভার সদস্যগণ একযোগে পদত্যাগ করেন।[২] খেদীভ তাওফীক নতুন মন্ত্রীপরিষদ গঠন করার জন্য কোন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির সন্ধান পাচ্ছিলেন না।[৩] বারূদী দেশের নাজুক এ পরিস্থিতির বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন :[৪]

لعل بلجة نور يستضاء بها + بعد الظلام الذي عمت دياجرة

إني أرى أنفسا ضاقت بما حملت + وسوف يشتهر حد السيف شاهرة

১. ড. শাওকী দায়ফ, আল-বারূদী রা'ইদুশ শি'রিল হাদীস, (কায়রো : ১৯৯৮ খ্রি.), পৃ. ৭৬-৭৭।
২. মুসা আনসারী, আধুনিক মিসরের ঐতিহাসিক বিকাশধারা, পৃ. ৮৭।
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭।
৪. মাহমুদ সামী পাশা আল-বারূদী, দীওয়ানুল বারূদী, খ. ২, পৃ. ১২৯।
৮. মুসা আনসারী, আধুনিক মিসরের ঐতিহাসিক বিকাশধারা, পৃ. ৮৮।

Dhaka University Institutional Repository

"ঘনীভূত আঁধারের পর সম্ভবত কিছু উজ্জলতা দেখা দিয়েছে। তা থেকে আলো সংগ্রহ করার বাসনা করা হচ্ছে। আমি কিছু মানুষকে তাদের উপর বিপদ ঘনিয়ে আসার কারণে ভীষণ সংকীর্ণতায় পড়তে দেখেছি। অতি অল্প সময়ের মধ্যে তার তরবারীর তীক্ষ্নতা কমে যাবে।"[৮]

আহমাদ উরাবী পাশার নেতৃত্বে মিসরে খেদীভ বিরোধী প্রবল আন্দোলন শুরু হয়। খেদীভ উপায় না দেখে পুনরায় উরাবী পাশাকে প্রতিরক্ষামন্ত্রীর দায়িত্ব প্রদান করেন। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদীরা ১৮৮২ খ্রিষ্টাব্দের ৩১ মে ও ১৮৮২ খ্রিষ্টাব্দের ৭ জুলাই ইস্তাম্বুলে অনুষ্ঠিত এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে প্রতিরক্ষামন্ত্রী আহমদ উরাবী পাশার অপসারণ, মিসরে দ্বৈতশাসনের পুনঃপ্রবর্তন এবং মিসরস্থ ব্রিটিশ জান-মালের নিরাপত্তা বিষয়ে ইংরেজদের দায়িত্ব ইত্যাদি বিষয়ক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।[১] এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হবার পর উরাবীপন্থীগণ সাম্রাজ্যবাদীদের প্রত্যাসন্ন হামলার মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকে। অতপর ১৮৮২ খ্রিষ্টাব্দের ১৩ সেপ্টেম্বর 'তেল্লুল কাবীর' প্রান্তরে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে উরাবী বাহিনী সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয়ে যায়। এর ফলে মিসর ব্রিটিশ উপনিবেশে পরিণত হয়।[২] ১৮৮২ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ সেপ্টেম্বর কায়রর পতন ঘটে।[৩] বারূদী তার আন্দোলনকারী বন্ধুদেরকে সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে এ ধরনের একটি অসম যুদ্ধে অবতীর্ণ না হয়ে বরং কূটনৈতিক উপায়ে এ অবস্থার মোকবেলা করার জন্য অনুরোধ

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯।

২. ড. শাওকী দায়ফ, আল-বারূদী রা'ইদুশ শি'রিল হাদীস, (কায়রো : ১৯৯৮৮ খ্রি.), পৃ. ৭৯।

৩. মুসা আনসারী, আধুনিক মিসরের ঐতিহাসিক বিকাশধারা, পৃ. ৭৯।

*Dhaka University Institutional Repository*

জানিয়ে ছিলেন।[১] এটি ছিল তখনকার অবস্থার আলোকে বারূদীর একটি বিজ্ঞচিত পরামর্শ। তিনি মনে করেছিলেন প্রত্যক্ষ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লে তাদের আন্দোলন অংকুরেই বিনষ্ট হবে। এ আন্দোলনকে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব হবে না। তবে তিনি কাপুরুষিতভাবে যুদ্ধ থেকে বিরত থাকার জন্য পরামর্শ দেননি। তাই দেখা যায়, যখন জাতীয় স্বার্থে প্রত্যক্ষ যুদ্ধের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় তখন বারূদী প্রত্যক্ষ সমরে অবতীর্ণ হয়ে প্রাণপণে যুদ্ধ জয়ের চেষ্টা করেন। বরং কতিপয় নেতা, যারা যুদ্ধের জন্য বাহ্যত সক্রিয় ছিলেন, সম্মুখ সমরে তাদের উপস্থিত দেখা হতে গেল না। অনেক নেতার এরূপ দ্বিমুখী আচরণ বারূদীকে ভীষণভাবে ব্যথিত করে।

'তেল্লুল কাবীর' যুদ্ধে পরাজয়ের পর আহমদ উরাবী পাশা, মাহমুদ সামী আল-বারূদী, তুলাবা উসমত, আব্দুল আল হিলমী, আলী ফাহমী, মাহমুদ ফাহমী, ইয়াকুব সামী প্রমুখ নেতাদের গ্রেফতার করা হয়। এ গ্রেফতারের মাধ্যমে তাদের আশা আকাঙ্খা গুড়িয়ে যায় এবং তাদেরকে অন্ধকার কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। শুধু তারাই অন্ধকার কারাগারে নিক্ষিপ্ত হলেন না বরং গোটা মিসরবাসী সাম্রাজ্যবাদীদের অন্ধকার কারাগারে নিক্ষিপ্ত হলো।[২]

১৮৮২ খ্রিষ্টাব্দের ২৬ ডিসেম্বর খেদীভ তাওফীক পাশা উরাবী আন্দোলনের নেতৃবর্গের সাথে স্বরণদ্বীপ তথা বর্তমান শ্রীলংকায় নির্বাসনের নির্দেশ জারি করেন। ফলে কবিকে সুদীর্ঘ ১৭ বছর নিরবচ্ছিন্নভাবে সেই নির্জন দ্বীপে নির্বাসিত জীবন যাপন করতে

১. ড. শাওকী দায়ফ, আল-বারূদী রা'ইদুশ শি'রিল হাদীস, পৃ. ৯১।
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০।

*Dhaka University Institutional Repository*

হয়।[১] নির্বাসিত জীবনে কবি মানবেতর জীবন যাপন করেন। স্বদেশ ও স্বজনদের বিয়োগে তিনি শারিরিক ও মানসিক অসুস্থ হয়ে পড়েন। । ১৮৮২ খ্রিষ্টাব্দের ২৬ ডিসেম্বর এক বিশেষ জাহাজে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের এ মহান নেতাদের সিংহলে নির্বাসনে পাঠানো হয়।[২] ১৮৮২ সালের ১০ জানুয়ারী তারা শ্রীলংকার রাজধানী কলোম্বোতে অবতরন করেন। কবি 'কায়দুল আওয়াদিব' শীর্ষক গদ্য সাহিত্যে উক্ত বিদায়ের কিছু করুন চিত্র তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন।[৩] বিদায়ের প্রাককালে মাতৃভূমি ও স্বজন হারানোর ব্যথা কবিকে ভীষণ ভাবে ব্যথিত করে। তার এক দীর্ঘ কাসিদায় বিদায় মূহুর্তের চিত্র ফুটে উঠেছে। এতে কবি বলেন :[৪]

ولما وقفنا للوداع وأسبلت + مدامعنا فوق الترائب كالمزن

أهبت ببصري أن يعود فعزني + وناديت خلسي أن يثوب فلم يغن

وما هي إلا خطوة ثم أقلعت + بنا شطوط الحي أجنحة السفن

"যখন আমরা বিদায়ের জন্য দাঁড়ালাম, আমাদের অশ্রুমালা আমাদের গ্রীবাদেশ দিয়ে বৃষ্টির মত ঝড়তে লাগল। এ সময় আমি আমার দৃষ্টি মাতৃভূমি হ'তে ফিরিয়ে নেবার ব্যর্থ চেষ্টা করলাম। আর আমার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেল। এ দৃশ্য ছিল ক্ষণিকের জন্য। অতঃপর জাহাজ আমাদের নিয়ে সমুদ্রের মাঝে হারিয়ে গেল।"

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১।

২. ড. আলী মুহাম্মদ আল-হাদীদী, আল-বারুদী শাইরুন নাহদা, (কায়রো : ১৯৬৭ খ্রি.), পৃ. ১৪৯৯।

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭২।

৪. মাহমুদ সামী পাশা আল-বারুদী, দীওয়ানুল বারুদী, (বৈরুত : দারুল জায়ল, ১৯৯৫ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ৫-৬; দীওয়ানের আয়েক্টি বর্ণনা অনুযায়ী ৩য় চরণটি নিম্নরূপ:

ولم تمض إلا خطرة، ثم أقلعت + بنا عن شطوط الحي أجنحة السفن

*Dhaka University Institutional Repository*

কবি ইতোপূর্বে একাধিকবার তাঁর প্রিয়জনদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সামরিক অভিযানের উদ্দেশ্যে বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে বিদেশ যাত্রা করেছেন। কিন্তু এবারের মত কখনই তিনি ভেঙ্গে পড়েননি। কারণ তাঁকে অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানদেরকে অসহায় স্ত্রীর তত্ত্বাবধানে রেখে অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য নিরুদ্দেশের পথে পাড়ি জামতে হচ্ছে। কবির জীবনে এটি ছিল এক কঠিন অগ্নি পরীক্ষা ও হৃদয় বিদারক ঘটনা। কবি বলেন:[১]

وما كنت جربت النوى قبل هذه + فلما دهتني كدت أقضي من الحزن

ولو لا بنيات وشيب عواطل + لما عدت نفسي على فانت سني

"আমি ইতোপূর্বে (স্বদেশ হ'তে আরও অনেকবার বিদায় গ্রহণ করেছি কিন্তু) কখনো এমন অগ্নি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হইনি। যখন বিদায় মূহুর্ত আমার কাছে এল, মনে হল যেন আমি গভীর দুশ্চিন্তায় শেষ হয়ে যাচ্ছি। যদি আমার ঘরে ছোট-ছোট ছেলেমেয়ে এবং অভিভাবকহীন বয়স্কা স্ত্রী না থাকত, তবে আমি ধ্বংসের জন্য এত আহত হতাম না।"

'মরিউত' জাহাজটি তাদের নিয়ে কলম্বোতে পৌঁছলে কলম্বোর মুসলমানগণ তাদের অভ্যর্থনা জানানোর জন্য বন্দরে ভীড় জমান। উরাবী পাশার হিসাব অনুযায়ী তখন শ্রীলংকায় মুসলমান ছিল ২ লাখ ৫০ হাজার। উল্লেখ্য যে, মুসলমানগণ দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আরব ও ভারত থেকে এদেশে এসে বসতি স্থাপন করে।[২] শ্রীলংকার সরকার তাদের অবস্থানের জন্য চারটি বাসার ব্যবস্থা করেন। এর একটি কবি বারূদী, মাহমুদ ফাহমী ও কবির ভৃত্য কাফুরের জন্য বরাদ্দ দেয়া হয়। এ সময় কবির সঙ্গে তার একান্ত অনুগত খাদেম কাফুর ছাড়া আর কেউ ছিলেন না। তাঁর সহধর্মীণি আদিলাহ দু

---

১. প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৭-৮।

২. ড. আলী মুহাম্মদ আল-হাদীদী, আল-বারূদী শাইরুন নাহদা, পৃ. ২৭৩, টীকা ৭।

*Dhaka University Institutional Repository*

কারণে কবির সফরসঙ্গি হতে পারেননি। প্রথমত : তাঁর মাতা ভীষণ অসুস্থতায় মৃত্যুর প্রহর গুনছিলেন এবং তিনি ছাড়া তাঁর সেবা করার আর কেউ ছিল না। দ্বিতীয়ত : তিনি কায়রোতে থেকে তাঁর নিকট আত্মীয় খেদীভ পরিবারকে তাঁর স্বামীর নির্বাসনাদেশ প্রত্যাহারের জন্য চেষ্টা করেন। খেদীভ ইসমাঈলের মাতা খোশিয়ার খানম তাঁর নিকট আত্মীয় ছিলেন। উল্লেখিত কারণে বারূদীর স্ত্রী তাদের সন্তান মুহাম্মদ, সুমাইয়্যাহ, সামিরাহ, শাতিরাহ ও সারিয়্যাহকে নিয়ে কায়রোতে থেকে যান।

কবি তাঁর নির্বাসনের প্রথম আট বছর শ্রীলংকার রাজধানী কলম্বোতে অবস্থান করেন। কোন কোন ঐতিহাসিক সাত বছরের কথাও উল্লেখ করেছেন।[১] এ সময় তিনি নিঃসীম বেদনার মাঝে তাঁর পাথর সময়গুলো অতিবাহিত করেন। যদিও কলম্বোর প্রাকৃতিক দৃশ্যবলী মনোরম ছিল, কিন্তু প্রবাস জীবনের দীর্ঘ একাকিত্ব কবিকে অনেকটা দিশেহারা করে তুলে। তাঁর এক কবিতায় এর কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কবি বলেন :

منازل لم تألف بها النفس مألفا + على أن فيها كل ما تشتهي النفس

ولا عيب فيها غير أن ليس لي بها + أنيس وفقد الخل في غربة حبس

"সে স্থানে (কলম্বোতে) আমার হৃদয় ভোলানো সবই বিদ্যমান ছিল, তারপরও সেখানে আমার অন্তরের কোনই আকর্ষণ ছিল না। সেখানে আপন জনের অবর্তমান ছাড়া আর কোন রকমের ত্রুটি ছিল না। প্রকৃত পক্ষে আপনজন ছাড়া প্রবাস জীবন কারাবাসেরই সাদৃশ"

১. সাইদাহ রামাদান, শাইরিয়াতুল বারূদী, (কায়রো : ১৯৭৯ খ্রি.), পৃ. ১৮৩।

*Dhaka University Institutional Repository*

যে মূহুর্তে কবি অব্যক্ত জ্বালা বুকে নিয়ে তাঁর কঠিন প্রবাস সময় অতিবাহিত করছিলেন সে সময় সাম্রাজ্যবাদীদের দোসর কিছু কথিত সাংবাদিক কবি ও অন্যান্য নেতৃবর্গের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে কলুষিত করার অপপ্রয়াসে লিপ্ত হয়। তাঁরা পত্রিকায় মন্তব্য করেন যে, কবি বারূদী নিছক ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য আন্দোলনের ডাক দিযে দেশ ও জাতিকে বিভ্রান্তির দিকে ঠেলে দিয়েছেন। তিনি খেদীভ তাওফীক পাশাকে অপসারন করে তাঁর মসনদ দখলের জন্য আন্দোলনে সক্রিয় হন।[১] কথিত সাংবাদিকগণ এভাবে জাতির মাঝে তাদের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ব্যাপারে সন্দেহের বীজ বোনার অপচেষ্টা চালাতে থাকে। তাদের এ ধরনের অপবাদের কারণে কবি ভীষণভাবে মর্মাহত হন এবং এর তীব্র প্রতিবাদ করে 'আন্দোলন কাহিনী' শীর্ষক একটি দীর্ঘ কাসিদা রচনা করেন।[২]

কবি এ কাসিদার মাধ্যমে মিসরের জনগণের নিকট তাদের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে একটি পরিস্কার ধারনা দিতে চেষ্টা করেন। এতে পরিস্কার হয়ে যায়যে, কবি বারূদী একটি উদার ও সাহসী সত্তা নিয়ে সাম্রাজ্যবাদীদের হাত থেকে দেশ মুক্ত করার জন্য আন্দোলনের নেতৃত্ব প্রদান করেন। এ আন্দোলনের কারনে কবি জীবনের অনেক সুযোগ সুবিধা ও পদমর্যাদা থেকে বঞ্চিত হন। তিনি আন্দোলনের স্বার্থে অনেক বিনীদ্র রাত অতিবাহিত করেন এবং প্রাণান্তকর কষ্ট স্বীকার করেন। অনেক সময় সম্পূর্ণ একা রিয়াদ পাশার বিরুদ্ধে লড়েছেন এবং

১. ড. আলী মুহাম্মদ আল-হাদীদী, আল-বারূদী শাইরুন নাহদা, (কায়রো : ১৯৬৭ খ্রি.), পৃ. ২৭৯।

২. মাহমুদ সামী আল-বারূদী, দীওয়ানুল বারূদী, খ. ৩, পৃ. ৬-৩৭।

Dhaka University Institutional Repository

খেদীব তাওফীক পাশার বিরুদ্ধে বির্তকে লিপ্ত হয়েছেন। একজন বিশিষ্ট সাংবাদিক যিনি দীর্ঘদিন যাবৎ আন্দোলনকারীদের সাথে অবস্থান করেছেন এবং বারূদীকে খুব কাছে থেকে পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ পেয়েছেন তিনি তাঁর মন্তব্যে বলেন : "আমার নিকট এটা পরিস্কার যে, আমরা মহান নেতা বারূদীর নেতৃত্বের মূল্যায়ন করতে ভুল করেছি। আমি ব্যক্তিগতভাবে তাঁর শত্রুর নিকট থেকেও জেনেছি যে, তিনি খেদীভ ইসমাঈল পাশার শাসনামল থেকেই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন এবং এজন্য তাঁর জীবনে অনেক কষ্টও সহ্য করতে হয়েছে। তবুও তিনি এক মূহুর্তের জন্যও আন্দোলন থেকে পিছপা হননি। এ আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় অনেকেই যেমন: আবদুল্লাহ নাদীম, মুফতী মুহাম্মদ আব্দুহু, আহমাদ উরাবী পাশা প্রমুখ স্বীকার করেছেন যে, বারূদীর সক্রিয় সহযোগীতা এবং গতিশীল নেতৃত্বের ফলে আন্দোলনের গতি অধিকতর বেগবান হয়। খেদীভ ইসমাঈল পাশা তাঁকে আন্দোলন থেকে সরানোর জন্য বিভিন্নভাবে প্রলোভন দেখিয়েছেন এবং প্রচুর অর্থ সম্পদ ও বিভিন্ন সরকারী সুযোগ সুবিধা প্রদানের আশ্বাস দিয়েছেন, কিন্তু বারূদী সব কিছু সদম্ভে প্রত্যাখ্যান করেছেন। বরং তিনি এ আন্দোলন চালাতে গিয়ে তাঁর নিজের প্রচুর সম্পদ ব্যয় করেছেন। সুতরাং তাঁর অবস্থা সেই কাফেলার মত, পথিমধ্যে যার হাওদা পড়ে গেছে।[১]

উল্লেখিত আলোচনা থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, বারূদী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পিছনে কোন প্রকার হীন স্বার্থ জড়িত ছিল না। শুধুমাত্র দেশের কল্যানেই তিনি তাঁর জীবন-যৌবন আন্দোলনের পিছনে ব্যয় করেন।

---

১. ড. আলী মুহাম্মদ আল-হাদীদী, মাহমুদ সামী আল-বারূদী শাইরুন নাহদা, পৃ. ২৮৩-২৮৪।

*Dhaka University Institutional Repository*

কবি পত্নী আদিলাহ দীর্ঘদিন তার স্বামীর চিন্তায় ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ১৮৮৫ খ্রিষ্টাব্দে ৩৭ বছর বয়সে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন।[১] নির্বাসিত জীবনে হঠাৎ করে এত বড় দুঃসংবাদ কবির হৃদয়কে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে ফেলে। কবি তাঁর স্ত্রীর মৃত্যুতে 'কাসিদাতুল দালিয়্যাহ' রচনা করেন।[২]

স্ত্রীর শোক না সামলাতেই আরেকটি শোক সংবাদ কবির ভগ্ন হৃদয়কে কঠিনভাবে আঘাত করে। আর তা হলো তার আদরের কন্যা 'শাতিরা'র মৃত্যু সংবাদ। গভীর দুঃখ ও শোকে কবি পাথর হয়ে যান। তাঁর হৃদয়ে অধিক দুঃখ প্রকাশ করার মত ভাষা কিংবা স্থান কোনটিই ছিল না। সে কারণেই কবি তাঁর কন্যার শোকে গাঁথা দু' লাইনের বেশী রচনা করতে সক্ষম হননি। চরন দুটি নিম্নরূপ :[৩]

فزعت إلى الدموع فلم تجبني + وفقد الدمع عند الحزن داء

وما قطرت في جزع، ولكن إذا غلب الأسى ذهب البكاء

"আমি কাঁদতে পারলাম না। গভীর দুঃখের মূহুর্তে কাঁদতে না পারাটা একটি ব্যাধি। কঠিন দুঃখের কারণে আমার অশ্রু শুকিয়ে গেছে। কারন যখন দুঃখ ভারী হয়, তখন কান্না চলে যায়।"

কবির জীবনের এ সীমাহীন কষ্টের মূহুর্তে তাঁর আন্দোলনের সহযাত্রী ও নির্বাসন সঙ্গী ইয়াকুব সানী ১৮৮৫ খ্রিষ্টাব্দের শেষের দিকে স্বীয় কন্যা আমিনার সাথে বিবাহের ব্যবস্থা করে তাঁর ভগ্নপ্রায় জীবনে গতি ও ছন্দ ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেন।[৪] তখন

১. সাইদাহ রামাদান, শাইরিয়্যাতুল বারুদী, পৃ. ১৮৩।
২. মাহমুদ সামী পাশা আল-বারুদী, দীওয়ানুল বারুদী, খ. ১, পৃ. ৮১।
৩. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৯।
৪. ড. আলী মুহাম্মদ আল-হাদীদী, মাহমুদ সামী আল-বারুদী শাইরুন নাহদা, পৃ. ২৯৬।

*Dhaka University Institutional Repository*

আমিনার বয়স ছিল মাত্র ১৯ বছর। তাঁর স্ত্রী গভীর ভালবাসা, সেবা ও আনন্দদানের মাধ্যমে কবির জীবনে স্বাভাবিকতা ও ছন্দ ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেন। কিন্তু তার আর সম্ভবপর হয়নি। ইতিমধ্যে অনেক আপনজন ও ঘনিষ্ট বন্ধুদের ক্রমাগত মৃত্যু সংবাদ কবিকে কঠিনভাবে শোকাবিভূত করে তোলে। ১৮৮৭ খ্রিষ্টাব্দে কবির অন্তরঙ্গ বন্ধু ও বিশিষ্ট সাহিত্যিক আহমদ ফারিস আশ শিদয়াক ইন্তেকাল করেন।[১] ১৮৮৯ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর সাহিত্য আসরের সহপাঠী ও শিক্ষামন্ত্রী আব্দুল্লাহ পাশা ফিকরী ইন্তেকাল করেন।[২] একই বছর বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও বারূদীর কাব্য সংকলক হুসাইন আল মারসাফী ইন্তেকাল করেন।[৩]

কবি স্ত্রী, কন্যা ও বন্ধুদের মৃত্যু শোকে ভীষন অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁর রোগাক্লিষ্ট শরীরের দ্রুত পতন ঘটতে আরম্ভ করে। চিকিৎসক তাঁকে কলম্বোর দূষিত আবহাওয়া ত্যাগ করে সবুজ ঘেরা স্বাস্থকর পরিবেশে যাওয়ার পরামর্শ দেন। ফলে কবি ১৮৯০ খ্রিষ্টাব্দে কলম্বো ত্যাগ করে 'কান্দি' নামক স্থানে গমন করেন।[৪] এ মনোরম আবহাওয়াও কবিকে সুস্থ করতে পারেনি। এ সময় ব্রিটিশ রানীর প্রাইভেট সেক্রেটারী উইলিয়াম গ্রেগরী শ্রীলংকায় তাদের অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য আসেন। চিকিৎসক তাঁকে জানান শ্রীলংকার আবহাওয়া তাদের শরীরের জন্য উপযোগী নয়। সে কারণে গ্রেগরী মিসরের খেদীভকে তাদের নিজ জন্মভূমিতে নিয়ে যাওয়ার কিংবা সাইপ্রাসে পাঠানোর জন্য

---

১. মাহমুদ সামী পাশা আল-বারূদী, দীওয়ানুল বারূদী, খ. ২, পৃ. ২৩২।
২. প্রাগুক্ত,পৃ. ৫৫।
৩. প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৬১।
৪. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩২৮।

*Dhaka University Institutional Repository*

অনুরোধ জানান।[১] কিন্তু খেদীভ তাওফীক ও প্রধানমন্ত্রী রিয়াদ পাশা মনে করেন যে, তাদেরকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করলে কিংবা অন্যত্র নিয়ে গেলে আবারো জাতীয়তাবাদী আন্দোলন বেগবান হবে।[২]

সুতরাং এ মূহুর্তে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের আশা নিস্ফল হয়। এমতাবস্থায় বারূদী কবিতা চর্চার দিকে অধিক মনোনিবেশ করেন এবং কবিতাকেই তাঁর এ নির্জন জীবনের সান্তনা হিসাবে গ্রহণ করেন। এ সুযোগে তিনি ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য চর্চা করতে আরম্ভ করেন। এভাবেই তার প্রবাস জীবন অতিবাহিত হতে থাকে।

১৭ বছরেরও অধিক সময় এ মহান কবি, সাহিত্যিক ও সমরবিদ শ্রীলংকায় নির্বাসিত জীবন কাটান। অবশেষে ১৯০০ সালের মে মাসে দ্বিতীয় আব্বাস পাশার অনুগ্রহে মিসরে প্রর্ত্যাবর্তন করেন। শেষ জীবনে তাঁর গৃহ কবি ও সাহিত্যিকদের মিলন মেলায় পরিণত হয়। অবশেষে ১৯০৪ সালে ৬৫ বছর বয়সে তাঁর জীবন প্রদীপ নির্বাপিত হয়।

---

১. ড. আলী মুহাম্মদ আল-হাদীদী, মাহমুদ সামী আল-বারূদী শাইরুন নাহদা, পৃ. ৩০৩।

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৩।

*Dhaka University Institutional Repository*

# চতুর্থ অধ্যায়
## কবি আল-বারূদীর রচনাবলী ও সাহিত্যকর্ম

### প্রথম পরিচ্ছেদ
### দীওয়ানুল বারূদী (বারূদীর দীওয়ান)

### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
### আল-বারূদীর গদ্য সাহিত্য

### তৃতীয় পরিচ্ছেদ
### আল-বারূদীর কবিতা

Dhaka University Institutional Repository

# চতুর্থ অধ্যায়
# কবি আল-বারূদীর রচনাবলী ও সাহিত্যকর্ম
## প্রথম পরিচ্ছেদ
## দীওয়ানুল বারূদী (বারূদীর দীওয়ান)

**দীওয়ানুল বারূদী (বারূদীর দীওয়ান) ঃ**

কবি মাহমুদ সামী পাশা আল-বারূদী আধুনিক আরবী কাব্য জগতে এক অবিস্মরণীয় নাম। তাঁর অসাধারন সাহিত্যকর্ম ও রচনাবলী আরবী সাহিত্যের ভান্ডারকে করেছে উজ্জ্বল ও সমৃদ্ধ। মাহমুদ সামী পাশা আল-বারূদী মূলত একজন কবি হিসাবেই খ্যাত। তাঁর সাহিত্যকর্মের সিংহভাগই হলো কাসীদাহ ও খণ্ড কবিতাগুচ্ছ। তাঁর লিখিত কিছু গদ্য সাহিত্যেরও সন্ধান পাওয়া যায়, কিন্তু সেগুলো মাকামার মত ছন্দবদ্ধ গদ্য বিশেষ বলে সেগুলো তেমন পাঠক সমাদৃত হয়নি। কবির স্ত্রীর আর্থিক সহায়তায় এবং তাঁর সন্তান-স্বজন, ব্যক্তিগত লেখক, শুভানুধ্যায়ী ও মিসরের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিশেষ সহযোগীতায় তাঁর উল্লেখযোগ্য পাণ্ডুলিপিগুলো প্রকাশিত হয়।[১] নিম্নে সংক্ষিপ্তাকারে তাঁর রচনাবলী ও সাহিত্যকর্মের পরিচয় তুলে ধরা হলো।

বারূদীর সাহিত্য কর্মের মধ্যে দীওয়ান বা কাব্যসংকলন সর্বাধিক স্মরণযোগ্য। এ কাব্যসংকলন বা দীওয়ান ৪ খন্ডে সমাপ্ত। বারূদী রচিত কাসিদাহ ও খণ্ড কবিতাসমূহ এতে স্থান পেয়েছে। তাঁর এ অমর কীর্তি আধুনিক আরবী কাব্য জগতের এক প্রামাণ্য দলীল। আরবী কাব্যে তিনি যে 'নেও ক্লাসিসিজম' ধারার প্রবর্তন করেন, এ কাব্যগ্রন্থ তারই পথ নির্দেশক। যৌবনের ঊষালগ্ন থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তিনি যে সকল কাসিদাহ ও

১. ড. আলী মুহাম্মদ আলী হাদীদী, মাহমুদ সামী আল বারূদী শাইরুন নাহদা, (কায়রো : ১৯৬৭ খ্রি.), পৃ. ৪২৬।

*Dhaka University Institutional Repository*

খণ্ড কবিতা রচনা করেন এর প্রায় সবগুলো একটি পাণ্ডুলিপিতে একত্রিত করেন। এ পাণ্ডুলিপিটি নামির ( نمر ) ও এর কাসিদাহ ও কাব্যগুচ্ছ নামিরাহ ( نمره ) নামে পরিচিত হয়।[১] কবি নিজেই পাণ্ডুলিপিটিতে পাদটীকা সংযোজন করেন। টীকায় তিনি বিভিন্ন কঠিন ও দূর্বোধ্য শব্দের অর্থ ও ব্যাখ্যা, কাসীদাগুলোর রচনার প্রেক্ষাপট ও পূর্বাভাস এবং অস্পষ্ট চরণের ভাবার্থ লিপিবদ্ধ করেন।[২] শ্রীলংকার নির্বাসন থেকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের সময় কবি তাঁর এ পাণ্ডুলিপি সঙ্গে নিয়ে আসেন। পরবর্তীতে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত এর মধ্যে তেমন কোন কবিতা সংযোজিত হয়নি।[৩] কবি মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এ পাণ্ডুলিপির কাসিদাহ ও কাব্যগুচ্ছকে সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিমার্জনে ব্যস্ত থাকেন। পরবর্তীতে এ সংশোধিত পাণ্ডুলিপি তাঁর ব্যক্তিগত লেখক ইয়াকুত আল মারসির মাধ্যমে লিখিয়ে নেন। ইয়াকুত আল মারসি একজন কবি এবং আল আযহারের একজন বিশিষ্ট আলিম ছিলেন।[৪] আরবী বর্ণমালার ক্রমানুসারে এবং বর্ণমালার নামানুসারে এর অধ্যায়গুলো সাজানো হয় এবং প্রতিটি অধ্যায়ের নামকরণ কাফিয়ার (অন্তঃর্ণের) নামানুসারে করা হয়। এর কবিতাগুচ্ছকে বিষয়ভিত্তিক না সাজিয়ে স্ব স্ব কাফিয়ার অধিনে সাজানো হয়।[৫] কবি বারূদীর তিরোধানের পর কবিপত্নী আমিনা ইয়াকুব সামী তাঁর প্রয়াত স্বামীর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করার এবং তাঁকে অমর করে রাখার জন্য তাঁর প্রস্তুতকৃত কাব্য পাণ্ডুলিপিটি প্রকাশ করার এক দুঃসাধ্য উদ্যোগ গ্রহণ করেন। কবির শেষ জীবনের ঘনিষ্ট বন্ধু বিশিষ্ট পন্ডিট মাহমুদুল ইমামকে তিনি দীওয়ানটি সম্পাদনার জন্য বিশেষভাবে

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৬।
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৬।
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৬।
৪. মুখতারাত আল-বারূদী, (কায়রো : আল-জারিদা, ১৯০৯), খ. ১, পৃ. ১; খ. ৪, পৃ. ৪৮৮।
৫. ড. আলী মুহাম্মদ আল-হাদীদী, মাহমুদ সামী আল-বারূদী শাইরুন নাহদা, (আম্মান : ১৯৬৭ খ্রি.), পৃ. ৪২৬।

*Dhaka University Institutional Repository*

অনুরোধ জানান।[১] কবিপত্নি মূল পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণের জন্য মুস্তফা আব্দুল খালিককে দিয়ে তা লিখিয়ে নেয়ার ব্যবস্থা করেন।[২]

**দীওয়ানের পাণ্ডুলিপি সমূহ ঃ**

১) **আল্-নাসির পাণ্ডুলিপি ঃ** এটি কবির স্বহস্তে লিখিত। কবি তনয়া ফাতিমা ও মুশিরা এটি কবির অন্যান্য পাণ্ডুলিপির সাথে সযত্নে সংরক্ষণ করেন।[৩]

২) **ইয়াকুত আল-মারসি সম্পাদিত পাণ্ডুলিপি ঃ** কবির সংশোধিত এ পাণ্ডুলিপিটি ইয়াকুত আল-মারসি সংকলন করেন। এর কবিতাগুলো আরবী বর্ণমালার ক্রমানুসারে সাজানো এবং কবি নিজে এ পাণ্ডুলিপিটি অনুমোদন দান করেন।[৪]

৩) **মুস্তফা আব্দুল খালেক সম্পাদিত পাণ্ডুলিপি ঃ** মুস্তফা আব্দুল খালেক কর্তৃক সম্পাদিত এ পাণ্ডুলিপির কাজ সমাপ্ত হয় ১০ ডিসেম্বর ১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দে। এটি ৩১৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত। পরবর্তীকালে জাফর পাশার মাধ্যমে কবি পুত্র মুহাম্মদ আশরাফের নিকট হতে বিখ্যাত সংকলনদ্বয় আলী আল-জারীম ও শফিক মারুফ এর নিকট পৌছায়।[৫]

৪) **আজীজ আব্দুল করীম হতে প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপি ঃ** অনেকের মতে উক্ত পাণ্ডুলিপির সংকলক ছিলেন মুস্তফা আব্দুল খালেক। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩০৭। ১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দের ১৭ অক্টোবর এর সংকলনের কাজ সমাপ্ত হয়। এটি আজীজ আব্দুল করীমের নিকট গচ্ছিত ছিল। তিনি তাঁর পিতার কাছ থেকে উক্ত পাণ্ডুলিপি পান।[৬]

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৭, টীকা- ১।
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৭, টীকা- ২।
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৭, টীকা- ২।
৪. মাহমুদ সামী আল-বারুদী, দীওয়ানুল বারুদী, (বেরুত : দারুল জায়ল, ১৯৯৫ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ২৩২।
৫. ড. আলী মুহাম্মদ আল-হাদীদী, আল বারুদী শাইরুন নাহদা, (কায়রো : ১৯৬৭ খ্রি.), পৃ. ৪২৮।
৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৮-৪৩০।

*Dhaka University Institutional Repository*

**দীওয়ানুল বারূদীর সংস্করণ সমূহ ঃ**

**১ম সংস্করণ ঃ** কবি পত্নি আমিনা ইয়াকূব সামীর বিশেষ পৃষ্ঠপোষকতায় ও অর্থানূকূল্যে এবং কবির অন্তরঙ্গ বন্ধু ও শেষ জীবনের লেখক মাহমুদুল ইমামের ব্যাখ্যায় ও সম্পাদনায় এ সংস্করণের কাজ সমাপ্ত হয়। কায়রো আল জারীদাহ প্রকাশনালয় থেকে ১৯০৯ খ্রিষ্টাব্দে এটি দু'খন্ডে প্রকাশিত হয়।[১]

**২য় সংস্করণ ঃ** কায়রোর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সহায়তায় এবং আলী আল-জারীম ও মুহাম্মদ শরীফ মারূফের ব্যাখ্যায় ও সম্পাদনায় এ সংস্করণ দু'খণ্ডে প্রকাশিত হয়। ১ম খণ্ড ১৯৪০ খ্রিষ্টাব্দ এবং ২য় খণ্ড ১৯৪২ খ্রিষ্টব্দে দারুল কুতুব আল- মিসরিয়্যাহ প্রকাশনালয় থেকে প্রকাশিত হয়। এ সংস্করণে কিছু কিছু নতুন কবিতা স্থান পায়। এগুলোর মধ্যে উরাবী পাশার আন্দোলনের প্রেক্ষিতে রচিত কাসিদাসমূহ উল্লেখযোগ্য।[২] এ সংস্করণের শুরুতে বিশিষ্ট সাহিত্যিক হুসাইন হায়কালের একটি ভূমিকা সংযোজন করা হয়।

**৪র্থ সংস্করণ ঃ** আল আমীরিয়্যাহ প্রকাশনী থেকে দীওয়ানের ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

**৫ম সংস্করণ ঃ** এটি ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত মিসরের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় কায়রোর আল মিসরিয়্যাহ প্রকাশনী থেকে ৪ খন্ডে ব্যাখ্যা-

---

১. J. Brugman, An Introduction to the History of Modern Arabic Literature in Egypt, P. 33.

২. ড. আলী মুহাম্মদ আল-হাদীদী, আল বারূদী শাইফুন নাহদা, (কায়রো : ১৯৬৭ খ্রি.), পৃ. ৪৩৩।

*Dhaka University Institutional Repository*

বিশ্লেষণ, কবিতার রচনাকাল, প্রেক্ষাপট আলোচনা শাব্দিক বিশ্লেষন ইত্যাদিসহ প্রকাশ করা হয়।

**সর্বশেষ সংস্করণ ঃ** ১৯৯৫ খ্রিষ্টাব্দে দীওয়ানের সর্বশেষ সংস্করণ বৈরূত থেকে দারুল জায়ত প্রকাশনী হতে মুদ্রিত হয়। বিশিষ্ট সাহিত্যিক আলী আব্দুল মাকসুদ আব্দুর রহীম এ দীওয়ানের ভাষ্য প্রস্তুত করেন। সর্বশেষ এ সংস্করণটির উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বৈশিষ্ট ও স্বাতন্ত্র হলো ঃ

১) দীওয়ানটি ১ খণ্ডে ৬৩২ পৃষ্ঠায় সংকলিত ও মুদ্রিত।

২) টীকায় দূর্বোধ্য শব্দের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ।

৩) কবিতার সংক্ষিপ্ত ও সহজ ভাষ্য পেশ।

৪) বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, যুদ্ধ ও ঐতিহাসিক ঘটনাপঞ্জীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

৫) কবিতা হৃদয়াঙ্গন করার জন্য কোরআনের আয়াত পেশ।

**মুখতারাতুল বারূদী (বারূদী সংকলন)**

কবি মাহমুদ সামী আল-বারূদী আব্বাসীয় যুগের বিখ্যাত কবিদের শ্রেষ্ঠ কবিতাসমূহ চয়ন করে একটি সংকলন প্রস্তুত করেন। তাঁর এ চয়নিকা 'মুখতারাতুল বারূদী' নামে পরিচিতি লাভ করে। এতে আব্বাসীয় যুগের ৩০ জন কবির কবিতা স্থান পেয়েছে। প্রথমে বাশশার ইবনে বুরদের কবিতা ও শেষে শরফদ্দীন আবুল আব্বাস ইবনু

*Dhaka University Institutional Repository*

উনাইনের কবিতা সাজানো হয়েছে।[১] এত এমন সব কবিতা স্থান পেয়েছে যেগুলোর শব্দ ও অর্থ ব্যাপক এবং জটিলতা ও দূর্বোধ্যতা থেকে মুক্ত। কবি এখানে উন্নত কবিতাগুচ্ছ চয়নের ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে সফল ও সার্থক হয়েছেন। এজন্য বারূদীর এ সংকলনকে আব্বাসীয় যুগের কবিতার সর্বোৎকৃষ্ট কাব্য সংকলন হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।[২] মূলত এ সংকলনে ৭টি বষয়ের কবিতা স্থান পেয়েছে। নিম্নে বিষয়ভিত্তিক মুখতারাতের কবিতার সংখ্যার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা দেয়া হলো ঃ[৩]

১) আল-আদব (শিষ্টাচার মূলক)---------- ১,৬৯৭ টি শ্লোক

২) আল-মাদীহ (স্তুতি মূলক) ----------২৪,১৮৫ " "

৩) আর্-রাসা (শোকগাঁথা) ----------৩,৪০০ " "

৪) আস্-সিফাত (বর্ণনা মূলক)----------৩,৩৯৩ " "

৫) আন্-নাসীব (প্রণয় মূলক) ---------- ৪,৬১৬ " "

৬) আল্-হিজা (কুৎসা মূলক) ----------১,২২৯ " "

৭) আয্-যুহুদ (আধ্যাত্মিক) ---------- ৪৭৩ " "

মোট - ৩৯,৫৯৩ টি শ্লোক

মুখতারাতুল বারূদীতে মাদহিয়্যাহ (স্তুতিমূলক) কবিতার সংখ্যাধিক্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। আল-বারূদীর মুখতারাত সংকলনে ইবনু রূমী ও আল বুহতারির চয়নকৃত

১. The Encyclopaedia of Islam, Vol. 1, P. 1069.
২. Ibid.
৩. Ibid.

*Dhaka University Institutional Repository*

কবিতার সংখ্যা সর্বাধিক। তাদের চয়নকৃত কবিতার সংখ্যা যথাক্রমে ৩৭৩২ ও ৩৩৯৭।[১]

মুখতারাত বারূদীর নির্বাসিত জীবনের শ্রেষ্ঠ ফসল। তিনি তাঁর জীবনের কিছু সময় ইস্তাম্বুলে অবস্থান করেন। এ সুযোগে তিনি ইস্তাম্বুলের বিখ্যাত লাইব্রেরী হতে আব্বাসীয় যুগের বিশিষ্ট কবিদের প্রসিদ্ধ শ্লোকসমূহ বাছাই করেন।[২] অতঃপর শ্রীলংকায় প্রবাস জীবনে তিনি সেই নির্বাচিত কবিতাগুচ্ছকে একটি পাণ্ডুলিপি আকারে সাজান এবং এতে টীকা সংযোজন করেন। স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর ১৯০০-১৯০৩ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে সংকলনের চূড়ান্ত পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন।[৩] এর অপরিচিত শব্দাবলী ও দূর্বোধ্য অর্থ বোঝার জন্য কবি নিজ হাতে এর টীকা সংযোজন করেন।[৪]

কবির নির্দেশে ইয়াকুত আলী মারসী মুখতারাত সংশোধন ও সম্পাদনা করেন। কবি পত্নী আমিনা এটি প্রকাশের ব্যয়ভার বহন করলে মিসর আল-জারিদাহ প্রকাশনালয় থেকে এটি ৪ খন্ডে প্রকাশিত হয়।[৫] নিম্নে খণ্ডগুলোর প্রকাশকাল ও কবিতা সংখ্যা উল্লেখ করা হলো ঃ[৬]

১) মুখতারাতুল বারূদী, ১ম খণ্ড, অধ্যায় : আদব ও মাদীহ; শ্লোক সংখ্যা ৮৪৯৯; প্রকাশকাল ১৯০৯ খৃ.; পৃষ্ঠা ৪২৫।

---

১. দা'ইরা-ই-মা'আরিফ-ই-ইসলামিয়্যাহ, (পাঞ্জাব: লাহোর: সং, ১, ১৯৬৮ খ্রি.),খ. ৩, আল বারূদী নিবন্ধ, পৃ. ৯১৩।

২. ড. শাওকী দায়ফ, আল-বারূদী রা'ইদুশ শি'রিল হাদীস, (কায়রো : ১৯৮৮ খ্রি.), পৃ. ৫১।

৩. সাঈদাহ রামদান, শাইরিয়্যাতুল বারূদী, পৃ. ১৮৫।

৪. ড. শাওকী দায়ফ, আল-বারূদী রা'ইদুশ শি'রিল হাদীস, (কায়রো : ১৯৮৮ খ্রি.), পৃ. ৯৫-৯৬।

৫. মুহাম্মদ ইউসুফ ফোকন, আলামুন নাসর ওয়াল শির ফিল আদাবিল আরাবিল হাদীস, পৃ. ১৭২।

৬. মাহমুদ পাশা সানী আল-বারূদী, মুখতারাতুল বারূদী, (কায়রো : আল-জারিদা, ১৯০৯ খ্রি.), খ. ১- খ. ৪।

*Dhaka University Institutional Repository*

২) মুখতারাতুল বারূদী, ২য় খণ্ড, অধ্যায় : মাদীহ; শ্লোক সংখ্যা ১০,২৪২; প্রকাশকাল ১৯০৯ খৃ.; পৃষ্ঠা ৪০০।

৩) মুখতারাতুল বারূদী, ৩য় খণ্ড, অধ্যায় : মাদীহ ও রাছা; শ্লোক সংখ্যা ১০,৫৪১; প্রকাশকাল ১৯১১ খৃ.; পৃষ্ঠা ৪৪৫।

৪) মুখতারাতুল বারূদী, ৪র্থ খণ্ড, অধ্যায় : সিফাত, নাসীব, হিজা ও যুহুদ; শ্লোক সংখ্যা ১০,৫৪১; প্রকাশকাল ১৯১১ খৃ.; পৃষ্ঠা ৪৮৮।

**কাশফু'ল গুম্মাহ ফী মাদহি সাইয়্যিদিল উম্মাহ ঃ**

**[ কাব্যে রাসূল (সাঃ) এর প্রশস্তি ]**

কবি মাহমুদ সামী আল-বারূদী মহানবী (সা.) এর প্রতি গভীর প্রেম ভক্তি ও শ্রদ্ধা নিবেদন করে 'কাশফু'ল গুম্মাহ ফী মাদহি **সাইয়্যিদিল** উম্মাহ' শীর্ষক কাসীদাহ রচনা করেন। এ কাসীদাহটিতে কবি রাসূল (সা.) এর জীবনের বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী ও বৈশিষ্ট্য আলোচনা করেছেন। ৪৪৭টি শ্লোক সম্বলিত এ মহাকাব্যের[১] পাণ্ডুলিপিটি ১৯০৯ সালে মিসরের আল-জারীদাহ প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হয়। কবির শেষ জীবনের লেখক ইয়াকুত আলী মারসী এ গ্রন্থের ব্যাখ্যা ও সম্পাদনা করেন। ভূমিকায় কবি মন্তব্য করেন : "আমি এ মহাকাব্যে মহানবী (সাঃ) এ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করেছি। এ সব ঘটনা বর্ণনার ক্ষেত্রে আমি হিসামের সিরাত গ্রন্থের অনুসরন করেছি। অতপর আমি এর নামকরন করেছি 'কাশফু'ল গুম্মাহ ফী

১. ড. শাওকী দায়ফ এ গীতি কবিতাকে মহাকাব্য হিসাবে চিহ্নিত করেছেন (ড. শাওকী দায়ফ, আল বারূদী রা'ইদুশ শি'রিল হাদীস, পৃ. ১৪৮; ড. আলী
মুহাম্মদ আল-হাদীদী, আল-বারূদী শাইরুন নাহদা, (আম্মান : ১৯৬৭ খ্রি.), পৃ. ৯৩)।

*Dhaka University Institutional Repository*

মাদহি সাইয়্যিদিল উম্মাহ'। এ মহাকাব্য রচনার পিছনে আমার মূখ্য উদ্দেশ্য- পূনরুত্থান দিবসে আল্লাহ পাকের নাজাত এবং হাসরের প্রান্তরে মুক্তি কামনা। আল্লাহ আমার এ পবিত্র আশা পূরণ করুন।"

এ কাসিদাহ রচনার আরেকটি মনস্তাত্ত্বিক কারণ ছিল। আর তা হলো কবি যখন শ্রীলংকায় নির্বাসিত জীবযাপন করছিলেন তখন মূর্তিপূজক জাতি থেকে মুক্তি কামনা করেছিলেন। তিনি এ সময় রাসূলের ভালবাসায় সীমাহীন মহাসমুদ্রে অবগাহন করে স্বীয় তাপিত জীবনের প্রশান্তি কামনা করছিলেন। কবি তাঁর মানসিক অবস্থা বর্ণনা করে বেশ কিছু কবিতা রচনা করেন। তিনি রাসূল (সা.) এর প্রেমের ব্যাকুলতা এবং ইশকে রাসূলের মাধ্যমে তাঁর আত্মার মুক্তি কামনা করেন।[১]

এ মহাকাব্যের প্রথম দুটি পঙ্কতি হলো :

يا رائد البرق يمم دارة العلم + واحد الغمام الي حي بذي سلم

وان مررت علئ الروحاء فأمر لها + اخلاف سارية هتانة الديم

"হে ঝড়ো হাওয়া! দারাতুল আলাম এর উদ্দেশ্যে ধাবিত হও। তুমি হিজাজের যি-সালাম গোত্রের দিকে স্বীয় মেঘমালা পরিচালিত কর। আর যদি তুমি রাওহা এর উপর দিয়ে প্রবাহিত হও, তবে বর্ষণকারী মেঘমালাকে শান্তিপূর্ণভাবে বৃষ্টি বর্ষণের নির্দেশ দাও।"

---

১. মাহমুদ সামী আল-বারুদী, কাশফুল গুম্মাহ ফী মাদহি সাইয়্যিদিল উম্মাহ, পৃ. ৩।

*Dhaka University Institutional Repository*

# দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
# আল-বারূদীর গদ্য সাহিত্য

## আল-বারূদীর গদ্য সাহিত্য ঃ

কবি আল-বারূদীর কিছু অপ্রকাশিত গদ্য সাহিত্যের পাণ্ডুলিপির তথ্য পাওয়া যায়। তাঁর উক্ত গদ্য সাহিত্য 'কায়দুল আওয়াবিদ' (قيد الأوابد) নামে খ্যাত। এটি মূলত সাজা' (ছন্দোবদ্ধ) পদ্ধতির অভিনব সৃষ্টি এবং চমৎকার শব্দসম্ভারের কারুকাজে খচিত। কবি বারূদী এতে স্বীয় নিপীড়িত মনের আবেগ-অনুভূতি, বিশেষ বিশেষ পত্রাবলী এবং মনের ব্যাথা-বেদনা সাহিত্যের ছন্নাবরনে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। ড. আলী মুহাম্মদ আল-হাদীদী বারূদীর এ গ্রন্থ সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন, আল বারূদীর কাব্য এ গ্রন্থে তাঁর ভাবুক কবি মনের চিত্র ফুটে উঠেছে আর গদ্য সাহিত্যের তাঁর জীবনের ঘটনাবলী বিধৃত হয়েছে।[১] বিশিষ্ট সাহিত্যিক মাহমুদুল ইমাম তাঁর এ গ্রন্থ সম্পর্কে বলেন, 'কায়দুল আওয়াবিদ' মূলত গদ্য সাহিত্যের ক্ষেত্রে নিদর্শন এবং বালাগাতের ক্ষেত্রে যেন অলৌকিক বস্তু।[২]

## আওরাকুল বারূদী (সাহিত্য সংকলন) ঃ

এ গ্রন্থটিতে মাহমুদ সামী আল-বারূদীর কিছু অপ্রকাশিত কবিতা ও চারটি পত্রসাহিত্য স্থান পেয়েছে। এ গ্রন্থটির সম্পাদনা ও টীকা সংযোজন করেছেন বিশিষ্ট

১. ড. আলী মুহাম্মদ আল-হাদীদী, আল-বারূদী শাইখুল নাহদা, (ফায়রো : ১৯৬৭ খ্রি.), পৃ. ৪৩৪।
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৪।

*Dhaka University Institutional Repository*

সাহিত্যিক ড. সামী বাদরাভী। আল-মারকাযুল 'আরাবী লিল বাহাস ওয়ান নাশর, কায়রো থেকে ১৯৮১ খ্রিষ্টাব্দে এ গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়।[১] এ গ্রন্থটি ৬টি অধ্যায়ে সমাপ্ত। অধ্যায়গুলো হলো :[২]

১) ভূমিকা

২) প্রথম অধ্যায় : পাণ্ডুলিপি বিশ্লেষণ

৩) দ্বিতীয় অধ্যায় : ঐতিহাসিক পটভূমি

৪) তৃতীয় অধ্যায় : সংকলিত কবিতাসমূহ

৫) চতুর্থ অধ্যায় : সংকলিত প্রবন্ধ সমূহ

৬) পরিশিষ্ট : কবির স্বহস্তে লিখিত পাণ্ডুলিপির কিছু নমুনা।

সম্পাদক ড. সামী বাদরাভী গ্রন্থের ভূমিকায় সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও গুরুত্ব পেশ করেন। তাঁর বর্ণনামতে, এ গ্রন্থে মাহমুদ সামী আল-বারূদীর দু'টি সাহিত্যকর্ম স্থান পেয়েছে। যা ইতোপূর্বে প্রকাশিত হয়নি। এ দু'টো হলো :

১) অপ্রকাশিত কবিতাগুচ্ছ (শ্লোক সংখ্যা প্রায় ৭০০)

২) বিভিন্ন বিষয়ে অনূদিত ও স্বরচিত ৪টি প্রবন্ধ সাহিত্য।[৩]

উক্ত কাব্য সংকলনে বিভিন্ন বিষয়ের উপর সংক্ষিপ্ত অথচ মূল্যবান কবিতাসমূহ স্থান পেয়েছে। এতে যৌবন, বার্ধক্য, ধৈর্য, ভাষার সৌন্দর্য, শত্রু-মিত্র, ভাল মন্দের পরিচিতি, জীবনের দুঃখ কষ্ট, বিনোদন, বাধা-বিপত্তিকে জয় করে সম্মুখে এগিয়ে যাওয়া,

---

১. মাহমুদ সামী আল-বারূদী, আওরাকুল বারূদী,(কায়রো: আল-মাজমাআতুল আদাবিয়্যাহ,ও আল-মারকাযুল আরবী লিল বাহাস ওয়ান নাশর, ১৯৮১ ), পৃ.৫।

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫।

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭।

*Dhaka University Institutional Repository*

প্রকৃতির বর্ণনা, ভালবাসা সময়ের গুরুত্ব, মর্যাদা, জবাবদিহিতা ইত্যাদি বিষয়ের মূল্যবান কবিতা স্থান পেয়েছে।

এ গ্রন্থে মাহমুদ সামী আল-বারূদীর যে চারটি প্রবন্ধ সাহিত্য স্থান পেয়েছে, সেগুলো হলো :

ক. رسالة البحر الأبيض والأسود (যাদু ঃ শ্বেত ও কাল)

খ. رسالة نصائح البد (পরিত্রাণের উপদেশমালা বিষয়ক প্রবন্ধ)

গ. رسالة النواصل (পার্থক্যকারী প্রবন্ধ)

ঘ. رسالة نقد الشعر (কবিতা সমালোচনা বিষয়ক প্রবন্ধ)

এছাড়াও কবি মাহমুদ সামী আল-বারূদী বিভিন্ন দীওয়ানের ভূমিকা রচনা করেন। তাঁর রচিত ভূমিকাসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, আর-রাফিঈন এর দীওয়ানের ভূমিকা, হাফিজ ইব্রাহীমের দীওয়ানের ভূমিকা এবং তার নিজের দীওয়ানের ভূমিকা।[১] এসব মুকাদ্দিমাকে মূলত কবি মাহমুদ সামী আল-বারূদীর কাব্য সমালোচনা হিসাবে চিহ্নিত করা যায়।

১. Bulletin of the Faculty of Shariah and Islamic studies, (Makkah Al Mukarramah, Umm al Qura University, 1400-1401 A. H),
Vol. V, P. 185.

*Dhaka University Institutional Repository*

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ
# আল-বারূদীর কবিতা

## আল-বারূদীর কবিতা ঃ

মাহমুদ সামী আল-বারূদীর কবিতার আলোচনার পূর্বে সংক্ষিপ্তাকারে কবিতা পরিচিতি তুলে ধরা হলো।

## কবিতা পরিচিতি ঃ

আরবী ভাষায় কবিতাকে شعر বলা হয়। শি'র ( شعر ), শু'উর ( شعور ), মাশউর ( مشعور ) এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে; উপলব্ধি, অনুভূতি, চেতনা, বোধ, সংজ্ঞা, কবিতা, শ্লোক, ছন্দ, ছন্দময় বাক্য ইত্যাদি।[১]

বিভিন্ন ভাষায় কবিতা বা شعر এর পারিভাষিক অর্থ সংজ্ঞা ও পরিচিতি প্রসঙ্গে অনেক বক্তব্য পরিবেশিত হয়েছে। নিম্নে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বক্তব্য উপস্থাপন করা হলো।

সাধারণত আরবরা বলে থাকেন :[২]

الشعر شئ يجيش به صدورنا فنقذفه على ألسنتنا ـ

অর্থাৎ কবিতা এমন এক বস্তু যা আমাদের হৃদয়ে তীব্র অনুভূতির ঝড় তুলে, অতপর ভাষায় তা প্রকাশিত হয়।

Professor R. A. Nicholson কবিতার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন :

---

১. Hans Wehr, A Dictionary of Modern Written Arabic, Ed. J. Milton Cowan, New York; Ithaca: 1976, P. 473-474.

২. আহমাদ হাসান আয-যাইয়্যাত, তারীখু আদাবিল আরাবী, পৃ. ২৮, টীকা- ১।

Dhaka University Institutional Repository

"By the ancient Arabs the poet (Sa'ir, plural Su'ara) as his name implies, was held to be a person endowed with supernatural knowledge, a wizarel in league with spirits (Jinn) or Satans (Sayatin) and dependent on them for the magical powers which he displayed."[1]

জুরজী যায়দানের মতে, "শি'র আবেগকে চিত্রায়িত করে। আমাদের হাসি আনন্দ ও বিস্ময়কে প্রকাশ করে। শি'র হৃদয়ের ভাষা। অথবা এটি অস্পষ্ট বাস্তবতার সুস্পষ্ট রূপ।"[২]

আহমদ হাসান আজ-জাইয়্যাতের মতে, "শি'র মাত্রাযুক্ত ও অন্তঃমিলপূর্ণ বাক্য। যার মাধ্যমে অভিনব কল্পনা ও অলংকারপূর্ণ প্রভাব বিস্তারকারী চিত্র ফুটে উঠে।"[৩]

Coleridge এর মতে কবিতা হলো : "Best words in the best order." তার মতে কবিতার জন্য দুটি শর্ত আবশ্যক। (ক) অপরিহার্য শব্দ : শব্দই ভাব কল্পনা ও অর্থ ব্যঞ্জনার বাহন। (খ) অবশ্যম্ভাবী বানী বিন্যাস: কবিতার জন্য ছন্দোবদ্ধ বানী আবশ্যক।[৪]

রবীন্দ্রনাথের মতে, "বাহিরকে ভিতরের করিয়া দেখা এবং ভিতরকে বাহিরের রূপে ব্যক্ত করাই কবিতা।"[৫]

---

১. R. A. Nicholson, A Literary History of the Arabs, Op. Cit. P. 72.
২. জুরজী জায়দান, তারীখুল আদাবিল লুগাতিল আরাবিয়্যাহ, (কায়রো : দারুল হিলাল, তা.বি.), খ. ১, পৃ. ৫১।
৩. আহমাদ হাসান আয-যাইয়্যাত, তারীখু আদাবিল আরবী , পৃ. ২৮।
৪. শ্রীশ চন্দ্র দাস, সাহিত্য সন্দর্শন (ঢাকা: ৬৭, প্যারীদাস রোড, ১৯৯২ খ্রি.), পৃ. ৩১, টীকা- ২।
৫. মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, রবীন্দ্র কাব্যে আর্ট, সঙ্গীত ও সাহিত্য, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৬ খ্রি.) পৃ. ৪১।

*Dhaka University Institutional Repository*

কবি মাহমুদ সামী আল-বারূদী কবিতার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন; "কবিতা এমন একটি কল্পনা প্রবাহ, যার আলোকচ্ছটা চিন্তাবিকাশে ঝলসে উঠে। সেই রশ্মি হৃদয়ের পৃষ্ঠায় উদ্ভাসিত হয়। সেই জ্যোতি ভাষার সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে বিচিত্র জ্ঞানের আলো ছড়ায়। যার মাধ্যমে বিদূরীত হয় গাঢ় অন্ধকার এবং পথের সন্ধান পায় পথচারী।"[১]

**বারূদীর কাব্য প্রতিভার মূল উপাদান ও উৎস ঃ**

মিসরে ফরাসী সম্রাট নেপোলিয়ান বোনাপ্রাইটের সামরিক অভিযানের (১৭৯৮ খ্রি.-১৮০১ খ্রি.) ফলে সাংস্কৃতিক অঙ্গনে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটলেও মিসরের সাহিত্যাঙ্গনে ব্যাপক পরিবর্তন আসতে কিছুটা সময় লাগে। কবি মাহমুদ সামী আল-বারূদীর অবির্ভাব এমন এক সময়ে ঘটে যখন মিসরে আরবী কবিতা পশ্চাদপদ ও গতানুগতিক ধারার আচলায়তন ভেঙ্গে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করে। তিনি বিখ্যাত মামলুক সারকাসীয় বংশে জন্মগ্রহণ করেন। পারিবারিক উৎসাহ উদ্দীপনা এবং নিজের তেজস্বী কাব্য প্রতিভার কারনে শৈশব কাল থেকেই কবি আল-বারূদীর মাঝে এক অদম্য কাব্য প্রীতি পরিলক্ষিত হয়। তাছাড়া নিজের জীবনের নানাবিধ ঘটনা, প্রতিকূল অবস্থা ও মানসিক বিড়ম্বনা তাঁকে কবিতার রাজ্যে টেনে আনে। শৈশবে পিতার আকস্মিক মৃত্যু, কৈশোরে সামরিক স্কুলে অধ্যয়ন, যৌবনে যুদ্ধে অংশগ্রহন ও সেনাপতিত্বের দায়িত্বপালন, পৌঢ়ত্বে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নেতৃত্ব, মিসরের স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহন, শ্রীলংকায় দীর্ঘ

১. মাহমুদ সামী আল বারূদী, দীওয়ানুল বারূদী, মুকাদ্দিমাহ, পৃ. ৩।

Dhaka University Institutional Repository

১৭ বছর নির্বাসিত জীবন ইত্যাদি ঘটনাবলী বারূদীর কাব্য প্রতিভাকে প্রদীপ্ত ও শাণিত করে।

জীবন যুদ্ধে আর সমাজ-দেশ ও কালকে ঘিরে আবর্তিত হয় বারূদীর কবিতা। জীবনের সকল সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনা বাস্তব হয়ে ফুটে উঠেছে তাঁর কবিতায়। কবি বারূদী ও সমকালীন আরবী কবিদের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য এখানেই।[১] যেসব মৌলিক উপাদান থেকে কবি আল বারূদীর কাব্য প্রেরনা ও কাব্য প্রতিভা শাণিত হয় তা নিম্নরূপ :[২]

ক. বারূদীর অনন্য সাধারন প্রতিভা ও সৃজনী শক্তি;

খ. ঐতিহ্যবাহী বংশে জন্ম ও অভিজাত পরিবারে প্রতিপালন;

গ. পারিবারিকভাবে কাব্য চর্চার জন্য পৃষ্ঠপোষকতা ও উৎসাহ প্রদান;

ঘ. সামরিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন;

ঙ. সম্মুখ সমরে সেনাপতির দায়িত্ব পালন;

চ. প্রাচীন গৌরবগাঁথা ও বীরত্বগাঁথার দীওয়ান অধিক অধ্যয়ন;

ছ. আরবীয় বীর যোদ্ধাদের বীরত্বপূর্ণ জীবনী অধ্যয়ন;

জ. শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রাচীন সুতিকাগার কনস্টান্টিনোপলে দীর্ঘ সময় অবস্থান এবং সেখানকার গ্রন্থাগার সমূহে অধ্যয়ন;

ঝ. তুর্কী ও ফার্সী সাহিত্যে বিশেষ বুৎপত্তি অর্জন;

---

১. ড. শাওকী দায়ফ, আল বারূদী রা'ইদুশ শি'রিল হাদীস, (কায়রো : ১৯৮৮ খ্রি.), পৃ. ৯৭।

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭-৯৮।

*Dhaka University Institutional Repository*

ঞ. কর্মজীবনে মিসরের প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক কর্মে সক্রিয় অংশগ্রহণ;

ট. বংশীয় ইতিহাস-ঐতিহ্য অনুসন্ধানের তীব্র বাসনা;

ঠ. মিসরের প্রাচীন ঐতিহ্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুসন্ধান; মিসরের ফারাও রাজ বংশ, পিরামিড, মামলুক ইত্যাদির জন্য গৌরব ও বীরত্বগাঁথা রচনার প্রবল আকাংক্ষা;

ড. প্রাক ইসলামী, ইসলামী ও আব্বাসীয় যুগের কাব্য দীওয়ান অধিক পরিমাণে অধ্যয়ন;

ঢ. সমকালীন কবি সাহিত্যিকদের অধিক সহচার্য লাভ;

ণ. উরাবী পাশার জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহন ও নেতৃত্ব প্রদান;

ত. ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ভ্রমন;

থ. স্বদেশের প্রতি গভীর ভালবাসা ও স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ;

দ. শ্রীলংকায় জীবনের দীর্ঘ সময় নির্বাসিত জীবন যাপন;

ধ. নির্বাসনোত্তর জীবনে সাহিত্য সাধনায় নিয়োজিত হওয়া এবং নিজ গৃহে সাহিত্য আসরের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি।

**আল-বারূদীর কবিতার বিষয়বস্তু ঃ**

কবিতার ক্ষেত্রে কবি মাহমুদ সামী আল বারূদী প্রাচীন ধারার অনুসারী ছিলেন। কিন্তু তাঁর কবিতার বিষয়বস্তু ও বর্ণনায় এমন কিছু নতুনত্ব স্থান পেয়েছে যা দিয়ে আধুনিক যুগের একজন পথিকৃত কবি হিসাবে তাঁকে চিহ্নিত করা হয়। তিনি কবিতার আঙ্গীক নিয়ে নতুন কোন পরীক্ষা করেননি, বরং প্রাচীন বোতলে নতুন সুধা ভরে দেওয়ার

Dhaka University Institutional Repository

চেষ্টাই করেন।[১] তাঁর কবিতার বিষয়বস্তুতে প্রাচীন ও আধুনিক দুটোরই সফল সংমিশ্রন ঘটেছে। এ ব্যাপারে ঐতিহাসিক J. A. Haywood এর মন্তব্য স্মরণীয়। তিনি বলেন : "He represents the first stage of the literary renaissance in poetry the stage in which subject matter in modern, but forms and language traditional."[2] কবি বারূদীর জীবন ধারা মূলত দু'ভাগে বিভক্ত ছিল।

১) উরাবী পাশার জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ার পূর্ববর্তী জীবন;

২) জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ার পরবর্তী জীবন;

কবি বারূদী তাঁর প্রাথমিক পর্যায়ের কবিতায় নিজের স্বাচ্ছন্দপূর্ণ জীবনের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে। এ সময় তিনি মিসরের অপরূপ নৈসর্গিক প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী, সবুজ ঘন বিথীবন, শাঁখায় শাঁখায় পাখির কল কাকলী, ঋতুচক্র, প্রিয়ার শারিরিক সৌষ্ঠবের বর্ণনা, বন্য হরিণ, নীল গাভী, তারকা খচিত রাত্রি, পূর্ণিমার চাঁদ ইত্যাদির বর্ণনা প্রদান করেন। তাছাড়া এ সময়ে তিনি নিজের মর্যাদা এবং পূর্বপুরুষদের গৌরবগাঁথাও রচনা করেন।

জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায়ে মহান নেতা জামালুদ্দীন আফগানীর জিহাদী মন্ত্রে তিনি উজ্জীবিত হন। তখন থেকেই তিনি এক বিপ্লবী বারূদী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন।

---

১. গোলাম সামদানী কোরাইশী, আরবী সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৭ খ্রি.), পৃ. ১৫৭।

২. J. A. Haywood, Modern Arabic Literature, P. 84.

*Dhaka University Institutional Repository*

শ্রীলংকা থেকে নির্বাসনের পর তাঁর কবিতায় দেশাত্মবোধক ও আধ্যাত্মিকতার ব্যাপকতা লক্ষ্য করা যায়। কবি আল বারূদীর কবিতার বিষয়বস্তুগুলো নিম্নে তুলে ধরা হলো :

১) ফখরিয়্যাহ (গৌরবগাঁথা)

২) হামাসাহ (বীরত্বগাঁথা)

৩) গযল (প্রণয়মূলক)

৪) খামরিয়্যাহ ( মদ বিষয়ক)

৫) মাদহিয়্যাহ (স্তুতিমূলক)

৬) রাছা (শোকগাথা)

৭) যুহ্দ (আধ্যাত্মিক ত্যাগ)

৮) হিকমাহ (প্রজ্ঞামূলক)

৯) ওসায়া (উপদেশমূলক)

১০) ওয়াসফিইয়্যাহ (বর্ণনামূলক)

১১) সিয়াসিয়্যাহ (রাজনৈতিক)

১২) হিজা (কুৎসা)

১৩) ওয়াতানিয়্যাহ (দেশাত্মবোধক)

১৪) আমছাল (প্রবাদ-প্রবচন)

নিম্নে তাঁর কবিতার বিষয়বস্তুসমূহের সংক্ষিপ্ত আলোচনা উপস্থাপন করা হলো।

*Dhaka University Institutional Repository*

**ফখরিয়্যাহ (গৌরবগাঁথা) ঃ**

কবি মাহমুদ সামী আল-বারূদীর নিজ পরিবার ও নিজ বংশের গৌরব বর্ণনা করে রচিত কবিতাসমূহকেই ফখরিয়্যাহ (গৌরবগাঁথা) কবিতা হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়। তাঁর কবিতার উৎকর্ষের মূলেই ছিল এই গৌরববোধ। বাল্যকাল থেকেই তিনি গৌরবগাঁথা ও বীরত্বগাঁথা অধিক পরিমাণ অধ্যয়ন করতেন। একজন সামরিক দক্ষ অফিসার হিসাবে তিনি প্রাথমিক জীবন অতিবাহিত করেন। তিনি প্রত্যক্ষ সমরে বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য জীবনে অনেক খ্যাতি ও যশ অর্জন করেন। বীরত্ব আর সংগ্রামের গৌরবে মহামান্বিত কবির সারাটি জীবন। নিম্নে তাঁর রচিত গৌরবগাথার কিছু উদ্বৃতি উপস্থাপন করা হলো।

কবি সৈনিক জীবনের অহেতুক আমোদ-প্রমোদ ও দায়িত্বহীন স্বভাবকে কখনই পছন্দ করেন নি। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন:[১]

"سواى بتحنان الأغاريد يطرب + وغيري باللذات يلهو ويلعب

وما أنا ممن تأسر الخمر لبه + ويملك سمعيه اليراع المثقب

ولكن أخوهم إذا ما ترجحت + به سورة نحو العلا راح يدأب

نفى النوم عن عينيه نفس أبية + لها بين أطراف الأسنة مطلب"

"আমি ব্যতীত (অন্যান্য সামরিক অফিসারগণ) পাখির কুজনে মেতে উঠে এবং আনন্দ-উপভোগ ও খেলতাামাশায় বিভোর হয়। আমি ওদের মত নই মদের নেশায় যাদের জ্ঞান লোপ পায় এবং বাদ্যযন্ত্রের আকর্ষণ যাদের মালিক হয়ে যায়। কিন্তু আমি

১. মাহমুদ সামী আল-বারূদী দীয়ানুল বারূদী, পৃ. ৩৮।

Dhaka University Institutional Repository

দৃঢ় প্রত্যয়ী ব্যক্তি। যখন কোন যার সম্মানী আত্মা তাঁর দু'চোখের ঘুমকে বারণ করে । আর ধারলো বল্লম দ্বারা যে স্বীয় উদ্দেশ্য সাধন করে।"

এ কবিতায় বারূদীর আভিজাত্যপূর্ণ স্বভাবের গৌরব ফুটে উঠেছে। তিনি নিজের জীবনের বিনিময়ে তাঁর আত্মসম্মান ও গৌরব রক্ষা করেছেন। এ প্রসঙ্গে কবি বলেন :[১]

"ومن تكن العليا همة نفسه + فكل الذي يلقاه فيها محبب

إذا أنا لم أعط المكارم حقه + فلا عزني خل، ولا ضمني أب"

"উঁচু আসন ও পদমর্যাদা অর্জন যার হৃদয়ের একমাত্র বাসনা, এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য তার নিকট যে কোন বাধা বিপত্তি তুচ্ছ ও প্রিয়বস্তু হয়ে যায়। আমি যদি উত্তম আচরণের অধিকারী না হতে পারি, তবে কোন মামা আমাকে ইজ্জত দেবে না এবং কোন পিতা আমাকে কাছে টানবে না।"

আত্মসম্মান ও গৌরব রক্ষায় তিনি অন্যত্র বলেন :[২]

"من العار أن يرضى الفتى بمذلة + وفي السيف ما يكفي لأمر يعده

أبت لي حمل الضيم نفس أبية + وقلب إذا سيم الأذى شب وقدره"

"লাঞ্ছনাকে মেনে নেওয়া যুবকের জন্য এক লজ্জাজনক ব্যাপার। ইপ্সিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য তরবারীই যথেষ্ঠ। আমার উচ্চ মানসিকতা জুলুম-নিপীড়নকে মেনে নিতে চায় না। যখন কেউ আমার অন্তরে কষ্ট দেয়, তখন এতে আগুন জ্বলে উঠে।"

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯।
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৫।

*Dhaka University Institutional Repository*

কবি তাঁর আত্মমর্যাদা ও গৌরব রক্ষার জন্য অনেক অর্থ-সম্পদ, পদ ও সুখ স্বাচ্ছন্দকে দম্ভভাবে ত্যাগ করেছেন। এজন্য তাঁকে দেশত্যাগ করতে হয় এবং দীর্ঘ ১৭ বছর শ্রীলংকায় নির্বাসিত জীবন যাপন করতে হয়। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন :[১]

"دع الذل في الدنيا لمن خاف حتفه + فالموت خير من حياة على أذى

ولا تصطحب إلا أمرا إن دعوته + لدى جمرات لحرب لباك واحتذى

يسرك عند الأمن فضلا وحكمة + ويرضيك يوم الروع نبلا مقذرا"

"যে মৃত্যুতে ভয় পায়, সে পৃথিবীতে অসম্মান ও লাঞ্ছনাকে হাতছানি দিয়ে আহবান করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে লাঞ্ছনার জীবনের চাইতে মৃত্যুই শ্রেয়। তুমি এমন ব্যক্তিকে সঙ্গী হিসেবে গ্রহণ কর, তাকে যদি যুদ্ধের জলন্ত অঙ্গারের দিকে ডাকা হয়, সে তোমার সেই ডাকে সাড়া দেয় এবং তোমার অনুসরণ করে। শান্তির সময়ে তাঁর মর্যাদা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান তোমাকে খুশী করবে এবং যুদ্ধের সময় লক্ষ্যে তীর নিক্ষেপের দক্ষতার জন্য সে তোমাকে তুষ্ট করবে।"

কবি মুতানাব্বির মত গৌরব রক্ষার ব্যাপারে তার এক কবিতায় বলেন :[২]

"عش عزيزا أو مت وأنت كريم + بين طعن القنا، وخفق البنود

فاطلب العز في لظى، وذر الذل + ل ولو كان في جنان الخلود"

১৭ বছর কবি শ্রীলংকায় নির্জন-নিভৃত জীবন অতিবাহিত করেও এক মূহুর্তের জন্য নিজের মর্যাদা ও গৌররেব কথা ভুলেন নি। তাঁর বিখ্যাত স্বরণদ্বীপ কবিতায় এর প্রমাণ মিলে। এ কবিতায় কবি বলেন :[১]

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৮।

২. প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ২৩৫-২৩৬।

*Dhaka University Institutional Repository*

كفى بمقامي في 'سرنديب' غربة + نزعت بها عني ثياب العلائق

ومن رام نيل العز فليصطبر على + لقاء المنايا، واقتحام المضايق

فإن تكن الأيام رنقن مشربي + وتلمن حدي بالخطوب الطوارق

فما غيرتني محنة عن خليقتي + ولا حولتني خدعة عم طرائقي

ولكنني باق على ما يسرني + ويغضب أعدائي، ويرضى أصادقي

فحسرة بعدي عن حبيب مصادق + كفرحة بعدي عن عدو مماذق

فتلك بهذي، والنجاة غنيمة + من الناس، والدنيا مكيدة حاذق

ألا أيها الزاري علي بجهله + ولم يدر أني درة في المفارق

تعز عن العليا باللوم، واعتزل + فإن العلا ليست يلغو المناطق

فما أنا ممن تقبل الضيم نفسه + ويرضى بما يرضى به كل مائق

إذا المرء لم ينهض لما فيه مجده + قضى وهو كل في خدور العواتق

وأي حياة لامرئ إن تنكرت + له الحال لم يعقد سيور المناطق؟

فما قذفات العز إلا لماجد + إذا هم جلى عزمه كل غاسق

بقول أناس، إنني ثرت خالعا + وتلك هنات لم تكن من خلائقي

ولكنني ناديت بالعدل طالبا + رضا (الله)، واستنهضت أهل الحقائق

أمرت بمعروف، وأنكرت منكرا + وذاك حكم في رقاب الخلائق

কবিতাটির ভাবানুবাদ নিম্নরূপ :

"বহুদিন ধরে আছি এই স্বরণ দ্বীপের নির্বাসনে,

প্রিয়জনদের মুখ দেখিনি কতকাল ধরে।

---

১. শাহজাহান আব্দুল কাইউম, নতুন ঢাকা ডাইজেষ্ট, আগষ্ট ১৯৯৮, ২য় বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, পৃ. ৫৫-৫৬; এর মূল কবিতাংশ।

*Dhaka University Institutional Repository*

আত্মমর্যাদা নিয়ে যে বেঁচে থাকতে চায় সে দাড়াতে পারে না,

চ্যালেঞ্জ যতই কঠিন হোক, হোক না তা মৃত্যু।

কালের সর্বগ্রাসী থাবা যদি আমাকে বিষন্নও করে তোলে

অথবা ঘটনা প্রবাহের নির্মমতা যদি আমাকে ক্ষত বিক্ষতও করে দেয়,

টলাতে পারবেনা আমাকে এ পথ থেকে, পরীক্ষা যাই হোক না কেন

কোন টোপই আমাকে পদচ্যুত করতে পারবে না।

আমি অটল থাকবই তাতে যা ভাল জেনেছি,

যা করলে সুহৃদরা খুশী হন, আর দুশমনের গায়ে লাগে আগুন।

প্রিয়জনদের দর্শন থেকে দূরে অবস্থান যেমনি পীড়াদায়ক

তেমনি সুখময় ঐ মুখপোড়া দুশমনের চেহারা না দেখা।

মন্দ নয় যোগ বিয়োগের ফল,

ঈর্ষাকাতরদের থেকে দূরে থাকতে পারাটাও কম কথা নয়।

আসলে জগৎটাই শ্রেফ প্রতারণা

হে নির্বোধ আমাকে অযথাই দোষারোপ করো না,

মর্যাদাশীল লোকদের চেনার জ্ঞান নেই তোমার।

মহৎ লোকদের যা তা বলা থেকে দূরে থাক

গালমন্দ কোন দিনই মানুষের মর্যাদা বৃদ্ধি করে না।

অন্যায়-জুলুমের সাথে আপোষ করা আমার স্বভাব নয়।

অপদার্থের মত নির্জীব হয়ে আমি থাকতে পারি না।

*Dhaka University Institutional Repository*

আত্মমর্যাদা যার নেই সে তো কাপুরুষ

লাজুক অবিবাহিতর ন্যায় ঘরের কোনেই সে থাকুক।

কি মূল্য আছে এ জীবনের, অবস্থা বেগতিক দেখলে

যদি মুখে তালা ঝুলিয়ে রাখতে হয়?

মান মর্যাদা তারই জন্যে যিনি পৌরুষ

দৃঢ় ইচ্ছা থাকলে অন্ধকার খোলাসা হবেই একদিন।

কেউ হয়ত ভাবে আমি অযথাই বিদ্রোহ করি,

কিন্তু আমি তো এমন স্বভাবের নই।

আমি তো শুধু ইনসাফের কথাই বলছি

আল্লাহর সন্তুষ্টি চাই মানুষের অধিকার আদায়ের মাধ্যমে

ভাল কাজের কথা বলছি আর মন্দ থেকে নিষেধ করছি।

এটাতো সব মানুষেরই স্বাভাবিক দায়িত্ব।"

কবি মাহমুদ সামী আল-বারূদী অসি ও মসি উভয় ক্ষেত্রে সমান পারদর্শী ছিলেন। তিনি তাঁর কবিতা নিয়ে গর্ববোধ করতেন যেমন করতেন তরবারি নিয়ে। এ প্রসঙ্গে কবি বলেন :[১]

১. মাহমুদ সামী আল-বারূদী দীয়ানুল বারূদী, পৃ. ১৪২।

*Dhaka University Institutional Repository*

"ولي من بديع الشعر ما لو تلوته + على جبل لأنهال في الدو ريده

إذا اشتد أورى زنده الحرب لفظه + وإن رق أزرى بالعقود فريده

يقطع أنفاس الرياح إذا سرى + ويسبق شأو النيران قصيده

إذا ما تلاه منشد في مقامه + كفى القوم ترجيع الغناء بنشيده

سيبقى به ذكري على دهر خالدا + وذكر الفتى بعد الممات خلود"

কবি মিসরের প্রাচীন ইতিহাস ঐতিহ্য নিয়ে গর্ববোধ করতেন। কায়রর উপকণ্ঠে জীজার পিরামিডগুলো মানুষের মনে বিস্ময় উদ্রেগ করে। তাঁর কবিতায় পিরামিডের চিত্র বাস্তব হয়ে ফুটে উঠেছে। তিনি বলেন:[১]

"سل الجيزة الفيحاء عن هرمي مصر + لعلك تدري غيب ما لم تكن تدري

بناءان ردا صولة الدهر عنهما + ومن عجب أن يغلبا صولة الدهر

أقاما على رغم الخطوب ليشهدا + لبانيهما بين البرية بالفخر

فكم أمم في الدهر بادت، وأعصر + خلت، وهما أعجوبة العين والفكر"

"তুমি প্রশস্ত জীজার দু'টো পিরামিড সম্পর্কে জানার চেষ্টা কর। তুমি এর মাধ্যমে সম্ভবতঃ এমন দূর্লভ জ্ঞান লাভ করবে, যা ইতোপূর্বে করতে পারোনি। এ দুটো পিরামিড দীর্ঘকালের আক্রমন প্রতিহত করেছে। আর বিস্ময়ের ব্যাপার হলো যুগের আক্রমণের উপর তারা বিজয় লাভ করেছে। কালচক্রের আবর্তন ও বির্বতনে এ দুটো আজো অটুট ও অক্ষত অবস্থায় দাড়িয়ে আছে। তারা সৃষ্টিকুলের সম্মুখে সগৌরবে তাদের প্রতিষ্ঠাতাদের সাক্ষ্য বহন করছে। যুগ যুগ ধরে কত জাতি আর কত বংশ অতিবাহিত হন, কিন্তু এ দুটো দৃষ্টির ও চিন্তার জগতে অবাক-বিস্ময় হিসেবেই বিদ্যমান রয়ে গেল।"

---

১. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৪৭।

*Dhaka University Institutional Repository*

কবি বারূদীর জীবনের শুরু যেমন ছিল গৌরবপূর্ণ শেষও হয় গৌরবগাঁথা কবিতা দিয়ে। তিনি জীবনের সর্বশেষ যে কবিতাটি রচনা করেন তা ছিল গৌরবগাথা। এ কবিতায় কবি বলেন :[১]

"أنا مصدر الكلم النوادي + بين الحواضر والبوادي

أنا فارس، أنا شاعر + في كل ملحمة، ونادي

فإذا ركبت فإنني + زيد الفوارس في الجلاد

وإذا نطقت فإنني + قس بن ساعدة الإيادي"

"আমি শহর ও গ্রাম্য মজলিসের মধ্যমনি বক্তা। আমি যুদ্ধক্ষেত্রের অশ্বারোহী এবং কবিতার আসরের কবি। যুদ্ধে যখন অশ্বারোহণ করি, তখন আমি বিখ্যাত যায়দুল ফাওয়ারিস হই এবং যখন ব্যক্তব্য প্রদান করি, তখন প্রসিদ্ধ কুস ইবনু সা'ঈদাহ হয়ে যাই।"

কবি আল-বারূদী তাঁর নিজের বীরত্ব, প্রভাব-প্রতিপত্তি, কাব্য প্রতিভা, বংশীয় মর্যাদা ইত্যাদি বিষয়ে গৌরব প্রকাশ করতেন এবং এ নিয়ে সবচেয়ে বেশী কবিতা রচনা করেছেন। এ ক্ষেত্রে তিনি তাঁর যুগের একক ব্যক্তিত্ব ও সময়ের অদ্বিতীয় সন্তান হিসাবে প্রতিভাত হন।[২] জীবনের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার পূর্ব মূহুর্ত পর্যন্ত তিনি গৌরব ও সম্মানের জন্য লড়াই করেছেন।

---

১. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৪৩।

২. ড. উমর আদ-দাসূকী, মাহমুদ সামী আল-বারূদী ফিল আলামিল হাদীস, (কায়রো : দারুল ফিকর, ১৯৭৩ খ্রি.), পৃ. ২৯১।

*Dhaka University Institutional Repository*

**আল-হারবিয়্যাহ ওয়াল ওয়াতানিয়্যাহ** (যুদ্ধ বিষয়ক ও দেশাত্মবোধক কবিতা) ঃ

কবি মাহমুদ সামী আল-বারূদী মিসরের একজন জাতীয়তাবাদী ও বিদ্রোহী কবি ছিলেন। তিনি একজন পদস্থ সামরিক অফিসার ও বীর যোদ্ধা ছিলেন। এক সময় তিনি ক্যাবিনেট প্রধান হিসাবে সরকার গঠন করেন। খেদীভ তাওফীকের স্বৈরশাসন ও সাম্রাজ্যবাদীদের মদদ যোগানোর কারনে তিনি মন্ত্রীত্ব ছেড়ে দিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষনা করেন। কবি বারূদীর কবিতায় তাই বিভিন্ন যুদ্ধের বিবরণ ও বিদ্রোহের ঘটনাপঞ্জী জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠেছে। এ ক্ষেত্রে তাঁর 'কাসিদাতুল লামিয়্যাহ' উল্লেখযোগ্য। এ কাসীদার মাধ্যমে তিনি জাতিকে সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামী করে তুলেন। কাসিদায় তিনি বলেন :[১]

"قامت به من رجال السوء طائفة + أدهى على النفس من بؤس على ثكل

من كل وغد يكاد الدست يدفعه + بغضا، ويلفظه الديوان من ملل

وأصبحت دولة 'الفسطاط'خاضعة + بعد الإباء وكانت زهرة الدول"

"মিসরের প্রশাসনে কিছু খারাপ লোক প্রতিষ্ঠিত। প্রশাসনে তাদের উপস্থিতি প্রতিটি হৃদয়কে সন্তানহারা শোকাতুর মহিলার চাইতেও বেশী ভারী করেছে। তারা প্রত্যেকে কম প্রজ্ঞা সম্পন্ন লোক। মনে হয় যেন তাদের পদ অপছন্দের ছলে তাদের প্রত্যাখ্যান কররে এবং তাদের সভাসদ অক্ষমতার ছলে তাদের নিক্ষেপ করবে। মিসর সাম্রাজ্যের ফুল স্বরূপ ছিল। প্রতিপত্তি ও গৌরবের শীর্ষে উপনীত হবার পরও সেই রাজ্য আজ নিম্নগামী হয়ে পড়েছে।"

---

১. মাহমুদ সামী আল-বারুদী, দীওয়ানুল বারূদী, পৃ. ৪০০।

*Dhaka University Institutional Repository*

কবি দেশের বীর সন্তানদের অনুভূতিতে তীব্র আঘাত হানেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন :[১]

"لم أدر ما حل بالأبطال من خور + بعد المراس، و بالأسياق من فلل

أصوحت شجرات المجد، أم نضبت + غدر الحمية حتى ليس من رجل؟

خافوا المنية فاجتالوا، وما علموا + أن المنية لا ترتد بالحيل"

"আমি জানি না (এদেশের) বীরযোদ্ধাদের বীরত্বে কি দূর্বলতা স্পর্শ করেছে এবং তাদের তরবারী কি আজ ভোতা হয়ে পড়েছে। মর্যাদার বৃক্ষগুলো মরে গেছে অথবা প্রতিপত্তির স্রোতস্বীনী শুকিয়ে গেছে, এমনকি এখানে (রুখে দাঁড়াবার মত) কোন মানুষ নেই? তারা মৃত্যুকে ভয় পায়। সুতরাং বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে। কিন্তু তারা জানে না যে, কৌশল করে মৃত্যু থেকে বাঁচা যায় না।"

কবি দেশের জন্য সাহসী, দূরদর্শী ও যোগ্যতম নেতার তীব্র প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে বলেন :[২]

"وقلدوا أمركم شهما أخا ثقة + يكون رداً لكم في الحادث الجلل

إن قال بر،وإن ناداه منتصر + لبى، وإن هم لم يرجع بلا نفل"

"তোমাদের রাষ্ট্রীয় কাজে ও নেতৃত্বের ক্ষেত্রে এমন এক ধৈর্যশীল ও নির্ভরযোগ্য ভাইয়ের আনুগত্য কর, যিনি বড় বিপদের সময় তোমাদের সাহায্যকারী হবেন। তিনি যা বলেন সত্য বলেন। সাহায্যকারীর আহবানে সাড়া দেন। আর যদি যুদ্ধ করার চিন্তা করেন, তো বিজয় ছাড়া ফিরেন না।"

প্রত্যক্ষ রণক্ষেত্রে তাঁর বীরত্বের বর্ণনা দিতে গিয়ে কবি বলেন :[১]

---

১. প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ২২-২৩।

২. প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ২৬-২৭।

*Dhaka University Institutional Repository*

"وبحر من الهيجاء خضت عبابه + ولا عاصم إلا الصفيح المشطب

تظل به حمر المنايا وسودها + حواسر في ألواهنا تتقلب

توسطته والخيل بالخيل تلتقي + وبيض الظبا في الهام تبدو وتغرب

لدن غدوة حتى الليل، والتقى + على غيهب من ساطع النقع غيهب"

"যুদ্ধরূপি সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গমালার মাঝে আমি ঢুকে যেতাম। সেখানে তরবারীর তীক্ষ্ণধার ছাড়া আর কোন রক্ষাকারী থাকত না। সেখানে রক্তিম ও কৃষ্ণবর্ণের মৃত্যুগুলো বিভিন্ন রূপে প্রকাশ পায়। আমি সেই প্রচন্ড লড়াইয়ের মাঝখানে ঢুকে পড়ি। এমতাবস্থায় এক ঘোড়া অন্য ঘোড়ার মুকাবিলা করে এবং তরবারীর ধার মাথার উপর ঝলসে উঠে এবং ডুবে যায়। এ ধরনের প্রচন্ড যুদ্ধ সকাল থেকে রাত পর্যন্ত চলতে থাকে এবং উৎক্ষিপ্ত ধূলি-বালিযুক্ত অন্ধকার রাতের অন্ধকারের সাথে মিশে যায়।"

ক্রীট যুদ্ধের বর্ণনায় কবি দালিয়্যাহ ও নূনিয়্যাহ কাসীদাহ রচনা করেন। কবি সেই যুদ্ধের বর্ণনায় বলেন :[২]

"أخذ الكرى بمعاقد الأجفان + وهفا السرى بأعنة الفرسان

والليل منسور الذوائب ضارب + فوق المتالع والربى بجران

لا تستبين العين في ظلمائها + إلا اشتعال أسنة المران

نسرى به ما بين لجة فتنة + تسموا غواربها على الطوفان"

"রাতে মানুষের চোখে ঘুম নেমে আসে, কিন্তু রাতের যোদ্ধারা (কবি ও তার দল) অশ্বের লাগাম ধরে থাকেন, তাদের চোখে কোন ঘুম নেই। এমতাবস্থায় রাতের গভীর অন্ধকার উঁচুভূমি টীলায় আচ্ছাদিত হয় এবং রাত স্থীর রয়ে যায়। গভীর অন্ধকারে

---

১. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪০-৪১।

২. প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৪৩।

*Dhaka University Institutional Repository*

বল্লমের ফলকের ঝলকানী ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। সেই অন্ধকারময় রাতের যুদ্ধের তরঙ্গের মাঝে আমরা যাত্রা করি, যখন প্রচন্ড তুফান উঠা-নামা করতে থাকে।"

তুর্কো-রাশিয়া যুদ্ধের প্রেক্ষিতে রচিত কবির হাইয়্যাহ কাসীদায় যুদ্ধ ক্ষেত্রের ভৌগলিক বিবরণ ও প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন :[১]

"وأصبحت في أرض يحاربها القطا + وترهبها الجنان وهي سوارح

بعيدة أقطار الدياميم، لو عدا + سليك بها شأوا قضى وهو رازح

تصيح بها الأصداء في غسق الدجى + صياح الثكالى هيجتها النوائح

مهالك ينسى المرء فيها خليله + ويندر عن سوم العلا من ينافح

فلا جو إلا سمهري وقاضب + ولا أرض شمري وسابح"

"এভাবে আমি এমন এক ভূমিতে পৌছে যাই, যেখানে দূরদর্শী কাতা পাখিও দিশেহারা হয়। জীন জাতি যারা নিজেরাই ভীতিকর, তারাও ভয় পায়। বিশাল দিক প্রান্ত হীন মরু প্রান্তর। যদি বিখ্যাত দৌড়বিদ সুলাইক ইবনু ইয়াছরিব ইবনু সিনানও এটি অতিক্রম করতে চায়, তবে সে মরে যাবে, কিন্ত তা অতিক্রম করতে পারবে না। রাতের পাখী অন্ধকার রাতে এমনভাবে আওয়াজ করে, মনে হয় যেন কোন সন্তানহারা শোকাতুরা নারী ক্রন্দন করছে, যার কান্নায় অন্যরা কেঁদে উঠে। সেটি এমন ভীতিকর স্থান যে, মানুষ সেখানে তার বন্ধুকেও ভুলে যায় এবং যারা বীরত্বের শীর্ষে উঠতে চায় তারাও ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। সেখানে শক্ত বল্লম ও ধারালো তরবারী ছাড়া কোন শূণ্যাকাশ নেই এবং অভিজ্ঞ বীর বাহাদুর ও সন্তরণকারী যুদ্ধবাজ ঘোড়া ছাড়া কোন ভূমি নেই।

---

১. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১১০-১১৩।

Dhaka University Institutional Repository

কবি তুর্কো-রাশিয়া যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে দেশকে ভালবেসে বলেন :[১]

"أراك الحمى شوقي إليك شديد + وصبري ونومي في هواك شريد

مضى زمن لم يأتني عنك قادم + ببشرى ولم يعطف علي بريد

وحيد من الخلان في أرض غربة + ألا كل من يبغى الوفاء وحيد"

"হে মিসর! তোমার জন্য আমার ভালবাসা অতি গভীর। তোমার ভালবাসায় আমার নিদ্রা ও ধৈর্য্য পালিয়ে বেড়াচ্ছে। এক যুগ গত হল, তোমার শুভসংবাদ নিয়ে আমার কাছে কেউই এল না। কোন দূত আমার নিকট আসেনি। এ বিদেশ-বিভূঁইয়ে আমি বন্ধুহীন একা। জেনে রেখো, যারা স্বীয় প্রতিশ্রুতি পালন করতে চায়, তারা একা হয়ে যায়।"

অনুরূপভাবে ক্রীট যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে স্বদেশের উদ্দেশ্যে কবি বলেন :[২]

"سرى البرق مصريا فأرقني وحدي + وأذكر ني ما لست أنساه من عهد

فيا برق حدثني، وأنت مصدق + عن الآل والأصحاب ما فعلوا بعدي

وعن روضة المقياس تجري خلالها + جداول يسديها الغمام يما يسدي

إذا صافحتها الريح رهوا تجدعت + حبائكها مثل المقدرة السرد"

"রাতে মিসরীয় বজ্র-বিদ্যুৎ এর বিকট আওয়াজ ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিয়েছে এবং আমার সেই সময়ের স্মৃতিসমূহকে স্মরণ করিয়ে দেয়, যা আমি কখনো ভুলবো না। হে বজ্র বিদ্যুৎ ! তুমি আমাকে মিসরের অধিবাসীদের কথা বল। আমার চলে আসার পর তাঁরা কি করেছে, তা জানাও। তুমিই এ ব্যাপারে সত্য খবর দিতে পারবে। আর রাতদাতুল মিকইয়াসের খরব দাও, যার মাঝ দিয়ে স্রোতস্বীনী প্রবাহিত হয়েছে এবং মেঘমালা যাকে

১. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৭২।
২. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৫৬-১৫৭।

Dhaka University Institutional Repository

অতীব সৌন্দর্যমন্ডিত করেছে। যখন হালকা বায়ু সেই স্রোতস্বীনীর উপর প্রবাহিত হয় এবং পানির ঢেউ পথগুলো ভেঙ্গে দেয়; তখন তা যেন সেলাই করা পরিচ্ছদ হয়ে যায়।"

কবি স্বরণ দ্বীপের নির্জন প্রান্তর থেকে দেশের জন্য গভীর প্রেম ও ভালবাসা নিবেদন করে বলেন :[১]

"أعا (ند) بك - يا ريحانة - الزمن؟ + فيلتقي الجفن - بعد البين - والوسن

أشتاق رجعة أيامي لكاظمة + وما بي لو لا الأهل والسكن"

"হে রায়হানাহ ! যুগ কি তোমাকে ফিরে আনবে? সেই চোখে কি আবার (বিচ্ছেদের পর) তন্দ্রা আসবে? আমি প্রিয় স্বদেশ মিসরের সেই অতীত দিনগুলো ফিরিয়ে আনতে চাই। সেখানে আমার পরিবার-পরিজন এবং আত্মীয়-স্বজন যদি না থাকত, তবে আমার এমন আসক্তি হতো না।"

কবি মাহমুদ সামী আল-বারূদীর যুদ্ধ বিষয়ক ও দেশাত্মবোধক কবিতা খুবই প্রাণবন্ত ও উঁচু পর্যায়ের। আর তাঁর এ সকল কবিতা বাস্তবতার নিরিখে রচিত বিধায় এগুলো হৃদয়ের গভীরে নাড়া দেয়। আধুনিক আরবী কবিদের কেউই এ বিষয়ে তাঁর সমকক্ষ হতে পারেন নি। নিঃসন্দেহে তিনি এ ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্বের দাবী রাখেন।

**গজল (প্রণয় কবিতা) ঃ**

কবি মাহমুদ সামী আল-বারূদী তার প্রণয় কবিতায় বিরহের ব্যাথা, নারী দেহের রূপ লাবণ্য ও সৌষ্ঠবের বর্ণনা, ভালবাসার উদ্দেশ্যে জীবন উৎসর্গ করা ও ভালবাসা

১. প্রাগুক্ত, খ.৪, পৃ. ২৫-২৬।

Dhaka University Institutional Repository

বিষয়ে চিরন্তন বাণী ফুটে উঠেছে। নিম্নে তাঁর প্রণয় বিষয়ক কিছু কবিতার উদ্ধৃতি দেয়া হলো।

কবি বারূদী অনেক কাসিদায় প্রেমোদ্দীপক ভূমিকায় জাহেলী কবিতার স্টাইলে প্রিয়ার ভগ্ন বাস্তুভিটার কথা স্মরণ করেছেন। এ ক্ষেত্রে জাহেলী কবিদের অনুকরণই ছিল মূখ্য বিষয়। এ বিষয়ে এক কবিতার ভূমিকায় কবি বলেন :[১]

"ألا حي من أسماء رسم المنازل + وإن هي لم يرجع بيانا لسائل

خلاء تعفتها الروامس والتقت + عليها أهاضيب الغيوم الحوافل

فلأيا عرفت الدار بعد ترسم + أراني بها ما كان بالأمس شاغلي

غدت وهي مرعى للظباء وطالما + غنت وهي مأوى للحسان العقائل"

"ওহে! তুমি আসমা নামক প্রেয়সীর বাস্তুভিটার ভগ্ন নিদর্শনের প্রতি অভিভাদন জানাও। যদিও সে এ অভিবাদনের কোন জওয়াব দেবেনা। এটি উন্মুক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। ধুলি-বালি বহনকারী হাওয়া এর নিদর্শন মুছে ফেলেছে। মেঘমালার প্রচুর বৃষ্টিপাতের ফলে সেগুলো আরো মুছে গেছে। গভীর পর্যবেক্ষণের পর বাড়ীটি চিনতে পেরেছি। এ পরিচয়ের দ্বারা আমি আমার অতীতের কাজকে স্মরণ করতে পারলাম। সেই বাড়ীটি এখন হরিণের বিচরণ ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। অথচ তা সুন্দরী রমনীদের দীর্ঘদিনের আশ্রয়স্থল ছিল।"

নারীর প্রেম ভালবাসা ও শারিরিক সৌষ্ঠব বর্ণনার ক্ষেত্রে প্রাচীন কবিদের অনুসরণ করে কবি বলেন :

---

১. প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১৩৬-১৩৭।

*Dhaka University Institutional Repository*

"إذا نظرت أو قبلت، أو تهللت + فويل مهاة الرمل، والغصن والبدر"

"যখন সে দৃষ্টিদান করে কিংবা ঝুকে পড়ে অথবা তাঁর চেহারার আলো ছড়ায়, তখন মরুভূমির নীলগাভী লজ্জা পায় কিংবা সবুজ সতেজ গাছের সুন্দর শাখা এবং পূর্ণিমার চাঁদ তার রূপের কাছে হার মানে।"[১]

"كالورد خدا، والبنفسج طرة + والغصن قدا، والغزالة ملفتا"

"গোলাপের পাপড়ির মত তার গন্ডদেশ, তার এলোকেশ যেন বানাফসাজ পুষ্পবৃক্ষ, তাঁর সুঠাম উরু যেন তরুতাজা ডাল এবং দৃষ্টি চাহনী যেন হরিণীর চাহনী।"[২]

কবি প্রেম ভালবাসা প্রসঙ্গে অভ্রান্ত নীতিকথা বলতে গিয়ে বলেন:[৩]

"فبقلب كل فتى غرام كامن + ويعطف كل مليحة خيلاء

فدع التكهن يا طبيب، فإنما + داني الهوى، ولكل نفس داء

ألم الصبابة لذة تحيا بها + نفسي، وداني لو علمت دواء"

"প্রতিটি যুবকের অন্তরে সুপ্ত ভালবাসা রয়েছে। এবং অহংকারী ব্যক্তিগণ প্রতিটি মনোরম বস্তুর দিকে আকৃষ্ট হয়। হে চিকিৎসক! আমার চিকিৎসার ব্যাপারে অদৃশ্য কথা-বার্তা বন্ধ করুন। বস্তুত আমার ভালবাসার রোগ হয়েছে। আর প্রত্যেক অন্তরের একটি রোগ থাকে। ভালবাসার ব্যাথায় এমন স্বাদ রয়েছে, যা হৃদয়কে সজীব রাখে। এটিই আমার রোগ। যদি তুমি এর ঔষধ সম্পর্কে জ্ঞান রাখ (তবে তা প্রয়োগ কর)।"

---

১. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৮৩।

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩।

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪।

Dhaka University Institutional Repository

**খামরিয়্যাহ (শরাব বিষয়ক কবিতা) ঃ**

খামরিয়্যাহ আরবী কবিতার একটি প্রাচীনতম ও মৌলিক বিষয়ের অন্যতম। জাহেলী যুগের কবি থেকে আব্বাসীয় যুগ পর্যন্ত প্রায় সকল কবি খামরিয়্যাহ কবিতা রচনা করেছেন। জাহেলী কবিতার মূল প্রতিপাদ্য ছিল শরাব, নারী ও যুদ্ধ। বিখ্যাত আধুনিক কবি মাহমুদ সামী আল-বারূদীর অনেক কবিতায় শরাবের বর্ণনা স্থান পেয়েছে। নিম্নে কবির শরাব বিষয়ক কিছু উদ্ধৃতি উপস্থাপন করা হলো।

শরাব পরিবেশনা ও অভিজাত্যপূর্ণ পরিবেশ প্রসঙ্গে কবি বলেন :[১]

"وقد شاقني والصبح في خدر أمه + حنين حمامات تجاوبن في وكر

هتفن فأطربن القلوب كأنما + تعلمن الحان الصبابة من شعري"

"আমি আসক্ত হয়েছি এমতাবস্থায় প্রভাত রাতের অন্ধকারে নিমজ্জিত (অতি প্রত্যুষে আমি শরাবের জন্য আসক্ত হয়েছি)। এ সময় কবুতরের গান পরস্পর পরস্পরকে তার বাসার দিকে ডেকে নিয়ে যাচ্ছিল। দেওয়ালের উপর বড় ও সুন্দর ফুল বিশিষ্ট মোরগ দাঁড়িয়ে এবং একটানা ডেকে ডেকে ঘুমন্তদের স্বপ্ন ভেঙ্গে দিচ্ছিল।"

শরাবের জীবনী শক্তি প্রসঙ্গে কবি বলেন :[২]

"دارت علينا بها الكاسات مترعة + بخمرة لو بدت في ظلمة قدحت

روح إذا سلكت في هامد نبضت + عروقه، أو دنت من صخرة رشحت"

"সেই রাতে আমাদের আশেপাশে কুমারী রমনীরা শরাবে এমন পাত্র নিয়ে ঘোর ফেরা করছিল। যদি তা অন্ধকারে প্রকাশিত হতো, তা জ্বলে উঠতো। সেই মদে এমন

---

১. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৫-৬।

২. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১২০।

Dhaka University Institutional Repository

জীবনী শক্তি আছে যে, যদি তা প্রাণহীন শরীরে প্রবেশ করানো হয় তবে তার শিরা-উপশিরা আন্দোলিত হয়। অথবা পাথরের নিকটবর্তী করলে, তা থেকে পানি প্রবাহিত হয়।

শরাবের অপকারী দিক তুলে ধরে কবি বলেন :[১]

"فبنست الخمر من مخادعة + لسلمها في القلوب محترب

إذا تغشت بمهجة قتلت + كما تغشى في المبرك الجرب

فتب إلى الله قبل مندمة + تكثر فيها الهموم والكرب

واعتد على الخير، فالموفق من + هذبه الاعتياد والدرب"

"মদ কতইনা খারাপ ধোঁকাদাতা। যা অন্তরে যুদ্ধ এনে দেয়। তখন এর প্রভাব অন্তরে বিস্তার লাভ করে তা অন্তরকে হত্যা করে যেমন করে উটের আবাস স্থলে খোস-পাঁচড়া বিস্তার লাভ করে। লজ্জিত হওয়ার, পূর্বেই আল্লাহ পাকের নিকট তাওবাহ কর। মদের নেশা ও চিন্তা ভাবনা বৃদ্ধি করে দেয়। ভাল কাজের অভ্যাস গড়ে তোল। অভ্যাস ও প্রশিক্ষণ যাকে পরিশীলিত করে, সেইতো মানুষের উপযোগী হয়।"

**মাদহিয়্যাহ (স্তুতিমূলক কবিতা) ঃ**

কোন ব্যক্তির বুদ্ধিমত্তা, প্রজ্ঞা, পবিত্রতা, ন্যায়পরায়ণতা, বদান্যতা, উদারতা, বীরত্ব ইত্যাদি উল্লেখ করে রচিত কবিতাকে মাদহিয়্যাহ বা স্তুতিমূলক কবিতা বলা হয়। আরব কবিরা বিশেষ করে আব্বাসীয় কবিগণ খলীফা ও আমাত্যবর্গের স্তুতি রচনা করে পারিতোষিক গ্রহন করতেন। কবি আল বারূদী স্তুতিমূলক কবিতা রচনার মাধ্যমে এভাবে

---

১. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৮৮।

Dhaka University Institutional Repository

কখনোই পারিতোষিক লাভের চেষ্টা করেন নি। তাঁর মাদহিয়্যাহ কবিতার মূল উদ্দেশ্য ছিল মর্যাদার যথাযথ প্রশংসা করা ও অন্যদের ভাল কাজে উৎসাহিত করা।[১] কবি বারূদীর মাদহিয়্যাহ বা স্তুতিমূলক কবিতার কিছু উদ্ধৃতি উল্লেখ করা হলো।

ইসমাঈল পাশা মিসরের খেদীভ হওয়ার পর বারূদীকে কনস্টান্টিনোপল থেকে দেশে ফিরিয়ে আনেন এবং তাকে খেদীভের গার্ড রেজিমেন্টের প্রধান নিয়োগ করেন। এ সময় কবি খেদীভ ইসমাঈলের গুনে মুগ্ধ হয়ে মাদহিয়্যাহ রচনা করেন। কবি তাঁর প্রশংসায় বলেন :[২]

"رب العلا والمجد (إسماعيل) من + وضحت به بعد الأيام بعد شحوب

ورد البلاد وليلها متراكب + فأضاءها كالكواكب المشبوب"

"খেদীভ ইসমাঈল সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী। তার দ্বারা নিস্প্রভ দিনগুলো আবার আলোকিত হয়েছে। তিনি এ দেশে এমন সময় ক্ষমতায় এসেছিলেন, যখন তা ছিল অন্ধকার রাত্র। অতঃপর উজ্জ্বল তারাকার মত তা আলোকিত করেন।"

খেদীভ ইসমাঈলের জৈষ্ঠ পুত্র খেদীভ তাওফীক পাশা মিসরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হবার পর জনগণের স্বার্থে কাজ করার ও শুরার ভিত্তিতে পার্লামেন্ট পরিচালনার ঘোষণা দিলে কবি তাঁর প্রশংসায় একটি মাদহিয়্যাহ রচনা করেন। কাসিদায় কবি বলেন:[৩]

"بك استقامت مصر حتى غدت + يحمدها الوارد والصادر

وكيف لا تبصر قصد الهدى + حكومة أنت بها ناظر"

---

১. ড. উমর আল-দাসূকী, ফিল আদাবিল হাদীস, (ফায়রো : দারুল ফিকর, ১৯৭৩ খ্রি.), পৃ. ৩৯১।
২. মাহমুদ সামী আল-বারূদী, দীওয়ানুল বারূদী, খ. ১, পৃ. ৪৬।
৩. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১০৭।

Dhaka University Institutional Repository

"তোমার মাধ্যমে মিসর শক্তিশালী হয়েছে। এটি এমন রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে যে, প্রত্যেক আগন্তুক ও প্রস্থানকারী এর প্রশংসা করেছে। যে রাষ্ট্রের তুমি কর্ণধার, তা কল্যাণের পথ না দেখে কি পারে?"

খেদীভ দ্বিতীয় আব্বাস হিলমী পাশা কবি বারূদীর নির্বাসন দন্ডাদেশ মওকুফ করলে তার প্রশংসায় কবি কবিতা লিখেন। কবি তাঁকে লক্ষ্য করে বলেন :[১]

"عباس يا خير الملوك عدالة + وأجل من نطق امرؤ بثنائه

هو ذلك الملك الذي ورث العلا + عن نفسه شرفا وعن آبائه

العدل من أخلاقه والعلم من + أوصافه والحلم من أسمائه

لاغرو إن جمع المحامد يافعا + وسما بهمته على نظرائه"

"হে আব্বাস হিলমী পাশা! তুমি সেই ন্যায় বিচারক, যাঁর প্রশংসায় জনগণ পঞ্চমুখ। তিনি সেই রাজাধিপতি, যিনি নিজের ও পিতৃপুরুষের পক্ষ থেকে সম্মানের অধিকারী হয়েছেন। ন্যায়বিচার তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, বিদ্যা তাঁর গুনাবলী, সহনশীলতা তাঁর নাম। তিনি যদি তাঁর যৌবনকালেই সব প্রশংসনীয় গুণাবলীর অধিকারী হন এবং তাঁর সাহসিকতা বলে সকলের শীর্ষে আরোহণ করেন, তবে এতে আশ্চর্যান্বিত হবার কিছুই নেই।"

কবি আল-বারূদীর মাদহিয়্যাহ কবিতার সংখ্যা খুবই কম। তাঁর মহান ব্যক্তিত্ব, সুস্পষ্টবাদিতা, ন্যায়পরায়নতা, উন্নত মানসিকতা এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদী স্বভাব এর অন্যতম কারন হিসাবে বিবেচিত হয়।

---

১. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৫।

*Dhaka University Institutional Repository*

## রাছা (শোকগাঁথা) ঃ

স্বজন হারানোর ব্যাথা থেকেই শোক গাঁথার সৃষ্টি। রাছা এবং ফখরিয়্যাহ উভয় কবিতাতেই গৌরব বর্ণনা করা হয়। তবে পার্থক্য হলো রাছা মৃত ব্যক্তির ও ফখরিয়্যাহ জীবিত ব্যক্তির গৌরব কীর্তিত হয়।[১] কবি বারূদী তাঁর আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও জ্ঞানীগুনীদের মহা প্রয়ানে শোক গাথা রচনা করেছেন। নিম্নে তাঁর রচিত শোকগাথার কিছু পঙ্‌ক্তি উপস্থাপন করা হলো।

কবি তাঁর পিতার শোকগাঁথায় বলেন :[২]

"لا فارس اليوم يحمي السرح بالوادي + طاح الردى بشهاب الحرب والنادي

مات الذي ترهب الأقران صولته + ويتقي بأسه الضر غامة العادي

هانت لميتته الدنيا، وزهدنا + فرط الآسى بعده في الماء والزاد"

"পিতার তিরোধানের পর এমন কোন অশ্বারোহী ছিলনা, যে উপত্যকার চতুষ্পদ বস্তু হেফাযত করবে। যুদ্ধের আগুন লেগে সব ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছে। এতে এমন বীর যোদ্ধার প্রয়াণ হয়েছে, যার বীরত্বে সকলে ভীত সন্ত্রস্ত হতো, হিংস্র বাঘও যার বাহ দূরীতে ভয়ে কাঁপত। তাঁর মৃত্যুতে দুনিয়া দূর্বল হয়ে পড়েছে। আর জলে-স্থলে সর্বত্রই চরম হতাশা গ্রাস করে ফেলেছে।"

ঐতিহাসিক ক্রীট যুদ্ধের সময় কবির মাতা ইন্তেকাল করলে তিনি ভীষনভাবে শোকাভূত হন। কবি তাঁর মাতার শোকগাথায় বলেন :[৩]

"وأي حياة بعد أم فقدتها + كما يفقد المرء الزلال على الظما

---

১. মো: আবু বক্কর সিদ্দিক, আরবী সাহিত্য সমালোচনা, (ঢাকা : সুলতানা প্রকাশণী, ১৯৮৯ খ্রি.), পৃ. ১০০।
২. মাহমুদ সামী আল-বারূদী, দীওয়ানুল বারূদী, খ. ১, পৃ. ২০৪।
৩. প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ৪৯১।

Dhaka University Institutional Repository

تولت، فولى الصبر عني، وعادى + غرام عليها، شف جسمي، واسقما

ولم يبق إلا ذكرة تبعث الآسى + وطيف يوافيني إذا الطرف هوما

وكانت العيني قرة، ولمهجتي + سرورا فخاب الطرف والقلب منهما

فلولا اعتقادي بالقضاء وحكمه + لقطعت نفسي لهفة وتندما''

"আমার মা মারা যাবার পর আমি কোন জীবন হারালাম। যেমন গভীর তৃষ্ণার্তে মানুষ সুস্বাদু ও পরিস্কার পানি হারিয়ে ফেলে। তিনি পরপারে চলে গেলেন, অতঃপর আমি ধৈর্য্যহারা হয়ে পড়লাম। তাঁর গভীর ভালবাসা আমাকে কুরে কুরে খাচ্ছিল। আমার শরীর হালকা-পাতলা ও রোগাগ্রস্ত হয়ে পড়ল। স্বরণ ছাড়া আর কিছুই বাকি ছিল না। তাঁর স্বরণে দীর্ঘশ্বাস ও বেদনা ফিরে আসছিল। চক্ষু যখন তন্দ্রালু হয়, তাঁর আত্মা আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়। তিনি ছিলেন আমার চক্ষুর শীতল হৃদয়ের আনন্দ। তাঁর চলে যাবার পর আমার চক্ষু ও অন্তর এ দু'বস্তু হারিয়েছে। যদি তাকদীরের ফায়সালার প্রতি আমার দৃঢ় বিশ্বাস না থাকত, তবে দীর্ঘশ্বাস ও বেদনায় আমার জীবন শেষ করে দিতাম।"

শ্রীলংকায় নির্বাসিত জীবনে কবির প্রিয়তমা স্ত্রী আদীলাহর মৃত্যুতে কবি দিশেহারা হয়ে পড়েন। স্ত্রীর স্বরণে নিম্নের শোকগাঁথা রচনা করেন :[১]

''أيد المنون! قدحت أي زناد + وأطرت آية شعلة بفؤادي

أوهنت عزمي وهو حملة فيلق + وحطمت عودي وهو رمح طراد

لم أدر هل خطب ألم بساحتي + فأناخ، أم سهم أصاب سوادي؟''

১. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৯০।

*Dhaka University Institutional Repository*

"তুমি পরপারে গিয়ে কোন লকড়ি দিয়ে আমার অন্তরে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ জালিয়ে দিলে। আমার প্রবল আকাঙ্খাকে দূর্বল করে দিলে, এমতাবস্থায় তা ছিল হামলার জন্য উদ্যত। আমার শরীরকে ভেঙ্গে দিলে, যা ছিল বর্ষা নিক্ষেপের জন্য প্রস্তুত। আমি জানিনে, কোন প্রাকৃতিক দূর্যোগ কি আমার আঙ্গিনায় অবতীর্ণ হয়েছে এবং তা দীর্ঘস্থায়ী হয়েছে? নাকি কোন বিষাক্ত তীর আমার বক্ষ ভেদ করেছে?"

মিসরের বিখ্যাত সাহিত্যিক ও ভাষাতাত্ত্বিক আলী রিফা'আহ পাশার মহা প্রয়াণে রচিত এক শোকগাথায় কবি বলেন :[১]

"نعاء عليه أيها الثقلان + فقد أقصدته أسهم الحدثان

مضى، وأقمنا بعده في قاتم + على الفضل نبكيه بأحمر قاني

فلا عين إلا وهي بالدمع ثرة + ولا قلب إلا وهي ذو خفقان"

"হে জ্বীন ও ইনসান জাতি! তোমরা এ মহান নেতার স্মরণে কাঁদো। তাঁকে যুগের তীর বীদ্ধ করেছে (অর্থাৎ তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন।) তিনি চলে গেছেন। তাঁর জন্য আমরা মাতম করছি। আমরা তাঁর মর্যাদার জন্য কাঁদছি রক্তিম চোখে। প্রতিটি চক্ষু তাঁর জন্য অশ্রুসিক্ত আর প্রতিটি হৃদয় তাঁর শোকে মুহ্যমান।"

**ইসলামী কবিতা ঃ**

কবি আল-বারূদীর কাব্য রচনায় ইসলামী কবিতা অন্যতম। তাঁর অসংখ্য কবিতায় ইসলামী মূল্যবোধ ফুটে উঠেছে। নিম্নে কবি বারূদী রচিত ইসলামী কবিতার কিছু উদ্বৃতি উপস্থাপন করা হলো।

---

১. প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১২৫।

Dhaka University Institutional Repository

কবি বারূদী মহান আল্লাহর মহিমা কীর্তন করে বলেন :[১]

"لك الحمد، إن الخير منك، وإنني + لنصعك يا رب السموات شاكر

فأنت الذي أوليتني كل نعمة + وهذبتني حتى اصطفتني العشائر

فقرب لي الخير الذي أنا راغب + وباعدني الشر الذي أنا حاذر"

"তোমার জন্য সকল প্রশংসা। কল্যাণ অবশ্যই তোমার নিকট থেকে আসে। হে নভোমন্ডলের প্রতিপালক! তোমার মহান কারুকার্যের জন্য তোমার নিকট সতত শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। তুমিই আমাকে সব নিয়ামত দান করেছ, আমাকে সভ্য করেছ এবং মানব গোষ্ঠীর অন্তর্ভূক্ত করেছ। তুমি আমাকে সেই কল্যাণ দান কর, যা আগ্রহের সাথে আমি কামনা করি এবং যে ক্ষতিকর বস্তুকে ভয় করি, তা আমার থেকে দূর করে দাও।"

কবি রাসূল (সা.) এর প্রতি গভীর প্রেম ভক্তি প্রকাশ করে এক কবিতায় বলেন :[২]

"هو النبي الذي لولا هدايته + لكان أعلم من في الأرض كالهمج

أنا الذي بت من وجدي بروضته + أحن شوقا كطير البانة الهزج

هاجت بذكراه نفسي، ما كنت ولها + وأي صب بذكر الشوق لم يهج؟"

"তিনি সেই মহান নবী (সাঃ), যাঁর হেদায়েত না পেলে জমীনের সর্বজ্ঞানী মানুষটিও সর্বমুর্খ থেকে যেত। আমি গভীর ভালবাসা নিয়ে রাওজা পাকে রাত্রী যাপন করেছি। উঁচু বৃক্ষে কূজনরত পাখীর মতই তাঁর ভালবাসার গান গেয়েছি। তাঁর স্মরনে আমার হৃদয় দিশেহারা হয়ে পড়ে। তাঁর প্রতি গভীর ভালবাসার জন্য সে হৃদয় পাগলপারা। কারণ এমন কোন ভালবাসা নেই যে প্রেমের স্মরণে দিশেহারা হয় না ?"

---

১. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১২৫।
২. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১০৩।

Dhaka University Institutional Repository

হিজরতের বর্ণনায় কবি বলেন :[১]

''فجاء جبريل للهادي فأنباه + بما أسروه بعد العهد والقسم

فمذ رآهم قياما حول مأمنه + يبغون ساحته بالشر والفقم

نادي عليا فأوصاه وقال له + لا تخش والبس ردائي آمنا ونم

ومر بالقوم يتلو وهو منصرف + ليس وهي شفاء النفس من وصم

فلم يروه وزاغت عنه أعينهم + وهل ترى الشمس جهرا أعين الحنم''

"হযরত জিব্রাঈল (আঃ) হেদায়েতের বাণী নিয়ে উপস্থিত হলেন। অতঃপর সেই সংবাদ পৌছালেন, যা পালন করার অঙ্গীকার ও শপথ করার পরও তাঁরা গোপন করেছিল। তখন তিনি কাফিরদেরকে তাঁর বাড়ীর নিকট সমবেত হতে দেখলেন, যারা তাঁর আঙ্গীনায় অশুভ কিছু করতে চাচ্ছিল। তিনি আলী (রাঃ) কে ডেকে তাঁর আমানতের সম্পদ মালিকের নিকট পৌছিয়ে দেবার অসিয়ত করলেন এবং তাকে বললেন, তুমি ভয় কর না। আমার চাদর আবৃত করে শান্তিতে ঘুমিয়ে যাও। অতঃপর তিনি ইয়াসীন সূরা পাঠ করতে করতে সম্প্রদায়ের পার্শ্ব দিয়ে চলে গেলেন, সূরা ইয়াসিন পাঠ করলে বিভিন্ন রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করা যায়। তারা তাঁকে দেখতে পেল না। তাদের চোখে ধাঁধা লেগে গেল। পেঁচার চোখ কি প্রকাশ্যে সূর্য দেখতে পায়?"

**আল হিকমাহ (প্রজ্ঞামূলক কবিতা) ঃ**

আরবী কবিতার একটি মৌলিক শাখা হচ্ছে হিকমাহ বা প্রজ্ঞামূলক কবিতা। আরবরা একজন কবিকে দৈব জ্ঞানের অধিকারী হিসাবে বিশ্বাস করতো। এ কারণে কবিগণও অভিজ্ঞতা ও দূরদর্শীতার আলোকে কিছু বাণী কবিতার ছন্দে রচনার চেষ্টা

---

১. আল যারুদী, কাশফুল গুম্মাহ, (কায়র : আল-জারিদা, ১৯০৯ খ্রি.), পৃ. ১৩।

*Dhaka University Institutional Repository*

করতেন। এভাবে জাহেলী যুগ থেকে প্রজ্ঞামূলক কবিতার উৎপত্তি হয় এবং পরবর্তী যুগসমূহে এর বিকাশ ঘটতে থাকে। কবি আল বারূদীর জীবন ছিল নানা ঘটনায় পরিপূর্ণ। তিনি তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতার আলোকে প্রজ্ঞামূলক কবিতা রচনা করেছেন। নিম্নে তাঁর রচিত প্রজ্ঞামূলক কবিতার কিছু উদাহরন দেয়া হল।

যুগ প্রসঙ্গে কবি বলেন :[১]

"لو كان للمرء فكر في عواقبه + ما شان أخلاقه حرص ولا طبع

دهر يغر، وما آمال تسر وأعـ + ـمار تمر، وأيام لها خدع

يسعى الفتى لأمور قد تضر به + وليس يعلم ما يأتي وما يدع"

"যদি শেষ পরিণতি সম্পর্কে মানুষের চিন্তা থাকত, তা হলে তার স্বভাব ও চরিত্রে লোভ-লালসা থাকত না। যুগ তাকে ধোঁকা দেয়, আশা তাকে খুশী করে, কাজগুলো অতীত হয় এবং সময়গুলো তাকে ধোঁকা দেয়। যুবক সেই কাজে বেশী ঝুকে পড়ে, যা ক্ষতির কারণ হয়। সে কি পেল আর কি হারাল, তা সে জানে না।"

উত্তম আচরণ প্রসঙ্গে কবি বলেন :[২]

"إذا أنا لم أعط المكارم حقه + فلا عزني خال ولا ضمني أب"

"আমি যদি প্রকৃতপক্ষে উত্তম আচরণের অধিকারী না হতে পারি, তবে মামা আমাকে সম্মান দেবেন না এবং বাবা স্নেহের-আদর করে কাছে টেনে নেবেন না।"

উচ্চ মর্যাদা অর্জন প্রসঙ্গে কবি বলেন :[৩]

---

১. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৫৫।

২. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৯।

৩. প্রাগুক্ত, খ.১ পৃ. ৩৯।

*Dhaka University Institutional Repository*

''ومن تكن العليا همة نفسه + فكل الذي يلقاه فيهما محبب''

"উচ্চ মর্যাদা অর্জন যার জীবনের দৃঢ় প্রত্যয় সে, এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য যে কোন অবস্থার মোকবেলাকে প্রিয় বস্তু বলে মনে করবে।"

মানুষের মর্যাদা প্রসঙ্গে কবি বলেন :

''والناس أشباه، ولكن فرقت + بينهم في الرتبة والأراء''

"মানুষ বাহ্যতঃ সব একই ধরণের হয়ে থাকে। কিন্তু প্রজ্ঞা কথাবার্তা ও মর্যাদার কারণেই তাঁদের পরস্পরের তারতম্য নিরূপিত হয়।"

প্রেম ভালবাসা প্রসঙ্গে কবি বলেন :[১]

''وما الحب إلا حاكم غير عادل + إذا رام أمر لم يجد من يصده''

"প্রেম বেইনসাফকারী বিচারক বই আর কিছুই নয়। যখন সে কোন বস্তু পেতে চায়, তাকে বাধা দেওয়ার মত কেউই থাকে না।"

দুনিয়ার মূল্য প্রসঙ্গে কবি বলেন :[২]

''فما هذه الدنيا وإن جل قدره + سوى مهلة نأتي لها ونعود''

"এ দুনিয়ার জীবন, যদিও এর মর্যাদা অনেক (বলে মনে হয়)। প্রকৃতপক্ষে এটি আসা যাওয়ার সামান্য অবকাশ ছাড়া আর কিছুই নয়।"

নেতৃত্বের যোগ্যতা সম্পর্কে কবি বলেন :[৩]

إذا سدت في معشر، فاتبع + سبيل الرشاد، وكن مخلصا''

---

১. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৪০।

২. প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ২৪৯।

৩. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৭৪।

*Dhaka University Institutional Repository*

"তুমি যদি কোন গোত্রের নেতৃত্ব করতে চাও, তবে সঠিক পথের অনুসরণ কর বরং খাঁটি সত্যনিষ্ঠ হও।"

কবি মাহমুদ সামী আল-বারূদী এমন অসংখ্য প্রজ্ঞামূলক কবিতা বা হিকমাহ রচনা করে আরবী কবিতাকে ঐশ্বর্যমন্ডিত করেছেন।

**আল নাসীহাহ (ঔপদেশমূলক)ঃ**

আরবী কবিতায় উপদেশবাণী একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। কবি বারূদীর কবিতাসমূহের পরতে পরতে অসংখ্য উপদেশবাণী মুক্তার মত ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। নিম্নে তাঁর উপদেশ মূলক কবিতার কিছু উদ্ধৃতি দেয়া হল।

সম্মান ও প্রতিপত্তি অর্জন ও অন্যান্য বিষয়ের উপদেশ দিতে গিয়ে কবি বলেন :[১]

''من طلب العز بلا آلة + أدركه الذل مكان الظفر

فاصبر على المكروه تظفر بما + شئت، فقد حاز المنى من صبر

وقف إذا ما عرضت شبهة + فاللبث خير من ركوب الغرر

ولا تقولن لشيء مضى + ياليته دام، وخذ ما حضر''

"যিনি হাতিয়ার ছাড়া সম্মান পেতে চান তিনি কৃতকার্য না হয়ে অসম্মানিতই হন। সুতরাং কষ্টের অবস্থায়ও ধৈর্যধারণ কর, ইপ্সিত সফলতা লাভ করতে পারবে। যারা ধৈর্যধারণ করে, তারা লক্ষ্যে পৌঁছায়। সন্দেহ এসে গেলে থমকে দাড়াও, কেননা ধ্বংসের পৃষ্ঠে সোওয়ার হওয়ার চাইতে থমকে দাড়ানোই উত্তম। যা অতীত হয়ে গেছে

১. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১০৩।

*Dhaka University Institutional Repository*

তার জন্য অপেক্ষা করে বলো না, হায়! যদি এটা দীর্ঘ সময় অবশিষ্ট থাকত। উপস্থিত যা পাও, তাই গ্রহণ কর।"

উত্তম আচরণ ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট প্রসঙ্গে কবি বলেন :[১]

"كرم الطبع شيمة الأمجاد + وجفاء الأخلاق شأن الجماد

لن يسود الفتى ولو ملك الحكـ + ـمة ما لم يكن من الأجواد

ولعمري لرقة الطبع أولى + من عناد يجر حرب الفساد"

"ভদ্র ও শালীন উচ্চ মর্যাদার পরিচায়ক। দুশ্চরিত্র স্থবিরতা ও নিশ্চলতা আনয়নকারী। বদান্যতা ও উদারতা ছাড়া কোন মানুষ নেতা হতে পারেন না। যদিও তিনি প্রজ্ঞাশীল হন। আমার জীবনের শপথ! নম্র-ভদ্র স্বভাব সেই রুক্ষতা ও কঠোরতা থেকে শ্রেয় যা, বিশৃঙ্খলার যুদ্ধ টেনে আনে।"

উপদেশ প্রসঙ্গে কবি বলেন :[২]

"إن النصيحة لا تحـ + ـض على إن على الأذى إن لم تزع

فاستمع فإن خيرا أصبـ + ـت فخذ، وإن شرا فدع"

"নিশ্চয় উপদেশ যদিও ইহা কাউকে মন্দ থেকে বিরত রাখতে পারে না। তবে খারাপের জন্য কাউকে উদ্বেলিত করে না। সুতরাং আমার কথা শ্রবণ করুন, যদি অমঙ্গল কিছু আসে, তা বর্জন করুন।"

কবি আল-বারূদীর অধিকাংশ উপদেশ বাক্য তাঁর জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা ও সমাজের প্রকৃত অবস্থা থেকে চয়নকৃত। এ বাণীগুলো খুবই সত্য ও যথার্থ।

---

১. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৮৫।
২. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৩১।

*Dhaka University Institutional Repository*

এ ছাড়া কবি বারূদী রচিত বর্ণনামূলক বা ওয়াসফিয়্যাহ কবিতা, রাজনৈতিক কবিতা, হিজা বা ব্যঙ্গাত্মক কবিতা ও আমছাল বা প্রবাদ প্রবচনমূলক কবিতা আরবী কবিতার ভান্ডারকে করেছে ঐশ্বর্যমন্ডিত ও সমৃদ্ধ।

*Dhaka University Institutional Repository*

# পঞ্চম অধ্যায়

## সমসাময়িক কবিদের মাঝে আল-বারূদীর অবস্থান

প্রথম পরিচ্ছেদ

সমকালীন কাব্যধার

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সমালোচকদের দৃষ্টিতে তাঁর অবস্থান

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আল-বারূদীর সমসাময়িক কবি ও কবিতা

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আধুনিক আরবী সাহিত্যের অগ্রদূত হিসেবে কবি আল-বারূদী

*Dhaka University Institutional Repository*

# পঞ্চম অধ্যায়
# সমসাময়িক কবিদের মাঝে আল-বারূদীর অবস্থান
## প্রথম পরিচ্ছেদ
## সমকালীন কাব্যধারা

**সমকালীন কাব্যধারা ঃ**

মামলূক আধিপত্য বিস্তারের পর মিসরের জনগণ অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিকভাবে পশ্চাতপদ হয়ে পড়ে। শাসক গোষ্ঠীর শোষণ ও নিপীড়নের ফলে কাব্য চর্চা ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের গতি শ্লথ হয়ে পড়ে। আঠার শতকের শেষ প্রান্তে এবং উনিশ শতকের শুরুতে মিসরে পশ্চিমাদের অনুপ্রবেশের ফলে সেখানকার জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্য সংস্কৃতিক অঙ্গনে রেনেসাঁর সূত্রপাত হয়। কিন্তু এ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত কাব্যচর্চার গতি শ্লথই থেকে যায়। কারণ মুহাম্মদ আলী পাশা (১৮০৫ খ্রি.-১৮৪৮ খ্রি.) ও তাঁর উত্তরসূরী শাসকগণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতি সাধনের জন্য কিছুটা পৃষ্ঠপোষকতা করলেও তাঁরা মিসরের প্রকৃত স্বাধীনতা আনতে সক্ষম হননি। এ জন্য বিশেষ করে কবিদের জীবনে নবোদ্দীপনার উন্মেষ ঘটেনি। তৎকালীন কবি সায়্যিদ ইসমাঈল আল-খুশশাব (মৃ. ১৮১৫ খ্রি.), শায়খ হাসান আল-আত্তার (১৭৬৬-১৮৩৫ খ্রি.), শায়খ শিহাব উদ্দীন (১৭৯৫ খ্রি.-১৮৫৭ খ্রি.), সায়্যিদ আলী দরবিশ (১৭৯৬ খ্রি.-১৮৫৩ খ্রি.) প্রমুখদের কবিতা অধ্যয়ন করলে সেখানে কিছু শাব্দিক জটিলতা ও বাহ্যিক অলংকার ছাড়া ভাব ও কবি কল্পনার গভীরতা পাওয়া যায় না।[১] উনিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত এ

১. আশ শায়খ কামিল মুহাম্মদ মুহাম্মদ উবায়দাহ, মাহমুদ সামী আল-বারূদী ইমামুশ শু'আরা ফিল আসরিল হাদীস, (কায়রো : ১৯৮৯ খ্রি.), পৃ. ৬১।

Dhaka University Institutional Repository

ধরণের নিম্নমানের কবিতার সয়লাব গোটা আরব বিশ্বে প্রবাহিত হতে থাকে। তবে এ ক্ষেত্রে মিসরে কিছুটা ক্ষীণ আশার আলো প্রজ্জ্বলিত হতে দেখা যায়। সুয়েজ খাল উদ্বোধন হওয়ার পর আধুনিক দেশ সমূহের সাথে মিসরের যোগাযোগ বৃদ্ধি পায়। বিশ্ব সভ্যতার সাথে তাদের নিবিড় সম্পর্ক স্থাপিত হয়। সাহিত্যিকগণ সীমাবদ্ধ গন্ডি পেরিয়ে সমাজ সচেতনতা ও রাজনীতির কথা বলতে আরম্ভ করেন। রাজনৈতিক চিন্তার স্বাধীনতার সাথে সাথে সাহিত্যিক স্বাধীনতারও উন্মেষ ঘটে। তারা শায়খ মুহাম্মদ আব্দুহুর নেতৃত্বে পুরাতন দূর্বোধ্য বাদী' ও সাজা' (ছন্দোবদ্ধ) পদ্ধতি পরিহার করে সাবলিল ও গতিশীল সাহিত্যের শুভ সূচনা করেন। আরবী মুদ্রণযন্ত্র আবিস্কার তাদের এসব গতিশীল ও সাবলিল সাহিত্য সৃষ্টিতে মূল প্রেরণা যোগায়। এর মাধ্যমে মুদ্রিত আব্বাসী যুগের গতিশীল সাহিত্যের নমুনা দেখে সাহিত্যিকগণ উসমানী আমলের দূর্বোধ্য সাহিত্যের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলেন। এভাবে গদ্য সাহিত্যে এক ব্যাপক গতি সঞ্চারিত হয়। যদিও এতে ক্লাসিক্যাল ভাব বর্তমান ছিল। কিন্তু গদ্য সাহিত্যের মত কাব্য সাহিত্য পরিবর্তিত হতে বেশ সময় লাগে। কবিতায় পরিবর্তনের হাওয়া ধীরগতিতে প্রবাহিত হতে থাকে আলী আবু'ন নাসর (মৃ. ১৮৮০ খ্রি.), আব্দুল্লাহ ফিকরী (মৃ. ১৮৮৯ খ্রি.), আলী আল লায়ছী (মৃ. ১৮৯৬ খ্রি.), আব্দুল্লাহ নাদীম ও মাহমুদ সাফওয়াত আস সা'আতী (মৃ. ১৮৮০ খ্রি.) প্রমুখ কবিদের মাধ্যমে।[১] এদের মধ্যে কবি আস সা'আতীই স্বকীয় বৈশিষ্ট্য নিয়ে কবিতা রচনা শুরু করেন। তাঁদের কবিতা অধ্যয়ন করলে মনে হয় যেন তারা চারপাশের প্রকৃত ঘটনাবলী থেকে অনেকদূরে অবস্থান

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১।

Dhaka University Institutional Repository

করছেন। তাঁদের কবিতার মাঝেও গতানুগতিক কবিদের মত উসমানী যুগের স্থবিরতার ছাপ সুস্পষ্ট। দূর্বোধ্যতা ও জটিলতার শক্ত প্রাচীর এসব কবিতাকে এমনভাবে বেষ্টন করেছিল যে, সুস্থ ও সুন্দর অনুভূতি এতে প্রবেশ করতে পারে নি।[১]

১. M. M. Badawi, A Critical Introduction to Modern Arabic, (New Yourk : Cambridge University Press, 1992),P.15.

Dhaka University Institutional Repository

# দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
# সমালোচকদের দৃষ্টিতে তাঁর অবস্থান

## সমালোচকদের দৃষ্টিতে তাঁর অবস্থান ঃ

কবি মাহমুদ সামী আল-বারূদী আরবী কবিতায় রেনেসাঁর শুভ সূচনা করেন । তিনি হঠাৎ করে ধুমকেতুর মতই কবিতার জগতে প্রৌজ্জ্বল আলো নিয়ে জ্বলে উঠেন। তাঁর পূর্বে পাঁচশত বৎসর পর্যন্ত এমন কোন মহান কবির সন্ধান পাওয়া যায় না। ড. আব্বাস মাহমুদ আল-আক্কাদ এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন :

কবি আল বারূদীর পূর্বে পাঁচশত বৎসর পর্যন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে এমন কাউকে দেখা যাবে না, যিনি তাঁর সমকক্ষ হবেন। কবি আল বারূদীকে দেখে মনে হবে যেন আপনি একক একটি উঁচু পাহাড়ের চুঁড়ায় অবস্থান করছেন, আর এর সম্মুখে অনেক দূর পর্যন্ত ছোট ছোট টিলা কিংবা বালির স্তুপ ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাবেন না। সুতরাং তিনি মিসরের সাহিত্যের ইতিহাসে সত্যিকারের শীর্ষস্থানীয় ও নেতার আসনে সমাসীন হয়েছেন।[১] তাই তিনি হলেন আধুনিক আরবী সাহিত্যের অগ্রদূত।

এক্ষেত্রে তাকে তুলনা করা যায় বাংলা সাহিত্যের বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের সাথে। কবি নজরুল আধুনিক বাংলা কাব্য জগতে ধুমকেতুর মত আবির্ভূত হন এবং একটি নতুন ধারার সৃষ্টি করেন। কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁকে সাহিত্যাকাশে ধুমকেতু

---

১. আব্বাস মাহমুদ আল আক্কাদ, শুআরাউ মিসর ওয়া বিআতুহুম ফিল জায়লিল মাদী, (ফায়রো, নাহদাতু মিসর লিত্ তিবাআহ, আল ফুজালাহ ), পৃ. ১১১।

Dhaka University Institutional Repository

হিসাবে আখ্যায়িত করেন। তিনি হঠাৎ করে বিদ্রহের রৌদ্ররোষে জ্বলে উঠেন এবং জাতীয় জীবনের জাগরণের কান্ডারী হিসাবে স্বীয় কাব্য রচনা করেন।

ড. হুসায়ন হায়কালের মতে, কবি আল-বারূদীর কবিতায় রাজনৈতিক বক্তব্য, মিসরের প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী, ঐতিহাসিক নিদর্শনাদি এবং মিসরীয় জীবন ধারার বর্ণনা ছাড়া আর কোন নতুনত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। তাঁর কবিতার অন্যান্য বিষয়বস্তু, ছন্দ, অন্তমিল ইত্যাদি বিষয়ে আব্বাসী ও তৎপূর্ববর্তী কবিদের পূর্ণাঙ্গ মিল পাওয়া যায়। তিনি প্রসিদ্ধ কবি হোমারের মত মহাকাব্য রচনা করেননি বা কবি দান্তের মত কমেডি রচনা করেননি। তারপরও তাকে আধুনিকতার পথিকৃত কবির মর্যাদয় সমাসীন করা হয় কেন? এ প্রসঙ্গে হায়কাল মন্তব্য করেন যে,তাঁর কবিতা স্বীয় যুগ ও পরিবেশের আয়না স্বরূপ প্রকাশ পায়। সুতরাং তিনি এ বৈশিষ্ট নিয়ে যদি প্রাচীন কালেও আবির্ভূত হতেন তবে সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হতেন।[১]

ড. শাওকী দায়ফ তাঁকে আধুনিক কবিতার পতাকাবাহী এবং পথিকৃৎ হিসাবে আখ্যায়িত করেন।[২] তার মাধ্যমে আরবী কবিতায় প্রাচীন ও আধুনিক উপাদানসমূহ সমভাবে ব্যবহৃত হওয়ার পথ উন্মোচিত হয়।

এ কথা সত্য যে, কবি আল-বারূদীর পূর্বে আরবী কবিতায় বিশুদ্ধ আরবী আত্মার অপমৃত্যু ঘটেছিল। এটি যেন আত্মাবিহীন এক জড় পদার্থে পরিণত হয়েছিল। তিনি একদিকে কবিতার ক্লাসিক চমৎকারিত্ব পূর্ণাঙ্গরূপে ফিরিয়ে এনেছেন, অন্যদিকে এতে

---

১. মুহাম্মদ হুসাইন হাইকাল, ভূমিকা, দীওয়ানুল বারূদী, (বৈরূত : দারুল জায়ত, ১৯৯৫ খ্রি.), পৃ. ৩০।

২. ড. শাওকী দায়ফ, আল-বারূদী রাদুশ শি'রিল হাদীস, (কায়রো : ১৯৮৮ খ্রি.), পৃ. ১৬৮।

*Dhaka University Institutional Repository*

স্বভাবজাত ভাব প্রকাশ করতে নিজস্ব পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা যথাযথভাবে তুলে ধরতে পূর্ণ সফলতার পরিচয় দিয়েছেন। আরবী কবিতার রেনেসাঁর ক্ষেত্রে কবি আল বারূদীর প্রয়াস খুবই প্রশংসার দাবীদার। তিনি আরবীর রূহ প্রকৃতভাবে সংরক্ষণ করেছেন এবং এর মূল স্পিরিটকে পুনরায় ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছেন। ড. শাওকী দায়ফের মতে,

وبذلك حال البارودي بين الشعر العربي والسقوط إذ در إليه روحة وأخذ يمكن لها إن تحتي من جديد حياة خصبة حافلة بما يملاء النفس العربية إعجابا–

তিনি আব্বাসীয় প্রসিদ্ধ কবিদের দীওয়ান সমূহ গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন এবং এর শব্দ, বাক্য বিন্যাস, স্টাইল ও দোষ গুন সম্পর্কে গভীর জ্ঞানার্জন করেন। এভাবে তিনি আরবী ভাষার মর্মমূলে প্রবেশ করতে সক্ষম হন। এ ক্ষেত্রে তিনি সন্দেহতীতভাবে সমকালীন কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের দাবী রাখেন। এ কথা সত্য যে, প্রাচীন আরবী কবিতার রহস্যসমূহ উদঘাটন করতে এবং এর বৈশিষ্টাবলী ভালভাবে রপ্ত করতে তাঁর কোনই জুড়ি ছিল না। এজন্য তাঁর কবিতার সজিবতা স্থায়ী হয় এবং তিনি কবিতার স্টাইল ও আঙ্গিক উত্তম করতে সক্ষম হন। সুতরাং তার কবিতার সুমিষ্টতা, সরলতা ও বলিষ্ঠতার নযীর সমকালীন কবি কবিতায় পাওয়া যায় না।[১] তিনি মিসরে তারকার মত যে উজ্জল আলো নিয়ে উদিত হন, এর ছটা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এমনকি এ আলো স্বদেশের গন্ডি পেরিয়ে আরব বিশ্বকে আলোকিত করে। কাজেই তাঁর কবিতায় সকলেই প্রভাবান্বিত হন এবং পরবর্তী কবিগণ তাঁর পদাংক অনুসরণ করেন। তাঁরা কবি আল

১. আল শায়খ কামিল মুহাম্মদ উবায়দাহ, মাহমুদ সামী আল-বারূদী ইমামুশ শু'আরা ফিল আসারিল হাদীস, (কায়রো : ১৯৮৯ খ্রি.), পৃ. ৬৫।

*Dhaka University Institutional Repository*

বারূদী প্রদর্শিত নেও ক্লাসিক্যাল ধারায় কবিতা রচনা করতে থাকেন। তাঁর প্রভাবে আরবী কবিতা যেন সমুদ্র থেকে মহাসমুদ্রে পরিণত হয় এবং এর প্রভাব বলয় উত্তোরত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। সমকালীন যে সকল কবির কাব্যে আল বারূদীর প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়েছিল তারা হলেন, মিসরের কবি ইসমাঈল সাবারী পাশা (১৮৫৫ খ্রি.-১৯২৩ খ্রি.), মুহাম্মদ হাফিজ ইব্রাহিম (১৮৭১ খ্রি.-১৯৩২ খ্রি.), আহমাদ শাওকী বেক (১৮৬৮ খ্রি.-১৯৩২ খ্রি.), খলীল মুরতান (১৮৭২ খ্রি.-১৯৪৯ খ্রি.)।[১] ড. হাসান আজ-জাইয়্যাত কবি আল-বারূদী সহ উপরোক্ত চারজন কবিকে আধুনিক আরবী কবিতার পঞ্চস্তম্ভ হিসাবে আখ্যায়িত করেন। ইরাকের কবি মা'রুফ আর-রূসাফী (১৮৭৫ খ্রি.-১৯৪৫ খ্রি.), সিরিয়ার কবি মুহাম্মদ আল-বযম (১৮৮৭ খ্রি.-১৯৫৫ খ্রি.), খলীল মুতরান (১৮৯৫ খ্রি.-১৯৫৬ খ্রি.), লেবাননের কবি শাকীব আরসালান (১৮৬৭ খ্রি.-১৯৪৬ খ্রি.), হালীম দামূস এবং মরোক্কোর কবি শায়খ মুহাম্মদ নাখ'ঈ ও মুহাম্মদ আশ শাজিলি প্রমুখ অন্যতম। এ কবি গোষ্ঠীকে রেনেসাঁ স্কুল (School of Renaissance), জাগরণী স্কুল (মাদরাসাতুল ইয়াহইয়া), Neo-classical স্কুল (মাদরাসাতুল ক্লাসিকিয়্যাহ আল জাদীদাহ) ইত্যাদি নামে অবিহিত করা হয়।[২] এ কবি গোষ্ঠী আল-বারূদীর কাব্য বৈশিষ্টের দ্বারা সুশোভিত ও পরিশীলিত হয়। এরা আরবী কবিতার ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ করেন এবং বিশুদ্ধ আরবীর আত্মা পুনঃজাগ্রত করেন। অত্যন্ত কৌশলের সঙ্গে প্রাচীন ও আধুনিক আরবী কবিতার উপাদানসমুহের মিশ্রণ ঘটান। এ স্কুলের অনুসারী প্রত্যেক

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫।

২. J. Brugman, An Introduction to the History of modern Arabic literature in Egypt, (leiden : E. J. Brill, 1084 ), P. 28.

*Dhaka University Institutional Repository*

কবিই আল- বারূদীর প্রদর্শিত পথে সম্মুখে অগ্রসর হয়েছেন। তবে কেউ কেউ তাদের নিজস্ব মেধা ও মনন এবং পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাবে আধুনিকতার পথে অগ্রসর হতে চেষ্টা করেছেন। এ ক্ষেত্রে কবি আহমদ শাওকীর কিংবা খলীল মুরাতনের নাম উল্লেখ করা যায়। শাওকীকে আমীরুশ শুআরা (কবি সম্রাট) এবং মুতরানকে শাইরুল আকতারুল আরব (আরব জাহানের কবি) হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়।

*Dhaka University Institutional Repository*

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ
# আল-বারূদীর সমসাময়িক কবি ও কবিতা

## আল-বারূদীর সমসাময়িক কবি ও কবিতা ঃ

কবি মাহমুদ সামী আল-বারূদীর কাব্যধারায় পরিপুষ্ট সমকালীন কবির সংখ্যা অনেক। নিম্নে তাদের মধ্যে যারা নেও ক্লাসিজমের ক্ষেত্রে কাব্যপ্রতিভা ও কাব্যধারা নিয়ে অগ্রসর হয়েছেন নিম্নে তাদের উল্লেখযোগ্য কয়েক জনের অবস্থা আলোচনা করা হলো।

**ইসমাঈল সাবারী পাশা (১৮৫৪ খ্রি.- ১৯২৩ খ্রি.) ঃ** কবি ইসমাঈল সাবারী পাশা ১৮৫৪ খ্রিষ্টাব্দের ১৬ ফেব্রুয়ারী মিসরের কায়রো নগরীতে জন্মগ্রহন করেন। ১৮৬৬ সালে কায়রর আল-মুবাতদিয়ান স্কুলে ভর্তি হন। অতঃপর মাদরাসাতুত তাজহিজিয়্যাহ ও মাদরাসাতুল ইদারাহ ওয়াল আলসুনে অধ্যয়ন করেন।[১] তৎকালে 'রাওদাতুল মাদারিস' পত্রিকা আরবী সাহিত্যে রেনেসাঁর ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মাদরাসাতুল আলসুনে অধ্যয়নকালে খেদীভের স্মরণে কবি সাবারী রচিত কিছু কবিতা সে পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।[২] তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র ১৬ বছর। ১৮৭৪ খ্রিষ্টাব্দে কবি আল ইদারাহ কলেজ থেকে আইন বিষয়ে ডিগ্রী লাভ করেন। অতঃপর বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী ড. আলী মুবারকের অনুপ্রেরণা ও সহযোগিতায় তাঁর উচ্চ শিক্ষার পথ সুগম হয়। তিনি ফ্রান্সে এক্স (Aix-in-Province) বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন এবং সেখান থেকে ১৮৭৮ খ্রিষ্টাব্দে আইন বিষয়ে লিসান্স ডিগ্রী লাভ করেন।[৩] মিসর

---

১. ইসলামী বিশ্বকোষ, (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৪০৯ হি. / ১৯৮৮ খ্রি.), খ. ৫, পৃ. ২৭০।
২. আহমাদ হাসান আয-যাইয়্যাত, তারীখুল আদাবিল আরবী, (কায়রো : তা.বি.), সং, ৪, পৃ. ৪৯৬।
৩. হান্না আল-ফাখুরী, আল মুজেয় ফিল আদাবিল আরাবী ওয়া তারীখিহি, খ. ৪, পৃ. ৪৪৬।

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যাবর্তনের পর কবি আল-মানসুরায় ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে যোগদান করেন। ১৮৯৬ থেকে ১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি আলেকজান্দ্রিয়ায় গভর্ণর হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। অতঃপর আইন মন্ত্রনালয়ে স্টেট সেক্রেটারী পদে যোগদান করেন। উক্ত পদে চাকুরীরত অবস্থায় কবি ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দে ৬০ বছর বয়সে চাকুরী হতে অবসর গ্রহণ করেন।[১] এ সময় তাঁর বাসভবনে সাহিত্যের আসর জমতো। এ আসরে বিভিন্ন কবি তাদের স্বরচিত কবিতা পাঠ করতেন। সাবারী সেই কবিতার ভুল-ত্রুটি ও দূর্বল স্থানগুলো কেটে ছেঁটে সুন্দর ও পরিমার্জিত করে দিতেন এবং এগুলোর প্রয়োজনীয় সমালোচনা করতেন। এজন্য তাঁকে শায়খুশ শু'আরা (কবিদের উস্তাদ) হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়।[২] তিনি ১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দে ইন্তেকাল করেন।

ইসমাঈল সাবারী একজন নেও ক্লাসিকপন্থী কবি ছিলেন। তিনি প্রসিদ্ধ কবিদের অনুকরণে অনেক মু'আরাদাদ কবিতা রচনা করেন।[৩] তিনি বিশেষভাবে কবি আল-বারূদীর কাব্যধারার অনুকরণ করেন এবং তাঁর সাহিত্য আসরে নিয়মিত যোগদান করতেন। সাবারীর প্রাথমিক কবিতাগুলো মূলত তাওরিয়্যাহ (রূপকারলংকার) পূর্ণ ছিল। তাঁর কবিতায় বেশী বেশী তাহনিয়্যাহ (সম্ভাষণ), রাছা (শোকগাঁথা) ও সিয়াসিয়্যাহ (রাজনৈতিক) বিষয়াদি স্থান পেয়েছে। তার কিছু কিছু উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি প্রশংসামূলক কবিতা রয়েছে। এগুলো যদিও প্রাচীন ভাবধারায় রচিত, কিন্তু টেকনিকের দিক থেকে বিশ শতকের গোড়ার দিকের নেও রোমান্টিক গীতি কবিতার মতই মনে হয়। তার

---

১. J. Brugman, An Introduction to the History of modern Arabic literature in Egypt,P. 34.

২. Ibid.

৩. Ibid.

Dhaka University Institutional Repository

সর্বশেষ রচিত কবিতা মাফাররুল গজল। এটি আকৃতির দিক থেকে ছোট হলেও বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে অনন্য সাধারণ।

তিনি স্বভাবগত ভাবে একজন শক্তিমান কবি ছিলেন।[১] তিনি নিজের আনন্দে কাব্য রচনা করতেন। এ ক্ষেত্রে অপরের চাহিদাকে তেমন গুরুত্বারোপ করেন নি। এ জন্য তাঁর রচিত কবিতার সংখ্যা খুবই কম।[২] সাবলীল উপমা-উৎপ্রেক্ষা ব্যবহার, চিন্তার গভীরতা ও উন্নত রচনাশৈলী তাঁর কবিতার মূল বৈশিষ্ট। সুস্থ রসবোধ ও সূক্ষ্ম অনুভূতি শক্তি তাঁর কবিতাকে উজ্জীবিত করেছে। তিনি ফরাসী সাহিত্য ভাণ্ডার হতে সংগ্রহীত মূল্যবান রত্ন আরবী সাহিত্যে প্রতিস্থাপন করেন। যেমনভাবে মৌমাছি ফুলের মধু মৌচাকে স্থানান্তরিত করে।[৩]

কবি ইসমাঈল সাবারী মূলত খণ্ড কবিতা রচনা করেন। তার কিছু দীর্ঘ কবিতাও রয়েছে। নিম্নে তাঁর কিছু কবিতার উদ্বৃতি দেয়া হলো।

গজল (পণয়নমূলক) কবিতায় তিনি বলেন :[৪]

"إن هذا الحسن كالماء الذي + فيه للأنفس ري وشفاء

لا تذودي بعضنا عن ورده + دون البعض، واعدلي بين الظماء

أنت يم الحسن فيه ازدحمت + سفن الآمال يزجيها الرجاء"

"তোমার এ সৌন্দর্য ঐ স্বচ্ছ পানির মত, যা হৃদয়কে পরিতৃপ্ত ও রোগমুক্ত করে। তুমি সকল তৃষ্ণার্তকে এর ভাগ দিও। কাউকে দিয়ে আর কাউকে বঞ্চিত করো না।

---

১. হান্না আল ফাখুরী, আল মুজেয় ফিল আদাব, পৃ. ৪৪৭।

২. সম্পাদনা পরিষদ, ইসলামী বিশ্বকোষ, খ. ৫, পৃ. ২৭০।

৩. হান্না আল ফাখুরী, আল মুজেয় ফিল আদাবিল আরাবী ওয়া তারীখিহি, পৃ. ৪৪৭।

৪. আহমাদ হাসান আয-যাইয়্যাত, তারীখু আদাবিল আরবী, পৃ. ৪৯৭।

*Dhaka University Institutional Repository*

আমার পিপাসা দূর করো। তুমি সুন্দরের সমুদ্র। আশা ও আকাঙ্খার জাহাজ যেখানে সন্ত রণ করে।"

বন্ধুত্ব সম্পর্কে কবি বলেন :[১]

''إذا خانني خل قديم وعقني + وفوقت يوما في مقاتله سهمي

تعرض طيف الود بيني وبينه + فكسر سهمي فانثنيت ولم أزم''

"যখন কোন পুরাতন বন্ধু আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকা করল, আমি তার বিরুদ্ধে লড়াই করার উদ্দেশ্যে আমার তীর তাক করলাম। এ সময় অশরীরী ভালবাসা তার ও আমার মাঝে এসে উপস্থিত হল। সুতরাং আমার তীর ভেঙ্গে গেল। আমি আঘাত থেকে বিরত হলাম। আর আঘাত করতে পারলাম না।"

মৃত্যু প্রসঙ্গে কবি বলেন :[২]

''يا موت خذ ما أبقت الـ + أيام والساعات مني

بيني وبينك خطوة + إن تخطها فرجت عني''

"হে মৃত্যু ! তুমি আমার অবশিষ্ট দিন ও মুহূর্তগুলো নিয়ে নাও। তোমার ও আমার মাঝে চলার প্রতিযোগীতা রয়েছে। যদি তুমি এগিয়ে যাও, তবে তুমি আমা হ'তে মুক্ত হবে।"

কবি ইসমাঈল সাবারী তাঁর কবিতার আঙ্গিক ও অন্যান্য বিষয়ে কবি মাহমুদ সামী আল বারূদীর অনুকরণ করেন। তিনি তাঁর নিজ যোগ্যতাবলে বারূদীর নৈকট্যলাভে

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯৭।

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯৭।

Dhaka University Institutional Repository

সক্ষম হয়েছিলেন। তবে তাঁর মত ব্যাপক প্রসিদ্ধি, স্বভাব শক্তি ও ক্লাসিক্যাল কবিতার গভীর জ্ঞান লাভ করতে পারেননি। তাঁর প্রসঙ্গে ড. শাওকী দায়ফ বলেন :[১]

وهو لا يبلغ مبلغه من غزارة البنغ وقوة الطبع والتعمق في الشعر القديم –

কবি ইসমাঈল সাবারী উসমানী আমলের রোগাগ্রস্থ কবিতা বর্জন করে সুন্দর শব্দ প্রয়োগ, বলিষ্ঠ বাক্য বিন্যাস, সুক্ষ্ম অনুভূতি প্রকাশ এবং নিখুত নান্দনিকতার প্রতি অধিক যত্নশীল হন। তিনি কবিতার ভাবাকে পরিচ্ছন্ন করার জন্য বার বার পরিমার্জন করেন। ফলে তাঁর কবিতা অত্যন্ত ব্যঞ্জনাময় ও সরস। তিনি আরবী কাব্য জগতে কবিগনের উস্ত াদ বা শায়খুশ শু'আরা হিসাবে অম্লান হয়ে থাকবেন।

**কবি হাফিজ ইব্রাহীম (১৮৭১ খ্রি.- ১৯৩২ খ্রি.) ঃ**

কবি আল-বারূদীর কাব্যধারায় উজ্জীবিত Neo-classicist কবিদের মধ্যে আহমদ শাওকী (১৮৬৮ খ্রি.-১৯৩২ খ্রি.) ও নীল নদের কবি হাফিজ ইব্রাহীম (১৮৭১ খ্রি.-১৯৩২ খ্রি.) আরব বিশ্বে অধিক খ্যাতি অর্জন করেন। কবি হাফিজ ইব্রাহীম ছিলেন মিসরের সাধারণ মানুষের নিত্য সময়ের অকৃত্রিম বন্ধু। এ জন্য তাঁকে জনগণের কবি (People's Poet) হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়।

**জন্ম ও বংশ ঃ** মিসরের আসয়ুত প্রদেশের অন্তর্গত দাইরুত শহরের সন্নিকটে নীলনদে নোঙ্গরকৃত একটি ভাসমান নৌকায় ১৮৬৯ থেকে ১৮৭২ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যবর্তী

১. ড. শাওকী দায়ফ, আল-বারূদী রাইদুশ শি'রিল হাদীস, (কায়রো : ১৯৮৮ খ্রি.), পৃ. ১৭০।

Dhaka University Institutional Repository

কোন সময়ে হাফিজ ইব্রাহীমের জন্ম হয়। তাঁর বাবার নাম ইব্রাহীম আফিন্দি ফাহমী ও মাতার নাম আস সিত্তু হানীম কারীমা।[১]

হাফিজ ইব্রাহীমের জন্ম তারিখ নিশ্চিতভাবে জানা যায় না। কবি নিজেও তা বলতে পারেন নি। ১৯১১ সনের ৪ ফেব্রুয়ারী কায়রোর পাবলিক লাইব্রেরী দারুল কুতুব আল মিসরিয়্যা'য় চাকুরীতে নিয়োগকালে মেডিকেল কমিশন অনুমান করে তার বয়স ৩৯ বছর নথিভূক্ত করে। সে অনুযায়ী তাঁর জন্ম তারিখ ৪ ফেব্রুয়ারী ১৮৭২ বলে প্রচলিত আছে।[২]

মাত্র চার বছর বয়সে কবির পিতা ইন্তেকাল করেন। মা হাফিজকে নিয়ে কায়রোতে তার সহোদর আফিন্দী নিয়াজির নিকট চলে যান। তাঁর মামা তাঁকে কায়রোর আল মাদরাসাতুল মুবতাদিয়ান ও মাদরাসাতুল খিদিভিয়্যাহ ইত্যাদি স্কুলে ভর্তি করান। কিন্তু অস্থির চিত্ত কবি কোথাও প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়ায় একনিষ্ঠভাবে মনোনিবেশ করতে পারেন নি। ১৮৮৭ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর মামা তাঁর চাকুরির স্বার্থে প্রাদেশিক শহর তানতায় বদলি হলে কবি হাফিজকে সঙ্গে নেন এবং আল আহমদী ইনস্টিটিউটে ভর্তি করিয়ে দেন। এ সময় কবির মাঝে এক ধরনের কাব্য প্রতিভার স্ফুরন লক্ষ্য করা যায়। নিজের ভাগ্যকে দোষারোপ এবং হতাশাকে সম্বল করে তিনি বেশ কিছু কবিতা রচনা করেন।[৩] হাফিজের স্কুল ফাঁকি দেওয়ার প্রবনতায় তাঁর মামা ভীষনভাবে রূষ্ট হন এবং এক পর্যায়ে তাঁকে বোঝা হিসাবে মনে করেন। হাফিজ মামার এ মনোভাব বুঝতে পেরে নিজে অর্থ

---

১. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, আরব মনীষা, (ঢাকা : রিয়াদ প্রকাশনী, ২০০৩ খ্রি.), পৃ. ১০৩।

২. ড. আব্দুল হামীদ সিদ্দ আল-জুনদী, হাফিজ ইব্রাহীম শাইরুন নীল, (কায়রো : ১৯৬৮ খ্রি.), পৃ. ১৬।

৩. আহমাদ হাসান আয-যাইয়্যাত, তারীখু আদাবিল আরবী, পৃ. ৫০৪।

Dhaka University Institutional Repository

উপার্জনের জন্য একটি কাজ খুঁজতে থাকেন। কিন্তু সম্মানজনক কাজের জন্য তার উপযুক্ত সার্টিফিকেট ছিল না। ফলে তিনি প্রথমে কোন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কথা ভাবেন। কিন্তু এতে তাঁর প্রয়োজনীয়তা পূরন হবে না বিধায় উকিলের দপ্তরে কাজে যোগদান করেন। প্রথমে তিনি মুহাম্মদ আশ-শীমীর দফতরে কাজ নেন। অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর সঙ্গে মতবিরোধ দেখা দিলে কবি তার দফতর ছেড়ে চলে আসেন। অতপর কবি আবু সাদিক বেক, আব্দুল করীম ফাহমী, ইব্রাহীম হালাবী প্রমুখ এডভোকেটদের দফতরে কাজ করেন।[১] কবি হাফিজ আইন পেশার মত একটি জটিল ও শ্রমযুক্ত কাজ করার জন্য মানসিকভাবে মোটেও প্রস্তুত ছিলেন না।[২] এসব কারনে হাফিজ উকিলের দফতর ছেড়ে দিয়ে কায়রোতে সামরিক স্কুলে ভর্তি হন এবং ১৮৯১ খ্রিষ্টাব্দে সেকেন্ড লেফটেনেন্ট পদে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে যোগদান করেন। ১৮৯৩ খ্রিষ্টাব্দের ১ অক্টোবর তিনি লেফটেনেন্ট পদে উন্নীত হন। ১৮৯৪ খ্রিষ্টাব্দে তিনি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে পুলিশ বাহিনীতে বদলী হন। তিনি ৭ মে ১৮৯৪ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ২৩ মার্চ ১৮৯৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সুওয়াইফ পুলিশ ষ্টেশনে এস.পি হিসাবে এবং ২৪ মার্চ ১৮৯৫ খ্রিষ্টাব্দ হতে ১৫ অক্টোবর ১৮৯৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত আল ইব্রাহীমিয়্যাহ পুলিশ ষ্টেশনে প্রধান পুলিশ অফিসার হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।[৩] অতপর তিনি সেনাবাহিনীতে ফিরে আসেন। ১৮৯৬ খ্রিষ্টাব্দে লর্ড কিচেনার (Lord Kitchener) এর অধীনে এক সামরিক অভিযানে তিনি সুদানে প্রেরিত হন। উক্ত অভিযানে তিনি দীর্ঘদিন স্বদেশ ছেড়ে সুদানে অবস্থান করেন।

---

১. হাফিজ ইব্রাহীম, দীওয়ান, মুকাদ্দিমাহ, পৃ. ১০।

২. আহমদ আমীন, দীওয়ান হাফিজ, মুকাদ্দিমাহ, (বৈরূত : দারুল আওদাহ, তা.বি.), পৃ. ৩।

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪।

Dhaka University Institutional Repository

কবি স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের জন্য কতিপয় সেনা অফিসার সহ কিচেনারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন ১৮৮৯ খ্রিষ্টাব্দে। অতপর হাফিজ সহ মোট ১৮ সেনা অফিসারের বিরুদ্ধে সামরিক আদালতে বিচার করা হয় এবং ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দের ৩ মে সামরিক বাহিনী থেকে অবসর দেয়া হয়। ১৯০৩ খ্রিষ্টাব্দের ১ নভেম্বর তাঁকে মাসিক ৪ পাউন্ড হারে পেনশন দেয়া হয়।[১] তাঁর পেনশনের পরিমান প্রয়োজনের তুলনায় কম হওয়ার কারনে তিনি একটি সম্মানজনক কাজের সন্ধান করতে থাকেন। এ সময় কবি আহমদ শাওকী 'আল-আহরাম' পত্রিকায় তাঁর জন্য একটি চাকুরীর সুপারিশ করেন। ১৯০৬ সালে কবি হাফিজ মুফতি মুহাম্মদ আব্দুহুর সংস্পর্শে আসেন। হাফিজ সুদান থেকে ফিরে এলে মুফতি মুহাম্মদ আব্দুহুর সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠতা আরো গভীর হয়। তিনি আব্দুহুর সংস্কারমুখী আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষনা করেন। তাঁর মাধ্যমে বিশিষ্ট নেতা সা'দ জগলুল পাশা, মুস্তফা কামিল, কাসিম আমীন প্রমুখের সাথে হাফিজের ঘনিষ্ট সম্পর্ক গড়ে উঠে।[২] ১৯০১ খ্রিষ্টাব্দে থেকে ১৯১১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত এ দশ বছর হাফিজের সাহিত্য সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ সময়। এ সময় কবি জাতীর চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বিদ্রোহী হয়ে উঠেন এবং সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে দেশপ্রেমমূলক কবিতা রচনা করে পশ্চাদপদ, নিদ্রমগ্ন জাতিকে আজাদী আন্দোলনের জন্য জাগিয়ে তুলেন। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে কবি হাওয়া নাম্নী এক ধনী মহিলাকে বিয়ে করেন। কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যেই এ বিয়ে ভেঙ্গে যায়। অতপর তিনি আর কোন মেয়ের পানি গ্রহন করেন নি। ১৯০৮ সালে তাঁর মাতা এবং এর কিছুদিন পর

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪।
২. The Encyclopaedia of Islam, Hafiz Ibrahim, Vol. 3 (Leiden: New edition, E. J. Brill, 1986), P. 159.

Dhaka University Institutional Repository

তার মামা ইন্তেকাল করেন। অবশিষ্ট জীবন তাঁর একমাত্র আত্মীয়া মামীর সঙ্গে কাটান।[১] ১৯১১ খ্রিষ্টাব্দের ৪ ফেব্রুয়ারী কবি কায়রো পাবলিক লাইব্রেরীতে (দারুল কুতুব আল মিসরিয়্যাহ) মাসিক ৩০ পাউন্ড বেতনে একটি চাকুরী লাভ করেন তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী হাসমত পাশার সুপারিশে। ১৪ মার্চ ১৯১১ খ্রিষ্টাব্দে তিনি এ লাইব্রেরীর সাহিত্য বিভাগের ডাইরেক্টর হিসাবে নিয়োগ লাভ করেন। ৪ ফেব্রুয়ারী ১৯৩২ সালে তিনি এ চাকুরী থেকে অবসর গ্রহন করেন। অবসর গ্রহনকালে তাঁর মাসিক বেতন ছিল ৮০ পাউন্ড।[২] ২১ জুলাই ১৯৩২ সালে কায়রোর উপকণ্ঠে আব যায়তুন এলাকার এক ক্ষুদ্র বাড়িতে মিসরের বিশিষ্ট কবি হাফিজ ইব্রাহীম শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।[৩]

কবি হাফিজ ইব্রাহীম একজন কবি হিসাবে খ্যাতি অর্জন করলেও গদ্য সাহিত্য ও অনুবাদ সাহিত্যেও তাঁর পারদর্শীতার প্রমান মিলে। নিম্নে তাঁর রচনাবলী উল্লেখ করা হলো।

### ১) দীওয়ান (কাব্য সংকলন) ঃ

কবির জীবদ্দশায় বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত এবং বন্ধু বান্ধবের নিকট সংরক্ষিত তাঁর কবিতাসমূহ তিন খণ্ডে বিন্যস্ত করে প্রকাশ করা হয়। প্রথম খণ্ড মুহাম্মদ হিলাল ইব্রাহীম বেক এর ভাষ্য সহ ১৯০১ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।[৪] দ্বিতীয় ও তৃতীয় খন্ড প্রকাশিত হয় ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দে।[৫]

---

১. আহমদ আমীন, দীওয়ান হাফিজ, মুকাদ্দিমাহ, পৃ. ৪।
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪।
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪।
৪. প্রকাশক, মাতবা'আহ আত্ তামাদ্দুন, কায়রো।
৫. প্রকাশক, মাতবা'আহ আল ইসলাহ।

Dhaka University Institutional Repository

**২) আল বু'আসা ঃ**

ফরাসী মহাকবি Victor Hugo রচিত Les Miserable থেকে চয়নকৃত উপাখ্যানের আরবী অনুবাদ। কবি ১৯০৩ খ্রিষ্টাব্দে এসব উপাখ্যান অনুবাদ করেন। এটি দু'খণ্ডে প্রকাশিত।

**৩) লাইলী সাতীহ ঃ**

এটি নৈতিক আবেদন সম্বলিত মাকামাধর্মী বর্ণনামূলক সাহিত্য গ্রন্থ। কায়রোর আল ইসলাম প্রকাশনী থেকে ১৯০৬ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়।

**৪) কুতাইয়্যিব ফীত তারবিয়্যাহ আল আওয়ালিয়্যাহ ঃ**

কবি এ গ্রন্থটি ফরাসী ভাষা থেকে অনুবাদ করেন। কায়রোর দারুল মা'আরিফ থেকে ১৯১১ খ্রিষ্টাব্দে এটি প্রকাশিত হয়।

**৫) কুতায়্যিব ফীল ইকতিসাদ ঃ**

এটি একই প্রকাশনী থেকে ১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দে এটি প্রকাশিত হয়।

**৬) আল মু'জায ফিল ইকতিসাদ ঃ**

ফরাসী পন্ডিত Paul Leray Beaulieu এর গ্রন্থের আরবী অনুবাদ। শিক্ষামন্ত্রী হাসমত পাশার অনুরোধে তিনি খলীল নুরতানের সহযোগীতায় এ কাজ সম্পন্ন করেন। এটি ১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দে কায়রোর দারুল মা'আরিফ প্রকাশনী থেকে ৫ খন্ডে প্রকাশিত হয়।

*Dhaka University Institutional Repository*

**কাব্য প্রতিভা ঃ** ব্যক্তি জীবনের ঘটনা থেকে হাফিজ ইব্রাহীমের কাব্য প্রতিভার স্ফুরণ ঘটে। তিনি বাল্যকাল থেকেই অসাধারণ মেধাবী ও তীক্ষ্ম স্মৃতিশক্তির অধিকারী ছিলেন। প্রসিদ্ধ সাহিত্যগ্রন্থ ইকদুল ফারীদ, কিতাবুল আগানী ও আব্বাসী কবিদের দীওয়ান সমূহ তিনি অত্যন্ত মনযোগসহকারে অধ্যয়ন করেন। তিনি ফরাসী ও ইংরেজী ভাষায় জ্ঞানার্জন করেন। বিশিষ্ট সমাজ সংস্কারক মুফতি মুহাম্মদ আবদুহু, সা'দ জগলুল পাশা, মুস্তফা কামিল ও মাহমুদ সামী আল বারূদীর একান্ত সান্নিধ্য লাভ করেন তিনি। উল্লেখিত বিষয়গুলো তাঁর কাব্য প্রতিভাকে শাণিত করে। জীবনের ব্যাপক ট্রাজেডি তাঁর কবি সত্তাকে প্রভাবিত করে। শৈশবে পিতার আদর স্নেহ থেকে বঞ্চিত হওয়া, কৈশরে মামার গৃহে সহায়-সম্বলহীন ভাবে বেড়ে উঠা, যৌবনে মামার আশ্রয় ছেড়ে দিয়ে জীবিকার জন্য বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়ানো, সামরিক বিভাগ থেকে পুলিশ বিভাগে চাকুরীর রদবদল ও চাকুরী থেকে অপসারন, বৈবাহিক জীবনের ব্যর্থতা ইত্যাদি ঘটনাপঞ্জী তাঁকে আবেগপ্রবণ করে তুলে। তাঁর ব্যথিত হৃদয়ের আকুতি কবিতার লাইনে মূর্ত হয়ে উঠেছে। তিনি নিষ্ঠুর সমাজ-সংসারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠেন। ড. আহমদ আমীন এ প্রসঙ্গে বলেন :[১]

**فأثر كل ذلك في نفسه أثرا بالغا، فهو ناقم على الدهر على قومه، يكثر من شكوى الزمان وشكوى الناس –**

হাফিজের কাব্য প্রতিভার মূলে ছিল তাঁর তীক্ষ্ম মেধা ও অসাধারণ স্মৃতিশক্তি। তিনি আব্বাসী যুগের বাশশার ইবনে বুরদ, মুসলিম ইবনুল ওয়ালিদ, আবু নুআস, আবু

১. আহমদ আমীন, দীওয়ান হাফিজ, মুকাদ্দিমাহ, পৃ. ২৫।

Dhaka University Institutional Repository

তাম্মাম, বুহতারী, শরীফ আর-রাদী, ইবনু হানী আন্দালুসী, ইবনুল সুতায়য, আব্বাস ইবনুল আহনাফ, আবুল আলা আল মাআররী প্রমুখ কবিদের অসংখ্য কবিতা কণ্ঠস্থ করেন। অনেকে মন্তব্য করেন যে, তার স্মৃতিতে সংরক্ষিত কবিতা সমূহ যদি সংকলিত করা হতো, তবে আবু তাম্মামের দীওয়ানুল হাম্মাসাহকেও হার মানাত।[১] তিনি সমকালিন কবি সাহিত্যিকদের সাথে গভীর সম্পর্ক রাখতেন। তিনি কবি আল বারূদীর খুবই ভক্ত ছিলেন। এম. এম. বাদাভী এ সম্পর্কে বলেন :

The main inspiration for Hafiz Ibrahim the poet was Barudi, whom he regarded as an examplaren in life.[২]

কবি হাফিজ ছিলেন একজন স্বভাব কবি। ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দে সামরিক বিভাগ থেকে অবসরের পর ১৯১১ সালে মিসরের পাবলিক লাইব্রেরীর ডাইরেক্টর পদে যোগদান পর্যন্ত সময়কাল তাঁর প্রতিভা বিকাশের শ্রেষ্ঠ সময়। হাফিজ Neo-classical ধারায় কবিতা রচনা করেন। তাঁর কবিতার মাত্রা ও স্টাইল ক্লাসিক্যাল। কিন্তু বিষয়বস্তু উপস্থাপনা, চিন্তা ধারা ও উদ্দেশ্যাবলী আধুনিক।

হাফিজ কাব্য জগতে শাওকী ছাড়া আর কাউকে তাঁর সমকক্ষ মনে করতেন না। তিনি বলেন :[৩]

لم أخشى من أحد في الشعر ليسبقني + إلا فتى ماله في السبق إلاه

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪।

২. J. Brugman, An Introduction to the History, P. 44.

৩. দীওয়ান হাফিজ ইব্রাহীম, ভূমিকা; পৃ. ২৫।

*Dhaka University Institutional Repository*

তবে তাঁদের উভয়ের মধ্যে পার্থক্য হলো হাফিজের বর্ণনা সহজ, সরল ও সাধারনের বোধগম্য। আর শাওকীর কবিতা অপেক্ষাকৃত অভিজাত শ্রেণীর মানুষের জন্য রচিত। এ ব্যপারে ড. ত্বহা হোসেন বলেন :[১]

**''وشوقي لم يبلغ ما بلغ حافظ من الرثاء ولم يحسن ما أحسن حافظ من تصوير نفس الشعب والأمه وآماله، ولم يتقن ما أتقد حافظ من إحساس الألم وتصوير هذا الإحساس وشكوى الزمان''**

কবি হাফিজ ছিলেন তাঁর যুগের এক বাস্তব ও জীবন্ত প্রতিচ্ছবি। তিনি আরবী কবিতার সবধারার ক্ষেত্রে মিসরীয় প্রতিনিধিদের অন্যতম। যাদের অগ্রভাগে ছিলেন মাহমুদ সামী আল-বারূদী। তিনি বারূদীর দ্বারা প্রভাবিত হলেও কবিতায় অধিক প্রাঞ্জলতা ও সরলতা, চিন্তাধারার অধিক জনপ্রিয়তা, ব্যাপক জনগোষ্ঠীকে বিমোহিত করা ইত্যাদি ক্ষেত্রে বারূদীকে অতিক্রম করেছেন। ড. আব্দুল হামীদ সিন্দ আল-জুন্দী মনে করেন :[২]

و حافظ فى نظرى أشد تأثر من زميله شوقى فقط عند نهج أستاذه و لم يحاول التجديد إلا فى حدود ضيقة

ড. শাওকী দায়ফ এর মতে :[৩]

**هو يصبح على شاكلة أستاذ في قوة شعره ومتانته وجزالته ـ**

১. ড.ত্বহা হোসেন, হাফিজ ওয়া শাওকী, পৃ. ৫০।

২. ড. আব্দুল হামীদ সিন্দ আল জুন্দী, শাইরুন নীল, পৃ. ৮৯।

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯।

Dhaka University Institutional Repository

প্রাচীন ইতিহাস ও ঐতিহ্যের লীলাভূমি নীলনদের অববাহিকা হাফিজের হৃদয়ের আবেগে রচিত কবিতামালার পরশে সুশোভিত। এজন্য তিনি যথার্থই নীলনদের কবি, মানবতার কবি, জাগরনের কবি, বিদ্রহী কবি, মিসরের জাতীয় কবি হাফিজ ইব্রাহীম।[১]

**আহমদ শাওকী বেক (১৮৬৮ খ্রি.- ১৯৩২ খ্রি.) ঃ**

মিসরের প্রসিদ্ধ কবি আহমদ শাওকী নেও ক্লাসিক্যাল ধারায় পরিপুষ্ট। আরব বিশ্বের জনপ্রিয় কবিদের অন্যতম। খেদীভ ইসমাঈল পাশার শাসনামলে (১৮৬৩ খ্রি.- ১৮৭৯ খ্রি.) তিনি কায়রো মহানগরীর এক অভিজাত পরিবারে জন্মগ্রহন করেন। তাঁর বাবা আলী ইবন আহমদ শাওকী কুর্দী সরকাসী বংশীয় এবং মা তুর্কী ও গ্রীক বংশীয় ছিলেন। পিতা-মাতা উভয় দিক থেকে কবি শাওকী ছিলেন অভিজাত ও উঁচু বংশীয়।[২]

শাওকী আল মুবাতদিয়ান বিদ্যালয় থেকে প্রাথমিক, কায়রোর আত-তাজহিজিয়্যাহ স্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং ১৮৮৫ খ্রিষ্টাব্দে মাদরাসাতুল হুকুক থেকে আইন বিষয়ে গ্রাজুয়েশন ডিগ্রী লাভ করেন।[৩] অতপর মাদরাসাতুল ইদারা ওয়াল আলসুন হতে ভাষা ও অনুবাদ বিষয়ে ডিগ্রী অর্জন করেন।[৪] তিনি ১৮৮৭ খ্রিষ্টাব্দে বৃত্তি নিয়ে আইন বিষয়ে উচ্চ শিক্ষার জন্য ফ্রান্স গমন করেন। কবি ফ্রান্সের Mont Pellier বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিষয়ে দু'বছর অধ্যয়ন করেন। এ সময় কবি ফ্রান্স, লন্ডন সহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ভ্রমন করেন। তিনি প্যারিসের কবি সাহিত্যিক এবং বিশেষ করে

১. আহমদ আমীন, দীওয়ান হাফিজ, মুকাদ্দিমাহ, পৃ. ২৫।
২. মুহাম্মদ ইউসুফ ফোকন, আ'লাম, পৃ. ২৪৩।
৩. J. Brugman, An Introduction to the History, P. 36.
৪. Ibid.

*Dhaka University Institutional Repository*

নাট্যসাহিত্য সম্পর্কে জানার সুযোগ পান। তিনি ভিক্টোর হুগো (১৮০২ খ্রি.-১৮৮৫ খ্রি.), জা মোঁসে (১৮১০ খ্রি.-১৮৭৫ খ্রি.), লা মার্টিন (১৭৯০ খ্রি.-১৮৬৯ খ্রি.), লা ফোন্টিন প্রমুখ সাহিত্যিকদের জীবন ও সাহিত্য কর্ম সম্পর্কে ব্যাপকভাবে অধ্যয়ন করেন। তিনি হুগোর শতাব্দির কাহিনীর অনুসরনে 'ফী আবিল হাওত' তাওয়াত উনখু আমুন, কাসরু উনসিল উজুজ ইত্যাদি কাসিদা রচনা করেন।[১]

১৮৯১ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ইস্তাম্বুল হয়ে মিসরে প্রত্যাবর্তন করে প্রথমে অনুবাদ বিভাগে কাজ আরম্ভ করেন। খেদীভ আব্বাস হিলমী পাশার শাসনামলে (১৮৯২ খ্রি.-১৯১৪ খ্রি.) তিনি রাজ সভাকবি (শাইরুল বালাত) ছিলেন এবং তাঁকে খেদীভের ইউরোপিয়ান দপ্তরের পরিচালক নিয়োগ করা হয়। তিনি ২০ বছর আব্বাসের সভাকবি ছিলেন। সভাকবি থাকাকালিন সময় কবি এক বিত্তশালী মহিলার পানি গ্রহণ করেন। তাঁর দু'ছেলে আলী ও হুসাইন ও এক মেয়ে আমিনা।[২]

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় খেদীভ আব্বাস হিলমী তুর্কী সুলতানকে সমর্থন করেন। এ জন্য ইংরেজ নেতাগণ তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করে খেদীভ হুসাইন কামিলকে (১৯১৪ খ্রি.-১৯১৮ খ্রি.) তাঁর স্থলাভিষিক্ত করে। শাওকী ইংরেজদের এই হীনমন্যতার তীব্র সমালোচনা করেন। ফলে ১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দ হতে ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত নির্বাসিত জীবন যাপন করেন। তিনি স্বপরিবারে স্পেনের বারসেলোনা গমন করেন। তিনি ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দে জেনেভা যান এবং ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দে নির্বাসন থেকে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন। ১৯৬২

---

১. আহমদ শাওকী, শাওকিয়্যাত, খ. ১, পৃ. ১৭।

২. ড. শাওকী দায়ফ, তারিখু আল আদাবিল 'আরাবি আল মু'আসির ফী মিসর, পৃ. ১১১।

*Dhaka University Institutional Repository*

খ্রিষ্টাব্দে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মিসর সফরে এলে শাওকী তাঁকে বাসায় আমন্ত্রন জানান। কবি রবীন্দ্রনাথ শাওকীর উদ্দেশ্যে বলেন, "আমার ভাষা বুঝে এমন লোকের সংখ্যা দশ মিলিয়নের বেশী নয়। কিন্তু আরব বিশ্বের সকলেই আপনার পাঠক ও ভক্ত। এ কারনে আপনার প্রতি আমি ঈর্ষাণ্বীত।" অতঃপর রবীন্দ্রনাথকে শাওকীর 'মাসরা ক্লিউপেট্রা' সঙ্গীতের কিছু অংশ শিল্পী আব্দুল ওয়াহাব গেয়ে শুনান।[১] ১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর শাওকিয়্যাত কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হলে বিভিন্ন মহল থেকে তাঁকে অভিনন্দন জানানো হয়। ঐ বৎসরই অক্টোবর মাসে অপেরা হাউজে অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানে তাঁকে আমীরুশ শু'আরা (কবি সম্রাট) উপাধী প্রদান করা হয়। কবি হাফিজ ইব্রাহীম এ অনুষ্ঠানে তাঁর প্রশংসায় পঠিত এক কাসিদায় বলেন :[২]

**أبيرقوا في قد أتيت مبايعا + وهذى وفود الشرق قد بايعت معي -**

কবি নির্বাসনোত্তর জীবনে সাহিত্য সংগঠন 'মাজলিসুশ শুয়ূখ' এর সাথে ঘনিষ্টভাবে জড়িত ছিলেন। তিনি শেষ জীবনে গ্রীস্মকালীন অবকাশ যাপনের জন্য ইউরোপ, লেবানন ও সিরিয়া ভ্রমন করেন। ১৯৩১ ও ৩২ খ্রিষ্টাব্দে তিনি তাঁর কাব্যনাট্য সমূহের কাজ সমাপ্ত করেন। এ সময় তিনি মাজনুন লায়লা, আলী বেক আল কাবীর, কামবীজ, আস সিত্তু হুদা ও আল বাখিলা রচনা সমাপ্ত করেন। অতঃপর মুহাম্মদ আলী আল কাবীর রচনা শুরু করেন। কিন্তু তিনি শারিরিক দূর্বলতা জনিত কারনে অসুস্থ হয়ে পড়েন। ডাক্তার তাঁকে বিশ্রামে থাকার জন্য একান্তভাবে পরামর্শ দেন। এরপরও কবি

১. মুহাম্মদ ইউসুফ কোকন, আ'লাম, পৃ. ২৬৫।

২. মুহাম্মদ হাফিজ ইব্রাহীম, দীওয়ান, খ. ১, পৃ. ১২৮।

*Dhaka University Institutional Repository*

১৯৩১ খ্রিষ্টাব্দের ১৩ অক্টোবর সন্ধ্যায় আল জিহাদ পত্রিকা অফিসে যান এবং তাওফীক দায়্যাবের উদ্দেশ্যে একটি কবিতা রচনা করেন।[১] সে রাতেই কবি ভীষণভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং প্রভাতেই ইন্তেকাল করেন। ১৪ অক্টোবর তাকে দাফন করা হয়।

**রচনাবলী ঃ**

কবিতা

১) আশ শাওকিয়্যাত: কাব্য সংকলন, ৪ খন্ডে সমাপ্ত।

২) আ'মালী ফীল মুতামার ( أعمالي في المؤتمر )

৩) সাদাল হারব ( صدى الحرب )

৪) বাহজাতুল মাস ফী হুজ্জাতিল আব্বাস

৫) নাহজুল বুরদাহ ( نهج البرده )

৬) আবুল হাওল

৭) কারামাহ ইবনুল হানী ( كرمه ابن الهاني )

৮) কাসীদাতুন নীল

৯) আন নাশীদুল কাওমী (জাতীয় সঙ্গীত)

১০) দুওয়ালুল আরব ওয়া উযামাউল ইসলাম

১১) মুনতাখাবাতু মিন শি'রিশ শাওকী ফীল হায়ওয়ান

১২) মুখতারাত মিন শাওকী

১৩) আশ শাওকীয়্যাতুল মাজহুলাহ

---

১. মুহাম্মদ ইউসুফ কোকন, আ'লাম, পৃ. ২৮০।

*Dhaka University Institutional Repository*

## গদ্য সাহিত্য ঃ

১) উযারউল হিন্দ ( عذراء الهند )

২) লা দিয়াস / আখিরুল ফারাইনাহ ( لادياس / آخر الفراعنة )

৩) ওয়ারাকাতুল আস ( ورقة الآس )

৪) আসওয়াকুয যাহাব ( أسواق الذهب )

৫) আল আসীর ওয়া কিসাস উখরা

## কাব্য নাট্য ঃ

কবি শাওকী ১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ছয়টি কাব্য নাট্য রচনা করেন। এগুলোর পাঁচটি ট্রাজেডি ও একটি কমেডি। কাব্য নাট্যগুলো হলো :

১) আলী বেক আল কাবীর ( علي بك الكبير )

২) মাজনুন লায়লা ( مجنون ليلى )

৩) মিসরা ক্লিউপেট্রা ( مصرع كليو بترا )

৪) ক্যামবীয ( قمبيز )

৫) আমীরাতুল আন্দালুস ( أميرة الأندلس )

৬) আনতারাহ ( عنتره )

৭) আল সিত্ত হুদা ( ألست هدى )

*Dhaka University Institutional Repository*

এ ছাড়াও কবি শাওকীর আরো অনেক পাণ্ডুলিপি বিদ্যমান রয়েছে।

**কাব্য প্রতিভা ঃ**

বিশিষ্ট আরব কবি আহমদ শাওকী জন্মগতভাবে আল্লাহ প্রদত্ত এক অপরিসীম কাব্য প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। সে কারনে তিনি শত সমালোচনার পরও আমিরুশ শু'আরা হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর কাব্য প্রতিভাকে চারটি মৌলিক গুনাবলী শাণিত করে। মৌলিক এ গুনাবলীগুলো হলো :

ক. মানবীয় গুনাবলী প্রসঙ্গে তাঁর হৃদয়ে পূর্ণ অনুভূতি;

খ. প্রাকৃতিক সৌন্দর্য চিত্রায়নে তীব্র অনুভূতি শক্তি;

গ. জীবন ও সংসার সম্পর্কে সূক্ষ্ম অনুভূতি, যা তাঁর হৃদয়কে স্পর্শ করে;

ঘ. তিনি অভিজাত বংশীয়, তাঁর মানসিকতা অনেক উঁচু স্তরের।

বর্ণনাভঙ্গি ও ভাষার ক্ষেত্রে তিনি প্রাচীন রীতির অনুসারী ছিলেন। কিন্তু তাঁর কবিতার বিষয়বস্তু, দৃষ্টিভঙ্গি ও অনুভূতি প্রকাশ ছিল সম্পূর্ণরূপে আধুনিক। তিনি সফলভাবে মিসরবাসী ও আরবদের আশা আকাঙ্খার প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন। তাঁর কবিতায় রাজনৈতিক, সামাজিক, ঐতিহাসিক, বর্ণনামূলক, প্রণয়মূলক, শোকগাথা, আধ্যাত্মিক সমালোচনামূলক ইত্যাদি আধুনিক বিষয়বস্তু সুন্দর ও সার্থকভাবে ফুটে উঠেছে। তিনি শিশুতোষ বিষয়ক চমৎকার কবিতা রচনা করেন। এ ক্ষেত্রে দীওয়ানুল আতফাল শি'রুল সাবা প্রণিধানযোগ্য।[১] তাঁর কবিতায় সাবলিলতার সাথে উচ্চাকাঙ্খা ও

১. J. Brugman, An Introduction to the History, P. 40.

*Dhaka University Institutional Repository*

ধর্মনিষ্ঠার পূর্ণ প্রকাশ ঘটেছে। যিকরুল মাওলাদ কবিতায় এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ মিলে।[১] তাঁর কবিতায় মার্জিত ব্যাঙ্গ ও নিন্দামূলক বর্ণনা স্থান পেয়েছে। এসব কবিতার মধ্যে 'আল আসাদ ওয়া ওয়াযীরুলহুল হিমার' উল্লেখযোগ্য।[২] তাঁর নাট্য কাব্য আরবী থিয়েটারের ইতিহাসে আলোকবর্তিকা হিসাবেই কাজ করে।

প্রসিদ্ধ আব্বাসী কবি বুহতারি যেমন খলিফা মুতাওয়াক্কিলের দরবারে এবং আল মুতানাব্বি সাইফুদ্দৌলার দরবারে মাদহিয়্যাহ রচনা করে পারিতোষিক লাভ করতেন, তেমনি কবি শাওকী খেদীভ আব্বাসের দরবারী কবি হিসাবে খেদীভ ও সুলতানদের গুনকীর্তনে বিভোর ছিলেন।[৩] অনেক সময় তাদের কবিতার মু'আরিদা অর্থাৎ অনুকরনপূর্ণ কবিতা রচনা করতেন। সুলতান আব্দুল হামীদরে মাদহিয়্যায় কবি বলেন:[৪]

''هل كلام العباد في الشمس إلا + أنها شمس ليس فيها كلام ؟

إيه عبد الحميد جل زمان + أنت فيه خليفة وإمام''

"খলিফা আব্দুল হামীদ সূর্যের মতই মহান ও মর্যাদাশীল। সাধারণ মানুষ যেমন সূর্যের ব্যাপারে কোন সমালোচনা করতে পারে না, তেমনি তার ব্যাপারে কোন সমালোচনা নেই। হে আব্দুল হামীদ। তুমি এক মহান খলীফা ও নেতা। তোমার জন্য যুগ সম্মানিত হয়েছে।"

---

১. শাওকিয়্যাত, খ. ১, পৃ. ৭।

২. প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৪৭।

৩. হান্না আল ফাখুরী, তারীখ, পৃ. ৯৮০।

৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮০।

*Dhaka University Institutional Repository*

কবি নির্বাসন থেকে প্রত্যাবর্তনের পর নতুন নতুন বিষয়ে প্রণয় গীতি রচনার চেষ্টা করেন। এক্ষেত্রে তাঁর বারিস (প্যারিস)[১], গাবা বুলুনিয়া (বুলুনিয়া অদৃশ্য হয়েছে)[২] ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য কবিতা।

শাওকী ইসলামী কবিতা রচনার ক্ষেত্রে সফলতার সাক্ষর রাখেন। তাঁর ইসলামী কবিতা অনুকরণীয় ছিল। তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'হামযাতুন নবরিয়্যাহ' ও 'নাহজুল বুরদাহ' পাঠকের নিকট চিরস্বরণীয় হয়ে আছে।

স্পেন থেকে প্রত্যাবর্তনের পর শাওকী ছিলেন খেদীভের সভাকবি। এ সময় তাঁর বড় দায়িত্ব ছিল রাজপ্রাসাদ ও খেদীভের গুণকীর্তন করা। কিন্তু নির্বাসিত জীবন থেকে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি জনতার মুখপাত্র হিসাবে তাদের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী তুলে ধরেন। তাদের সুখ-দুঃখের সাথী হন। তিনি খেদীভ হুসাইন কামিলের নিকট কঠিনভাবে জাতীয় দাবী পেশ করেন। কবি তাঁর এক কবিতায় বলেন:[৩]

"زمان الفرد يا فرعون ولى + ودالت دوله المحبرينا

وأصبحت الرعاة بكل أرض + على حكم الرعية نازلينا"

তিনি শুধু মিসরের জন্যই ক্রন্দন করেন নি, বরং গোটা মধ্যপ্রাচ্যের মুক্তি ও অগ্রগতি কামনা করে এক কবিতায় বলেন:[৪]

"وما الشرق إلا أسرة أو قبيلة + تلم بينهما عند كل مصاب"

---

১. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৮১।

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭।

৩. আহমদ কাব্বীশ, তারীখ, পৃ. ৮২।

৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮০।

*Dhaka University Institutional Repository*

সুতরাং কবি আহমদ শাওকী সার্বিক গুন বিচারে এক অসাধারণ কবি। ড. শাওকী দায়ফ এর মতে, 'তাঁর কবিতা তাঁর শিক্ষকের চেয়ে বেশী সরস। তাঁর কবিতা বারূদীর কবিতার ধ্বনির চাইতে বেশী মধুর ও পরিস্কার।'[১] তিনি অনুভূতির রহস্য বুঝতে সক্ষম হন। ধ্বনি ও সুর সূক্ষ্মভাবে হৃদয়াঙ্গন করতে তিনি ছিলেন পারদর্শী। এ জন্য তাঁর কবিতা সঙ্গীতের জন্য বেশী উপযুক্ত। তাঁর অনেক কবিতা সমকালীন প্রসিদ্ধ কণ্ঠ শিল্পীর দ্বারা গীত হয়েছে।[২] আহমদ শাওকী তাঁর সময়ে আরবী কবিতাকে যে পর্যায়ে উন্নীত করেন, কোন কবিই তা করতে পারেন নি। তিনি বিশ্বকবি হতে পারেন নি, তবে তিনি প্রাচ্যের কবি, কবি সম্রাট ও আধুনিক রেনেসাঁর কবি হিসাবে মানুষের হৃদয়ে চির ভস্মের হয়ে থাকবেন। তিনি কবি আল বারূদীর যোগ্য অনুসারী হতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করেন।

এ ছাড়াও কবি আল বারূদীকে অনুসরন করেছেন তারই সমসাময়িক বা সমকালীন কবি হলেন মারূফ আর-রূসাফী ও খলিল মুরতানের নাম প্রণিধানযোগ্য আরবী সাহিত্যের ইতিহাসে এরা উজ্জল নক্ষত্র হিসাবেই চির অম্লান হয়ে আছেন।

---

১. ড. শাওকী দায়ফ, আল-আদাব আল আরাবি আল-মু'আসির, পৃ. ১১৫।

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮০।

*Dhaka University Institutional Repository*

# চতুর্থ পরিচ্ছেদ
# আধুনিক আরবী সাহিত্যের অগ্রদূত হিসেবে কবি আল-বারূদী

## আধুনিক আরবী সাহিত্যের অগ্রদূত হিসেবে কবি আল-বারূদী ঃ

কবি মাহমুদ সামী পাশা আল-বারূদীর সাহিত্য সাধনার সময়কাল আন-নাহদাহ, রেনেসাঁ বা পূনর্জাগরনের যুগ হিসাবে বিবেচিত। আব্বাস মাহমুদ আল-আক্কাদ তাঁর যুগকে আরবী সাহিত্যের সৃজনশীলতার যুগ হিসাবে চিহ্নিত করেন। তিনি এ প্রসঙ্গে মন্ত ব্য করেন :

কবি আল বারূদীর পূর্বে পাঁচশত বৎসর পর্যন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে এমন কাউকে দেখা যাবে না, যিনি তাঁর সমকক্ষ হবেন। কবি আল বারূদীকে দেখে মনে হবে যেন আপনি একক একটি উঁচু পাহাড়ের চুড়ায় অবস্থান করছেন, আর এর সম্মুখে অনেক দূর পর্যন্ত ছোট ছোট টিলা কিংবা বালির স্তুপ ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাবেন না। সুতরাং তিনি মিসরের সাহিত্যের ইতিহাসে সত্যিকারের শীর্ষস্থানীয় ও নেতার আসনে সমাসীন হয়েছেন।[১] তাই তিনি হলেন আধুনিক আরবী সাহিত্যের অগ্রদূত।

এক্ষেত্রে তাঁকে তুলনা করা যায় বাংলা সাহিত্যের বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের সাথে। কবি নজরুল আধুনিক বাংলা কাব্য জগতে ধুমকেতুর মত আবির্ভূত হন এবং একটি নতুন ধারার সৃষ্টি করেন। কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁকে সাহিত্যাকাশে ধুমকেতু হিসাবে আখ্যায়িত করেন। তিনি হঠাৎ করে বিদ্রহের রৌদ্ররোষে জ্বলে উঠেন এবং জাতীয় জীবনের জাগরণের কান্ডারী হিসাবে স্বীয় কাব্য রচনা করেন।

---

১. আব্বাস মাহমুদ আল আক্কাদ, শুআরাউ মিসর ওয়া বিআতুহুম ফিল জায়লিল মাদী, (কায়রো, নাহদাতু মিসর লিত তিবাআহ, আল ফুজালাহ ), পৃ. ১১১।

*Dhaka University Institutional Repository*

ড. হুসায়ন হায়কালের মতে, কবি আল-বারূদীর কবিতায় রাজনৈতিক বক্তব্য, মিসরের প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী, ঐতিহাসিক নিদর্শনাদি এবং মিসরীয় জীবন ধারার বর্ণনা ছাড়া আর কোন নতুনত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। তাঁর কবিতার অন্যান্য বিষয়বস্তু, ছন্দ, অন্তমিল ইত্যাদি বিষয়ে আব্বাসী ও তৎপূর্ববর্তী কবিদের পূর্ণাঙ্গ মিল পাওয়া যায়। তিনি প্রসিদ্ধ কবি হোমারের মত মহাকাব্য রচনা করেননি বা কবি দান্তের মত কমেডি রচনা করেননি। তারপরও তাকে আধুনিকতার পথিকৃত কবির মর্যাদায় সমাসীন করা হয় কেন? এ প্রসঙ্গে হায়কাল মন্তব্য করেন যে,

তাঁর কবিতা স্বীয় যুগ ও পরিবেশের আয়না স্বরূপ প্রকাশ পায়। সুতরাং তিনি এ বৈশিষ্ট নিয়ে যদি প্রাচীন কালেও আবির্ভূত হতেন তবে সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হতেন।[১]

এ সময় সাহিত্যিকদের চিন্তা ও অনুভূতি স্বাধীনভাবে প্রকাশ হতে শুরু করে। কবি আল-বারূদী যে ধারায় কাব্য রচনা শুরু করেন, সাহিত্যিকদের পরিভাষায় তাকে নন ক্লাসিকবাদ (Neo Classicism) বলা হয়। সমকালীন সকল কবি তাঁর অনুসৃত ধারাতেই কাব্যানুশীলন করেন এবং প্রত্যেকেই উজ্জল প্রতিভার সাক্ষর রাখেন। তাই নির্দ্বিধায় বলা যায় আল বারূদীর মর্যাদা সকলের নিকট স্বীকৃত। আধুনিক কবিতার পথিকৃত হিসাবে তাঁর স্থান সর্বশীর্ষে।

---

১. মুহাম্মদ হুসাইন হাইকাল, ভূমিকা, দীওয়ানুল বারূদী, (বৈরূত : দারুল জায়ত, ১৯৯৫ খ্রি.), পৃ. ৩০।

*Dhaka University Institutional Repository*

## উপসংহার :

আরবী সাহিত্যোকাশে যে সকল গৌরবোজ্জ্বল নক্ষত্রের আবির্ভাব হয়েছিল তাদের মধ্যে প্রখ্যাত কবি মাহমুদ সামী আল-বারূদী অন্যতম। তিনি আরবী কবিতার গতানুগতিক ধারার পরিবর্তন করে সুর ও ছন্দের অনন্য সমন্বয় ঘটিয়ে গৌরব, বীরত্বগাঁথাসহ প্রভৃতি কবিতায় ভিন্ন ভিন্ন শিল্প বৈশিষ্ট্য দান করেছেন। তিনি একমাত্র কবি যিনি গুরুত্বপূর্ণ সামরিক পদে ব্যস্ত থাকার পরও তাঁর কাব্য চর্চার কথা এক মুহূর্তের জন্যও ভুলে যাননি। তিনি কবি নজরুলের মতোই যেমন ছিলেন বিদ্রহী বীর সেনানী তেমনি একজন প্রেমময়ী কবি। তাঁর এক হাতে ছিল রণতুর্য অপর হাতে ছিল ক্ষুরধার লেখনী। যুদ্ধের বিউগলের আওয়াজ এবং প্রেমময়ী বাশির সুর দুটোই তাঁকে সমভাবে আকর্ষণ করত। তিনি অসি ও মসি উভয় ক্ষেত্রেই সমান দক্ষ ছিলেন। এ কারণেই এ মহান কবিকে মিসরের জনসাধারণ 'রাব্বুস সায়ফ ওয়াল কালাম' উপাধিতে ভূষিত করেন। তিনি যুদ্ধের ফাঁকে ফাঁকে রচনা করতেন বীরত্বগাঁথা, রণসঙ্গীত, প্রশংসাগীতি ও প্রণয়গীতি। তাঁর হৃদয়ের ভাঁজে ভাঁজে লুকান ছিল যেমন গভীর ভালবাসা ও আবেগানুভুতি তেমনি অসীম সাহসিকতা, বীরত্ব ও বিদ্রহের বহ্নিশিখা। তিনি একমাত্র সফল ব্যক্তি যিনি কবিতা, সাহিত্য, সমরজ্ঞান, প্রশাসন, রাজনীতি, স্বদেশপ্রেম সবকিছুর সফল সমন্বয় ঘটিয়ে নিজেকে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে একজন স্মরনীয় ব্যক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছেন।

*Dhaka University Institutional Repository*

কবি মাহমুদ সামী আল-বারূদী সামরিক জ্ঞান লাভ করে একজন সেনা অফিসার হিসেবে উত্তীর্ণ হন। সেনাবাহিনীর বিভিন্ন পদ লাভের একপর্যায়ে ১৮৭৮ খ্রিষ্টাব্দে এ মহান সমর নেতাকে লেফটেন্যান্ট জেনারেল পদ প্রদান করা হয়। একই সঙ্গে শারকিয়্যাহ প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হয়। তুর্কী-রাশিয়া যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে এ যুদ্ধে বিজয়ের জন্য প্রাচ্য ও পাশ্চত্য উভয়ের পরস্পরের কুটনৈতিক বিষয়ে তিনি আকৃষ্ট হন। এ সময় ফাল্লাহীনদের (কৃষকদের) বৈদেশিক প্রশাসকদের অকথ্য জুলুম, নিপীড়ন, শোষণ ও নিষ্পেষন সচক্ষে অবলোকন করে ১৮৭৮ খ্রিষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে তিনি প্রশাসকের পথ ছেড়ে দিয়ে কায়রর 'মুহাফিয' এর দায়িত্বভার গ্রহন করেন। সে সময় দেশের সাংবাদিক ও বিচক্ষণ ব্যক্তিদের নেতৃত্বে এক গণআন্দোলন শুরু হয়, তারা **'ন্যাশনাল ইন্ডিপেনডেন্ট লীগ'** গঠন করে। এ সংগঠন বিদেশী আগ্রাসন ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। এভাবে দেশে স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে গণআন্দোলন দানা বেঁধে ওঠে। তখন দক্ষ সমর নেতা ও বিশিষ্ট রাজনীতিক মাহমুদ সামী আল-বারূদীকেই জনসাধারণ তাদের কাঙ্খিত নেতৃত্বের আসনে সমাসীন করেন। ১৮৭৯ সালে শরীফ পাশা কর্তৃক গঠিত মন্ত্রিসভায় মাহমুদ সামী আল-বারূদীকে 'শিক্ষা ও ওয়াক্ফ' মন্ত্রনালয়ের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। এ সময় তাঁর সাড়া জাগানো কবিতাগুলো বিভিন্ন সভা সমিতিতে, মাঠে ময়দানে, মিটিং মিছিলে এবং জনগণের মুখে মুখে প্রচারিত হতে থাকে। এজন্য তাঁকে 'শাইরুশ শু'আরা' নামে আখ্যায়িত করা হয়। তিনি উনবিংশ শতকে সাংবিধানিক আন্দোলনের পিতৃপুরুষ হিসেবে পরিচিত হন। তাদের কঠোর আন্দোলন ১৮৮২ সালে ফেব্রয়ারী মাসে শরীফ পাশার পতনের মধ্য দিয়ে একটি নতুন

*Dhaka University Institutional Repository*

মন্ত্রিপরিষদ গঠন হয়, যেখানে এ মহান কবি প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদ অলংকৃত করেন। এভাবেই এ মহান কবি নিজেকে একজন সফল সমর নায়ক, দক্ষ প্রশাসক ও আদর্শ রাজনীতিবিদ হিসেবে নিজেকে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে উপস্থাপন করেন।

১৮৮২ সালে বৃটিশ সেনাবাহিনী মিসর দখল করে ফলে ইংরেজদের আধিপত্য বিস্তারের কারণে বিপ্লবীদের তারা নির্বাসনদণ্ড প্রদান করে। যে কারণে শায়খ মোহাম্মদ আব্দুহুর সঙ্গে আল-বারূদীকেও ভারতের উপকণ্ঠে সিংহল দ্বীপে নির্বাসীত করা হয়। ১৭ বছরেরও অধিক সময় এ মহান কবি-সাহিত্যিক ও সমরবিদ নির্বাসনে কাটান। এ সময়ে তার স্ত্রী ও কন্যাকে হারান। এই দু:সহ মানসিক বিষন্নতায় তার দৃষ্টি শক্তি ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ হতে থাকে যা তাঁর সাহিত্যের সামগ্রী হিসেবে ব্যবহৃত হয়। পরিশেষে ১৯০০ সালের মে মাসে দ্বিতীয় আব্বাস পাশার অনুগ্রহে মিসরে প্রত্যাবর্তন করেন। শেষ জীবনে তাঁর গৃহ কবি ও সাহিত্যিকদের মিলন মেলায় পরিণত হয়। অবশেষে ১৯০৪ সালে ৬৪ বছর বয়সে তাঁর জীবন প্রদীপ নির্বাপিত হয়। আল্লাহ পাক আরবী সাহিত্যের এই মহান কবিকে জান্নাত নসীব করুন।

*Dhaka University Institutional Repository*

# গ্রন্থপঞ্জি :


ড. আলী মুহাম্মদ আল-হাদীদী : মাহমুদ সামী আল বারূদী শাইরুন নাহদা, (কায়র : দারুল কাতিব আল- আরাবী, ১৯৬৭ খ্রি.)।

J. Brugman : An Inroduction to the History of Modern Arabic Literature in Egypt, ( Leiden : E. J. Brill, 1984) ।

ড. শাওকী দায়ফ : আল-বারূদী রাঈদুশ শি'রিল হাদীস, (কায়র : দারুল মা'আরিফ, ১৯৮৮খ্রি)।

Encyclopaedia of Islam : Vol. 1.

ইসলামী বিশ্বকোষ : (ঢাকা : ই.ফা.বা, ১৯৮৭ খ্রি.), খ.৩।

মুহাম্মদ ইউসুফ কোকন : আলামুন নাসর ওয়াশ 'শীর ফিল আসরিল আরাবী আল-হাদীস, খ. ১।

মুহাম্মদ আলী আসগর খান : আধুনিক ইউরোপের ইতিহাস, খ.২।

Rifaat Bey : The Awakening of Modern Egypt, P. 180.

মুসা আনসারী : আধুনিক মিসরের ঐতিহাসিক বিকাশধারা, (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৮ খ্রি.।

মো: রফিকুল ইসলাম : রাষ্ট্র অভিধান, (ঢাকা :কারেন্ট পাবলিকেশন্স, ২য় সংস্করণ, ২০০৭ খ্রি.)।

*Dhaka University Institutional Repository*

ইবনে মানজুর : লিসানুল 'আরব, (বৈরূত : দারু ইহ্ইয়াইত তুরাছিল 'আরাবী, ১৪০৫ হি.), খ. ৫।

ইসলামী বিশ্বকোষ : (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫ খ্রি.), খ. ১৯।

শিহাবুদ্দীন আবূ আবদিল্লাহ

ইয়াকূতইবন আবদিল্লাহ

আল-বাগদাদী : মু'জামুল বুলদান, (বৈরূত : দারু ইহইয়াইত তুরাছিল 'আরাবী, ১ম সং, ১৯৯৭ খ্রি.), খ. ৪।

P. K. Hitti : History of Arabs, (London : 1951).

Peter Marsfield : The Arabs, (London : 1976).

ড. ইসমাঈল আহমদ ইয়াগী

মাহমুদ শাকীর : তারিখুল 'আলামিল ইসলামী হাদীস ওয়াল মু'আসির,

(রিয়াদ : দারুল মিররিখ, ১৯৯৩ খ্রি.), খ. ২।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা : মুসলিম বিশ্ব সংখ্যা, (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২৩ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, এপ্রিল-জুন, ১৯৮৪ খ্রি.)।

ড. সফিউদ্দীন জোয়ারদার : আধুনিক মধ্যপ্রাচ্য, (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৭ খ্রি.), খ. ২।

ফারূক মাহমুদ : জাগ্রত মুসলিম আফ্রিকা, (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ২য় সংস্করণ, ১৯৯২ খ্রি.)।

*Dhaka University Institutional Repository*

ইয়াহইয়া আরমাজানী : মধ্যপ্রাচ্য অতীত ও বর্তমান, অনুবাদ : মুহাম্মদ এনামুল হক, ( ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৭৮ খ্রি.)।

ড. শাওকী দায়ফ : আল-আদাবুল 'আরাবী আল-মু'আসির ফী মিসর, (কায়র : দারুল মা'আরিফ, ৮ম সংস্করন) ।

J. A. Haywood : Modern Arabic Literature, (London, : lundum phsies, 1965) .

M. M. Badawi : A Critical Introduction to Modern Arabic, (New Yourk : Cambridge University Press, 1992) .

John, A. Haywood : Modern Arabic Literature, quoted by Salahiddin Boustany, The press during the Franch expendition in Egypt, 1798 (Cairo,1954) .

ড. উমর আদ-দাসূকী : ফিল আদাবিল হাদীস, (কায়র : দারুল ফিকর, সং ৮, ১৯৭৩ খ্রি.), খ., ১।

P. G. Eglood : The transit of Egypt, (London, 1928) .

জুরজী যায়দান : তারিখু আদাবিল লুগাতিল 'আরাবিয়্যাহ, (কায়র : দারুল হিলাল, ১৯৬৭ খ্রি.), খ.৪।

P. I. Vaticioties : The Modern History of Egypt, (London : 1967) .

*Dhaka University Institutional Repository*

ড. মুহাম্মদ আল-কাত্তানী : আস্ সূরা' বায়নাল কাদীম ওয়াল জাদীদ ফিল আদাবীল আরাবী আল-হাদীস, (কায়র : দারুল সাকাফাহ, প্রথম সংস্করণ, ১৯৪২ খ্রি.)।

মুস্তাফা বাদরান : তারীখুত তা'লিম ওয়া নিযামুহু ফী মিসরাল হাদীসাহ, (কায়র : ১৯৬৪ খ্রি.)।

মাহমুদ ফাহমী : আল-বাহরুয যাখির ফী তারীখিল আওয়াইল ওয়াল আওয়াখীর, (কায়র : ১২১৩ হি.), খ. ১।

হুসাইন আল-জারসাফী : আল-ওয়াসিলা আল-আদাবিয়্যা লিল উলূমিল আরাবিয়্যা, (কায়র : ১২৯২ হি.) ।

মাহমুদ সামী পাশা আল-বারূদী : দীওয়ানুল বারূদী, (বৈরূত : দারুল জায়ল, ১৯৯৫ খ্রি.), খ. ১।

আলফ্রেড স্কাউট ব্লান্ট : আত-তারিখ সিররি লিল ইহতিলাল আল ইঙ্গেলেজী, আরবী অনুবাদ, আল-বালাগ।

আহমাদ শরীফ : মুজাক্কিরাতি ফী নিসফিল কারন, (কায়র : ১৯৩৪ খ্রি.), খ., ১।

মুহাম্মদ আব্দুল কুদ্দুস কাসেমী : মাজামিন-ই জামালুদ্দিন, অনুবাদ : বেগম বুলবুল চৌধুরী, সায়্যিদ জামালুদ্দিন রচনাবলী, (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৩ খ্রি.)।

*Dhaka University Institutional Repository*

মো: আবু বকর সিদ্দিক : মিসরে আরবী সাংবাদিকতা সাহিত্যের বিকাশ, সাহিত্য পত্রিকা, (ঢাকা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ষ. ৩২, ১ম সংখ্যা : কার্তিক, ১৯৯৫,) ।

Rifaat Bey : The Awakening of Modern Egypt, P. 180.

হুসাইন আল-মারসাফী : আল-আমিলাতুল আদাবিয়্যাহ, (কায়র : ১৮৭৯ খ্রি.), খ., ২।

আল ওয়াকায়ে আল মিসরিয়্যাহ : ৩১ আগষ্ট ১৮৭৯, আল আহরাম ২৮/০৮/১৮৭৯।

জুরজী যায়দান : তারিখু মাশাহীরিশ শারক, খ. ১।

Parlimentary papers : Affair of Egypt, Milet to Granvil, 1882 in Rifaat Bey, The Awakening of Modern Egypt, (Lahor) .

মাহমুদ সামী আল-বারূদী : মুখতারাত আল-বারূদী, (কায়র : আল-জারিদা, ১৯০৯), খ. ১।

দা'ইরা-ই-মা'আরিফ-ই-ইসলামিয়্যাহ : (পাঞ্জাব, লাহোর : সং, ১, ১৯৬৮ খ্রি.),খ. ৩, আল বারূদী নিবন্ধ।

মাহমুদ সামী আল-বারূদী : কাশফুল গুম্মাহ ফী মাদহি **সাইয়্যিদিল** উম্মাহ।

মাহমুদ সামী আল-বারূদী আদাবিয়্যাহ,ও : আওরাকুল বারূদী,(কায়রঃ আল-মাজমাআতুল আল- মারকাযুল আরবী লিল বাহাস ওয়ান নাশর, ১৯৮১ )।

*Dhaka University Institutional Repository*

Hans Wehr : A Dictionary of Modern Written Arabic, Ed. J. Milton Cowan, (New York; Ithaca : 1976) .

আহমাদ হাসান আয-যাইয়্যাত : তারীখু আদাবিল আরাবী, (মিসর, সং, ২৫, তা. বি.) পৃ. ২৮, টীকা- ১।

R. A. Nicholson : A Literary History of the Arabs, Op. Cit. P. 72.

জুরজী জায়দান : তারীখুল আদাবিল লুগাতিল আরাবিয়্যাহ, (কায়র : দারুল হিলাল, তা.বি.), খ. ১।

শ্রীশ চন্দ্র দাস : সাহিত্য সন্দর্শন (ঢাকা : ৬৭,প্যারীদাস রোড, ১৯৯২ খ্রি.),পৃ.৩১, টীকা-২।

মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান : রবীন্দ্র বাক্যে আর্ট, সঙ্গীত ও সাহিত্য, (ঢাকা:বাংলা একাডেমী,১৯৮৬ খ্রি.)।

মাহমুদ সামী আল বারূদী : দীওয়ানুল বারূদী, মুকাদ্দিমাহ, (বৈরূত : দারুল জায়ত, ১৯৯৫ খ্রি.)।

গোলাম সামদানী কোরইশী : আরবী সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৭ খ্রি.)।

শাহজাহান আব্দুল কাইউম : নতুন ঢাকা ডাইজেষ্ট, আগষ্ট ১৯৯৮, ২য় বর্ষ, ৫ম সংখ্যা।

মো: আবু বকর সিদ্দিক : আরবী সাহিত্য সমালোচনা, (ঢাকা : সুলতানা প্রকাশণী, ১৯৮৯ খ্রি.)।

*Dhaka University Institutional Repository*

মাহমুদ সামী আল-বারূদী : কাশফুল গুম্মাহ ফী মাদহি সায়্যিদিল উম্মাহ, (কায়র : আল- জারিদা, ১৯০৯ খ্রি.)।

আব্বাস মাহমুদ আল আক্কাদ : শুআরাউ মিসর ওয়া বিআতুহুম ফিল জায়লিল মাদী, (কায়র নাহদাতু মিসর লিত্ তিবাআহ, আল ফুজালাহ )।

আশ শায়খ কামিল মুহাম্মদ মুহাম্মদ উবায়দাহ : মাহমুদ সামী আল-বারূদী ইমামুশ শু'আরা ফিল আসারিল হাদীস, (কায়র : ১৯৮৯ খ্রি.)।

J. Brugman : An Introduction to the History of modern Arabic literature in Egypt, (leiden : E. J. Brill, 1084 ), P. 28.

ইসলামী বিশ্বকোষ ১৯৮৮ : (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৪০৯ হি. / খ্রি.), খ.৫।

হান্না আল-ফাখুরী : আল নুজায ফিল আদাবিল আরাবী ওয়া তারীখিহি, খ. ৪।

ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান : আরব মনীষা, (ঢাকা : রিয়াদ প্রকাশনী, ২০০৩ খ্রি.)।

ড. আব্দুল হামীদ সিন্‌দ আল-জুনদী : হাফিজ ইব্রাহীম শা'ইরুন নীল, (কায়র : ১৯৬৮ খ্রি.)।

আহমদ আমীন : দীওয়ান হাফিজ, মুকাদ্দিমাহ, (বৈরূত : দারুল আওদাহ, তা.বি.)।

*Dhaka University Institutional Repository*

The Encyclopaedia of Islam, new edition, E. : Hafiz Ibrahim, Vol. 3 (Leiden: New J. Brill, 1986), P. 159.

Bulletin of the Faculty of Shariah and Islamic studies, (Makkah Al Mukarramah, Umm al Qura University, 1400-1401 A. H), Vol. V, P. 185.